মাসিক

আত-তাহরীক

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন ‘মৃত ব্যক্তির সাথে তিনজন যায়। তার মধ্যে দু’জন ফিরে আসে ও একজন তার সাথে থেকে যায়। সঙ্গে যায় তার পরিবার, তার মাল ও আমল। অতঃপর তার পরিবার ও মাল ফিরে আসে এবং আমল তার সাথে থেকে যায়’ *(বুখারী হা/৬৫১৪)*।

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
২৩তম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
জানুয়ারী ২০২০

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, কাজলা, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

"التحريك" مجلة شهرية علمية أدبية ودينية
جلد : ٢٣، عدد : ٤، جُمادى الأولى وجُمادى الآخرة ١٤٤١هـ/ يناير ٢٠٢٠م
رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/محمد أسد الله الغالب
تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

প্রচ্ছদ পরিচিতি : পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে অবস্থিত ফয়ছাল মসজিদ সঊদী বাদশাহ ফয়ছাল বিন আব্দুল আযীয-এর অর্থায়নে ১৯৮৬ সালে নির্মিত হয়। বৃহত্তম এ মসজিদটির ডিজাইন করেন তুর্কি স্থপতি ভেদাত ডালোকে। ভিতর-বাহির মিলে প্রায় ৩ লক্ষ মানুষ এখানে একত্রে ছালাত আদায় করতে পারে।

دعوتنا

١- تعالوا نبن حياتنا على بناء التوحيد الخالص ونقتبس من أضواء الكتاب والسنة الصحيحة على فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من المحدثين رحمة الله عليهم أجمعين-

٢- نتبع قوانين الوحى الختامى فى جميع نواحي حياتنا الدينية والدنيوية-

٣- نعيش الحياة الإسلامية الخالصة من أدران الشرك والبدع والخرافات والعقائد الباطلة والنظريات المضادة للتوحيد الخالص وللشريعة الغراء-

"التحريك" مجلة شهرية ترجمان جمعية تحريك أهل الحديث بنغلاديش

Monthly **AT-TAHREEK**
Chief Editor : Professor Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.
Editor : Dr. Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by : Hadeeth Foundation Bangladesh, Kajla, Rajshahi, Bangladesh.
Yearly subscription at home Regd. Post. Tk. 400/00 & Tk. 200/00 for six months.
Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK
Nawdapara Madrasah (Airport Road, Am Chattar), P.O. Sapura, Rajshahi.
Ph & Fax : 0247-860861. Mobile: 01715-002380, 01919-477154, E-mail: tahreek@ymail.com

FR

এফ. আর. ইলেকট্রনিক্স
এফ. আর. থাই এ্যালুমিনিয়াম
F. R. ELECTRONICS
F. R. THAI ALUMINIUM
সব ধরনের ইলেকট্রনিক ও থাই এ্যালুমিনিয়াম সামগ্রীর খুচরা ও পাইকারী বিক্রেতা
১২০, শাহমখদুম মার্কেট, সাহেববাজার জিরো পয়েন্ট, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৭২১৬৫, মোবা: ০১৭১১-৮১৫৯০১, ০১৭১১-৩৪০৫৮৩, ০১৭১১-৮১৫৯০২। ই-মেইল : r_faridur@yahoo.com

ORIENT
Medical & Dental Books
* Medical * Dental * Pharmacy
* IHT * MATS * Nursing, Books Available Here
মেডিকেল কলেজের নতুন-পুরাতন বই ক্রয়-বিক্রয় করা হয়
কুরিয়ারের মাধ্যমে বই পাঠানো হয়
Orient Binding & Photostat
Thesis, Report, Spiral, Offset print,
Screen Print , Photocopy, Laminating
সমবায় মার্কেটের সামনে, মালোপাড়া, রাজশাহী
মোবা : ০১৭১১-০১৪৩০৭, ০১৯১৯-০১৪৩০৭

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهريـــة علميـــة أدبيـــة ودينيـــة

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

২৩তম বর্ষ — ৪র্থ সংখ্যা
জুমাঃ উলাঃ-জুমাঃ আখেরাহ — ১৪৪১ হিঃ
পৌষ-মাঘ — ১৪২৬ বাং
জানুয়ারী — ২০২০ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া (আমচত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০ (আছর থেকে মাগরিব)
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯
ই-মেইল : tahreek@ymail.com
ওয়েবসাইট : www.at-tahreek.com

হাদিয়া : ২৫ টাকা মাত্র

বার্ষিক নতুন গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ২০০/-)	৪০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮৬০/-	২১০০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১২০০/-	২৪৫০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৫০০/-	২৭৫০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮৬০/-	৩১০০/-

সূচীপত্র

◈ সম্পাদকীয় — ০২

◈ প্রবন্ধ :

♦ মাদ্রাসার পাঠ্যবই সমূহের অন্তরালে *(৭ম কিস্তি)* — ০৩
-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

♦ মানুষের সাথে আচার-ব্যবহারের আদব সমূহ — ০৯
-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

♦ তাছফিয়াহ ও তারবিয়াহ : মুসলিম জীবনে এর প্রয়োজনীয়তা — ১৬
(পূর্ব প্রকাশিতের পর) -অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

♦ বৃদ্ধাশ্রম : মানবতার কলঙ্কিত কারাগার *(শেষ কিস্তি)* — ২১
-মুহাম্মাদ খায়রুল ইসলাম

♦ শিক্ষার্থীদের মুখস্থ করার গুরুত্ব — ২৬
-অনুবাদ : আব্দুল্লাহ আল-মারূফ

◈ সাময়িক প্রসঙ্গ : — ৩২

♦ রেল দুর্ঘটনার কারণ ও প্রতিকার
-মুহাম্মাদ আব্দুছ ছবুর মিয়াঁ

◈ হাদীছের গল্প : — ৩৪

♦ নবী-রাসূলগণের পরিত্যক্ত সম্পত্তি ছাদাক্বা হিসাবে গণ্য হয়

◈ গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান : — ৩৬

♦ সদাচরণের ঋণ

◈ চিকিৎসা জগৎ : — ৩৭

♦ গরুর ল্যাম্পি চর্ম রোগ

◈ কবিতা : — ৩৮

♦ পৃথিবীর কান্না

♦ বিদ'আত

◈ সোনামণিদের পাতা — ৩৯

◈ স্বদেশ-বিদেশ — ৪০

◈ মুসলিম জাহান — ৪২

◈ বিজ্ঞান ও বিস্ময় — ৪২

◈ সংগঠন সংবাদ — ৪৩

◈ প্রশ্নোত্তর — ৪৮

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

মাসিক আত-তাহরীক, রাজশাহী | সম্পাদকীয় | ২৩তম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা জানুয়ারী ২০২০

মানুষকে ভালবাসুন!

মানুষ আল্লাহ্র সৃষ্টি। আর মানুষের জন্য সৃষ্টি হয়েছে এ পৃথিবী এবং এর সবকিছু। আল্লাহ্র মালিকানাধীন এ পৃথিবীর যেখানে খুশী তার বান্দারা বসবাস করবে। সবারই ফিৎরাত ও স্বভাবধর্ম এক। সবারই জৈবিক ও মানবিক চাহিদা এক। সবারই মধ্যে কুপ্রবৃত্তি, বিবেকশক্তি ও প্রশান্ত হৃদয় রয়েছে। পার্থক্য সূচিত হয় কুপ্রবৃত্তির দমনে ও লালনে। যারা স্ব স্ব প্রবৃত্তিকে দমন করতে পারে, তারাই সত্যিকারের মানুষ। আর যারা তাকে দমন না করে লালন করে, তারা মনুষ্যত্বের সীমানা পেরিয়ে যায়। আর তখনই মানুষের সমাজে শুরু হয় বিপত্তি ও অশান্তি। কুপ্রবৃত্তিকে দমনের জন্য সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে জাহান্নামের ভীতি ও জান্নাতের পুরস্কার লাভের সংবাদ দিয়ে যুগে যুগে নবী ও রাসূলগণ আগমন করেছেন। যারা আল্লাহ প্রেরিত সেইসব হেদায়াত মেনে চলে, তারাই হ'ল মুমিন ও মুসলিম। আর যারা সেগুলি প্রত্যাখ্যান করে এবং আল্লাহ্র দাসত্ব ছেড়ে প্রবৃত্তির ও বহুত্বের দাসত্ব করে, তারা হয় কাফের-মুশরিক ও মুনাফিক। আর ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠি হবে আল্লাহ্র অহি, কুরআন ও সুন্নাহ। যার ভিত্তিতে অন্যায়কারী শাস্তি পাবে এবং ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি পুরস্কৃত হবে, এটাই স্বাভাবিক। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) এসেছিলেন বিশ্ববাসীকে সৃষ্টির দাসত্ব ছেড়ে আল্লাহ্র দাসত্বে ফিরিয়ে আনতে এবং অহি-র বিধান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সকলের সমানাধিকার নিশ্চিত করতে।

দীর্ঘ ২৩ বছরের বিপদ সংকুল নবুঅতী জীবন শেষে বিদায় হজ্জের ভাষণে তিনি বলেন, 'হে জনগণ! নিশ্চয় তোমাদের পালনকর্তা মাত্র একজন। তোমাদের পিতাও মাত্র একজন। মনে রেখ! আরবের জন্য অনারবের উপর, অনারবের জন্য আরবের উপর, লালের জন্য কালোর উপর এবং কালোর জন্য লালের উপর কোনরূপ প্রাধান্য নেই আল্লাহভীরুতা ব্যতীত। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক সম্মানিত সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু।... তিনি বলেন, 'হে জনগণ! আল্লাহ তোমাদের থেকে জাহেলিয়াতের অংশ ও পূর্ব পুরুষের অহংকার দূরীভূত করে দিয়েছেন। মানুষ দু'প্রকারের : মুমিন আল্লাহভীরু অথবা পাপাচারী হতভাগা। তোমরা আদম সন্তান। আর আদম ছিলেন মাটির তৈরী' (অতএব মাটির কোন অহংকার নেই)। অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করলেন, 'হে মানবজাতি! আমরা তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী হ'তে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হ'তে পার। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি, যিনি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে আল্লাহভীরু। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ এবং তিনি সবকিছুর খবর রাখেন' *(হুজুরাত ৪৯/১৩; তিরমিযী হা/৩২৭০ প্রভৃতি; ছহীহাহ হা/২৭০০)*।

প্রশ্ন ওঠে সাম্প্রদায়িকতা বলতে কি বুঝায়? এর অর্থ যদি নির্দিষ্ট ধর্মীয় দলীয়তা হয়, তাহ'লে মুসলমান সহ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়কে ভূপৃষ্ঠ ছেড়ে ভূগর্ভে চলে যেতে হবে। আর যদি সাম্প্রদায়িকতা বলতে রাজনৈতিক দলীয়তা বুঝানো হয়, তাহ'লে তথাকথিত গণতন্ত্রের জয়গান বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ গণতন্ত্রের নামে সরকারী ও বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক সন্ত্রাসে সমাজ রসাতলে যেতে বসেছে। আর যদি এর দ্বারা অর্থনৈতিক দলীয়তা বুঝানো হয়, তাহ'লে সাম্যবাদী নামধারীদের গাড়ীর ড্রাইভার ও বাড়ীর সুইপার খুঁজে পাওয়া যাবে না। পুঁজিবাদী আমেরিকা ও তাদের দোসর রাষ্ট্রগুলি এবং সাম্যবাদ বা কম্যুনিজমের স্বর্গভূমি রাশিয়া, চীন ও তাদের সমগোত্রীয় রাষ্ট্রগুলিতে আজ মানবতা কিভাবে প্রতিনিয়ত ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে, বিশ্ব ইতিহাসে তার তুলনা কেবল তারাই। ফলে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের নামে প্রচলিত দলতান্ত্রিক সাম্প্রদায়িকতার হিংস্র ছোবল থেকে বাঁচার জন্য মানুষ এখন অন্যত্র পথ খুঁজছে।

পারস্পরিক পরিচিতির উদ্দেশ্যে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন গোত্র ও সম্প্রদায় আল্লাহ্রই সৃষ্টি *(হুজুরাত ৪৯/১৩)*। কিন্তু মানুষ হিসাবে সকলের অধিকার সমান। মর্যাদার মানদণ্ড হ'ল স্রেফ তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি। কেননা আল্লাহভীতিই হ'ল মানবিক মূল্যবোধ সমুন্নত রাখার একমাত্র হাতিয়ার। তাই অসাম্প্রদায়িক বলতে যদি সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল বনু আদমের প্রতি সমান ব্যবহার ও ন্যায়বিচার বুঝায়, তবে তা কেবল আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধান নিঃশর্তভাবে মেনে চলার মাধ্যমেই সম্ভব। আল্লাহ সৃষ্ট আলো-বাতাস যেমন সবার জন্য মঙ্গলময়, আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধান তেমনি সবার জন্য কল্যাণকর। আল্লাহ সৃষ্ট প্রাকৃতিক ও জৈবিক বিধান আমরা ইচ্ছায়–অনিচ্ছায় মেনে চলছি। কিন্তু ইচ্ছার স্বাধীনতা থাকায় আমরা তাঁর প্রেরিত অহি-র বিধান আমাদের দৈনন্দিন জীবনে মেনে চলতে ব্যর্থ হচ্ছি। আর সেকারণেই মানুষের জীবনে নেমে আসছে ক্রমাগতভাবে অশান্তির দাবানল। সৃষ্টি হয়েছে সাম্প্রদায়িক-অসাম্প্রদায়িকের অবান্তর বিতর্ক। আমরা কি আল্লাহ্র বান্দা হিসাবে সকল মানুষকে মানুষ হিসাবে ভাবতে পারি না? আমরা কি পারিনা সৎকর্মশীল বান্দাদেরকে ভাই হিসাবে বুকে টেনে নিতে? আল্লাহভীরু সৎ মানুষগুলোই কি সমাজের স্তম্ভ নয়? হৌক সে মুসলিম বা অমুসলিম, হৌক সে বাঙ্গালী বা অবাঙ্গালী। এই দর্শনই কেবল মানব সমাজের ভেদাভেদ দূর করতে পারে, অন্য কোন দর্শন নয়।

সম্প্রতি ভারতের লোকসভায় ও রাজ্যসভায় National Register of Citizens (NRC) এবং Citizenship Amendment Bill (CAB) পাস হয়েছে। এ আইন দু'টি মূলতঃ সেদেশ থেকে মুসলিম বিতাড়নের উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে। যার বিরুদ্ধে সেদেশের জনমত উত্তাল হয়ে উঠেছে। এমনকি মুসলিমদের পক্ষ নিয়ে অমুসলিমরাও বিক্ষোভ করছে। ইতিমধ্যে বহু মানুষ হতাহত হয়েছে। সে দেশের আতঙ্কিত বহু মুসলিম বাংলাদেশে ঢুকে পড়েছে। অন্যেরা ঢোকার অপেক্ষায় সীমান্তে ভিড় করছে। কেন জানিনা এই বিব্রতকর অবস্থায় বাংলাদেশে হঠাৎ রাজাকারদের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। যেখানে বহু প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা রাজাকারদের তালিকাভুক্ত হয়েছেন। যা নিয়ে শুরু হয়েছে ব্যাপক গণ অসন্তোষ। যা পূর্ব থেকে চলে আসা স্বাধীনতার পক্ষ ও বিপক্ষ শক্তির বিভেদাত্মক তৎপরতার উপর ঘৃতাহুতি দানের শামিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার ৪৮ বছর পরেও কি এইসব বিভেদ জিইয়ে রাখতে হবে? তারা বা তাদের সন্তানরা কি কখনো দেশপ্রেমিক হ'তে পারবে না? জাতি কি কোনভাবেই ঐক্যবদ্ধ হ'তে পারবে না?

নেপথ্য শক্তি যারা কলকাঠি নাড়ছে, তারা অবশ্যই দেশে শান্তি ও অগ্রগতি চায় না। ভাইয়ে ভাইয়ে মিলিতভাবে বসবাসকারী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সুন্দর একটি দেশকে সর্বদা অশান্তিময় করে তোলে ক্ষমতান্ধ কিছু রাজনৈতিক অপশক্তি। উদার ও মানবতাবাদী মানুষ কখনোই মানুষে মানুষে বিভেদ চায় না। তারা চায় পরস্পরকে ভালবাসতে ও ক্ষমা করতে। কারণ প্রকৃত ন্যায়বিচার তো কেবল আল্লাহই করতে পারেন। যে বিচার হয় সূক্ষ্ম ও যথার্থ। যার ফলাফল হয় দুনিয়া ও আখেরাতে অত্যন্ত কঠিন। অতএব আসুন! আমরা পরস্পরকে মানুষ হিসাবে মূল্যায়ন করি। বিভেদ বৃদ্ধির চেষ্টা বন্ধ করে মহব্বত বৃদ্ধির পরিবেশ সৃষ্টি করি। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! *(স.স.)*।

মাদ্রাসার পাঠ্যবই সমূহের অন্তরালে

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(৭ম কিস্তি)

(১৫৯/৪) পৃ. ১১৩ একাত্তরের দিনগুলি -জাহানারা ইমাম (জন্ম : মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ ১৯২৯; মৃত্যু : ঢাকা ১৯৯৪)

আজ শরীফের কুলখানি। আমার বাসায় যাঁরা আছেন, তাঁরাই সকাল থেকে দোয়া দরুদ কুল পড়ছেন। পাড়ার সবাইকে বলা হয়েছে বাদ মাগরেব মিলাদে আসতে। এ.কে. খান, সানু, মঞ্জু, খুকু সবাই বিকেল থেকেই এসে কুল পড়ছে।

মন্তব্য : এগুলি বিদ'আতী রীতি। বিখ্যাত হানাফী আলেম মাওলানা খলীল আহমাদ স্বীয় 'কিতাবুল বারাহীনিল ক্বাতে'আহ' ১১১ পৃষ্ঠায় লিখেন যে, হিন্দুস্থানে প্রচলিত 'তীজা' অর্থাৎ তৃতীয় দিনে কুলখানীর রেওয়াজ হিন্দুদের দেখে মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে চালু করেছে' *(কোরআন ও কলেমাখানী, ২য় সংস্করণ ১৬ পৃ.)*।

(১৬০/৫) পৃ. ১৮২ জুতা আবিষ্কার

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মন্তব্য : ১০০ লাইনের দীর্ঘ কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের 'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত। বাস্তবে এটি স্রেফ একটি কাল্পনিক কাহিনী মাত্র। যাতে শিক্ষার্থীদে ভুল বার্তা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে যে, জুতা আবিষ্কার হয়েছে রাজাদের মাধ্যমে। অথচ জুতা হযরত মূসা (আঃ)-এর আমলেও ছিল *(ত্বোয়াহা ২০/১২)*।

(১৬১/৬) পৃ. ১৯৩ ছায়াবাজি

-সুকুমার রায় (কলিকাতা, ১৮৮৭-১৯২৩ খৃ.)

চাঁদের আলোয় পেঁপের ছায়া ধরতে যদি পারো,
শুঁকলে পরে সর্দিকাশি থাকবে না আর কারো।...

মন্তব্য : ৩৬ লাইনের দীর্ঘ এ রূপক ও কাল্পনিক কবিতায় কোন শিক্ষণীয় নেই। এর কোন বাস্তবতা নেই। যার আড়ালে শিক্ষার্থীদের কুসংস্কার শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।

এভাবে দাখিল নবম-দশম শ্রেণীর বাংলা সাহিত্য পাঠ্য বই হিসাবে নির্ধারিত ২৬৪ পৃষ্ঠার পুরা বইটিতে শিক্ষার্থীদের জন্য উল্লেখযোগ্য কোন ইসলামী শিক্ষা নেই।

সাহিত্য পাঠ

একাদশ-দ্বাদশ

৩৬২ পৃষ্ঠার এ বইয়ে গদ্য ৩০টি। এর মধ্যে ১০টির লেখক হিন্দু। আর কবিতা ৩০টি। এর মধ্যে ৯টির লেখক হিন্দু। লেখক ও সংকলক ৬ জন এবং সম্পাদক ১ জন সহ মোট পাঁচজন অধ্যাপক।

(১৬২/১) পৃ. ৯ বিড়াল

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (উত্তর ২৪ পরগণা, ১৮৩৮-১৮৯৪ খৃ.)

আমি শয়নগৃহে, চারপায়ীর উপর বসিয়া, হুঁকা হাতে ঝিমাইতেছিলাম।...প্রথমে মনে হইল, ওয়েলিংটন হঠাৎ বিড়ালত্ব প্রাপ্ত হইয়া, আমার নিকট আফিং ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে।

মন্তব্য : এযুগে কোন ভদ্রলোক প্রকাশ্যে 'হুঁকা' পান করেন না এবং কেউ কোন ভদ্রলোকের নিকটে 'আফিং' ভিক্ষা করেন না। অথচ এই হারাম বস্তুগুলি গল্পের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখানোর উদ্দেশ্য কি তাদেরকে এসবের প্রতি আকৃষ্ট করা?

(১৬৩/২) ১৬ পৃ. কাসেমের যুদ্ধযাত্রা

-মীর মশাররফ হোসেন (লাহিনীপাড়া, কুমারখালি, কুষ্টিয়া ১৮৪৭-১৯১২ খৃ.)

সূর্যদেব যতই ঊর্ধ্বে উঠিতেছেন, তাপাংশ ততই বৃদ্ধি হইতেছে।

মন্তব্য : মুসলিম শিক্ষার্থীরা সূর্যকে দেবতা বলেনা। তাছাড়া 'বিষাদ সিন্ধু' নামক মহাকাব্যিক উপন্যাসের অধিকাংশ চরিত্র ও বর্ণনা কাল্পনিক ও ভিত্তিহীন। এসব থেকে শিক্ষার্থীদের বিরত রাখা উচিৎ।

(১৬৪/৩) পৃ. ২১৪ নেকলেস

মূল : গী দ্য মোপাসাঁ (নর্মান্ডি, ফ্রান্স ১৮৫০-১৮৯৩ খৃ.)

অনুবাদ : পূর্ণেন্দু দস্তিদার (পটিয়া, চট্টগ্রাম ১৯০৯-১৯৭১ খৃ.)

...'বল' নাচের দিন এসে গেল।...সে ছিল সবচেয়ে সুন্দরী, সুরুচিময়ী, সুদর্শনা, হাস্যময়ী ও আনন্দপূর্ণ। সব পুরুষ তাকে লক্ষ করছিল, তার নাম জিজ্ঞাসা করে তার সঙ্গে আলাপের আগ্রহ প্রকাশ করছিল। মন্ত্রীসভার সব সদস্যের তার সঙ্গে 'ওয়ালটজ' নৃত্য করতে ইচ্ছা হচ্ছিল। স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রী তার দিকে দৃষ্টি দিচ্ছিলেন।

মন্তব্য : এই ধরনের বিদেশী গল্প অনুবাদ করে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর উঠতি বয়সের যুবক-যুবতীদের কোন্ দিকে ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে? এসব ফালতু কাহিনী অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

(১৬৫/৪) পৃ. ২৩২ বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ

-মাইকেল মধুসূদন দত্ত (সাগরদাঁড়ি, যশোর, ১৮২৪-১৮৭৩ খৃ.)

মন্তব্য : মেঘনাদবধ কাব্যে শ্রীলঙ্কার রাজা রাবণ-এর পক্ষে সেদেশে হামলাকারী রামচন্দ্র ও তার ভাই লক্ষ্মণের গোপন সহায়তাকারী ও রাবণের পুত্র ও সেনাপতি মেঘনাদকে হত্যায় লক্ষ্মণকে সুযোগ দানকারী রাবণের ভাই বিভীষণের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা হয়েছে। এজন্যই বাংলায় প্রবাদ আছে, 'ঘরের শত্রু বিভীষণ'। যদিও রামচন্দ্র কেবল মহাকাব্যে আছেন, বাস্তবে নেই। এইসব ভিত্তিহীন কাব্য-কাহিনী এবং তাতে ব্যবহৃত কঠিন ও অপ্রচলিত হিন্দুয়ানী শব্দসমূহে এদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষণীয় কিছুই নেই।

বিষয় : আরবী সাহিত্য

বইয়ের নাম : আদ্‌দুরূসুল আরাবিয়্যাহ ওয়াল কাওয়াইদ

শ্রেণী : ১ম

(১৬৬/১) পৃ. ২৫ ১২তম পাঠে هَيَّا هَيَّـــا কবিতায় ছেলে ও মেয়ের ছবি দিয়ে বলা হচ্ছে-

www.at-tahreek.com

هَيَّا هَيَّا يَا أَصْحَابِيْ + سِيْرُوْا صَفًّا لِلْأَلْعَابِ...

অর্থ : এসো এসো, আমার বন্ধুরা। খেলার জন্য সারিবদ্ধ হয়ে দৌড়াও

মন্তব্য : সহশিক্ষার বীজ বপন করা হয়েছে। ছোটবেলা থেকেই শিক্ষার্থীদেরকে লিঙ্গসমতার দীক্ষা দেওয়া হচ্ছে। যা স্বভাবধর্মের বিরোধী।

বিষয় : আরবী সাহিত্য

বইয়ের নাম : আদ্‌দুরূসুল আরাবিয়্যাহ

শ্রেণী : ২য়

(১৬৭/১) পৃ. ৪১ ও ৪৩ : ছালাতে মুক্তাদীদের নাভির নীচে হাত বাঁধার ছবি দেখানো হয়েছে।

মন্তব্য : ছালাতে মক্কার ইমামের ছবি দেওয়া হয়েছে নীচে হাত বাঁধা অবস্থায়। অথচ মক্কা-মদীনার স্থানীয় ইমাম ও মুছল্লীরা বুকে হাত বাঁধেন ও রাফ‘উল ইয়াদায়েন করেন।

বিষয় : আরবী সাহিত্য

বইয়ের নাম : আদ্‌দুরূসুল আরাবিয়্যাহ ওয়াল কাওয়াইদ

শ্রেণী : ৩য়

(১৬৮/১) পৃ. ২৫ মেয়ের ছবি।

পৃ.৩৫ ৯ম পাঠে ছেলে-মেয়ের যৌথ ক্লাস করার ছবি।

পৃ.৪৬ ১১তম পাঠে পরিবারের ছবির মধ্যে মা ও বোনের ছবি।

মন্তব্য : এগুলি অপ্রয়োজনীয় বিষয়। তাছাড়া ইসলামে প্রাণীর ছবি নিষিদ্ধ, যদি সেটি সম্মানের উদ্দেশ্যে হয়।

বিষয় : আরবী সাহিত্য ও ব্যাকরণ

বইয়ের নাম : আদ্‌দুরূসুল আরাবিয়্যাহ ওয়াল কাওয়াইদ

শ্রেণী : ৫ম

(১৬৯/১) পৃ. ২৬ ৫ম পাঠের কবিতায় দাদা-দাদীর ছবি দেয়া আছে।

মন্তব্য : দাদী বুঝানোর জন্য ছবির কোন প্রয়োজন ছিল না।

(১৭০/২) ৪৮ পৃ. ৯ম পাঠে ছেলে-মেয়ের যৌথ পিটি করার ছবি।

(১৭১/৩) পৃ. ৮২ ১৫তম পাঠে ছেলে-মেয়ে এক সাথে হেঁটে মাদরাসায় যাওয়ার ছবি।

মন্তব্য : সহশিক্ষা সিদ্ধ করার তৎপরতা মাত্র।

বিষয় : আরবী সাহিত্য

বইয়ের নাম : আল-লুগাতুল আরাবিয়্যাতুল ইত্তেসালিয়া

শ্রেণি : ৭ম

(১৭২/১) পৃ. ৬৫ ১৫তম পাঠে শাহ জালাল আল-ইয়ামানী প্রবন্ধে বলা হয়েছে, ‘মুসলমানেরা তার কবরকে পবিত্র মাযার হিসাবে গ্রহণ করেছে। তারা বরকত হাছিল ও অছীলা ধরার জন্য সকাল-সন্ধ্যা তার কবর যিয়ারত করে’।

মন্তব্য : বায়তুল্লাহ, বায়তুল মুক্বাদ্দাস ও মসজিদে নববী তিনটি মসজিদ ব্যতীত নেকীর উদ্দেশ্যে কোথাও সফর করা যাবে না।[১] মৃত ব্যক্তির মাধ্যমে বরকত হাছিল বা অসীলা ধরা শিরক *(ইউনুস ১০/১৮)*। মূলতঃ অসীলা হবে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কৃত সৎকর্ম। যেমনভাবে গুহায় আটকে পড়া তিন যুবকের মুক্তির বিষয়ে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে।[২]

বইয়ের নাম : আল্‌লুগাতুল আরাবিয়্যাতুল ইত্তেসালিয়াহ

দাখিল নবম-দশম শ্রেণি

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

(১৭৩/২) পৃ. ১ ১ম ভাগ ১ম পাঠ ‘একনিষ্ঠতার সাথে আল্লাহ্‌র ইবাদত করা’

حكى أنه كان في بني إسرائيل رجل عابد، فجاءه قومـــه، وقالوا له: إن هناك قومًا يعبدون شجرة،...فأمَّنك الله مني، أمَّا في هذه المرة؛...فهزمتُك وغلبتُك

মন্তব্য : এগুলি ইস্রাঈলী বর্ণনা মাত্র।

(১৭৪/৩) পৃ.৩ أَخْلِصْ دينَك يكفيك القليلُ من العمل

মন্তব্য : এটি যঈফ হাদীছ *(বায়হাক্বী শো‘আব হা/৬৮৫৯; যঈফাহ হা/২১৬০)*।

(১৭৫/৪) পৃ.৪০ ৩য় ভাগ ১ম পাঠ ‘ন্যায়বিচার’

মন্তব্য : জ্যেষ্ঠ তাবেঈ ক্বাযী শুরাইহ (মৃ. ৭৮ হি.)-এর কাল্পনিক ছবি দেওয়া হয়েছে এবং ৪২ পৃষ্ঠায় তাঁর দাড়ি মুণ্ডানো পুত্রের কাল্পনিক ছবি দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি আপত্তিকর।

(১৭৬/৫) পৃ. ১০৪ ৬ষ্ঠ ভাগ ১ম পাঠ ‘ইমাম আযম আবু হানীফা’ শীর্ষক প্রবন্ধে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর ইবাদত সম্পর্কে বলা হয়েছে, আবু হানীফা প্রত্যেক দিন কুরআন খতম করতেন। অতঃপর যখন তিনি উছূল ও মাসআলা ইস্তিম্বাতে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন এবং সাথীরা (ছাত্রবৃন্দ) তাঁর পাশে একত্রিত হতে থাকেন, তখন তিনি তিন রাক‘আত বিতরে কুরআন খতম দিতে শুরু করতেন। আবু হানীফা এশার ওযূতে ৩০ বছর যাবৎ ফজরের ছালাত আদায় করেন এবং ৫৫ বার হজ্জ করেন।

মন্তব্য : উপরের বক্তব্যগুলি ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মর্যাদা বৃদ্ধি করতে গিয়ে বরং তাঁর মর্যাদাহানি করা হয়েছে। কারণ তিন দিনের কমে কুরআন খতম দিতে হাদীছে নিষেধ রয়েছে *(আবুদাঊদ হা/১৩৯৪; মিশকাত হা/২২০১)*। আর ৩০ বছর এশার ওযু দিয়ে ফজরের ছালাত আদায়ের বিষয়টি অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য। এ সময় কি তার প্রাকৃতিক প্রয়োজন বা ঘুমানোর কোন প্রয়োজন হয়নি? এরপরেও ৭০ বছরের জীবনে (৮০-১৫০ হি.) তিনি ৫৫ বার হজ্জ করেছেন, কথাটিও প্রমাণ সাপেক্ষ।

---

১. *বুখারী হা/১১৮৯; মুসলিম হা/১৩৯৭; মিশকাত হা/৬৯৩।*
২. *বুখারী হা/৩৪৬৫; মুসলিম হা/২৯৬৫; মিশকাত হা/৪৯৩৮।*

(১৭৭/৬) পৃ. ১১৮ ৬ষ্ঠ ভাগ ৩য় পাঠ حِضْنُ الْأُمَّهَاتِ 'মায়ের কোল' কবিতায় মায়ের বুকে সন্তানের দুধ খাওয়ানোর ছবি দেওয়া হয়েছে।

মন্তব্য : অথচ এ ছবির কোন প্রয়োজন ছিলনা।

বিষয় : আরবী সাহিত্য

বইয়ের নাম : اللغة العربية الية للعالم

শ্রেণী : আলিম

(১৭৮/১) পৃ. ৬০ ৩য় ভাগ ২য় পাঠ الموعظة الحسنة প্রবন্ধে কালো টুপি পরিহিত দাড়ি বিহীন এক ব্যক্তিকে ওয়াযকারী বা উপদেশ দাতা বানানো হয়েছে।

মন্তব্য : উপদেশ দাতার ছত্রছায়ায় সুন্নতী দাড়ি বিহীন লোকটিকে মডেল হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। যা সুন্নাতের বিরুদ্ধে অঘোষিত যুদ্ধের শামিল।

(১৭৯/২) পৃ. ৮৫-৮৬ ৪র্থ ভাগ ২য় পাঠ রাসূল (ছাঃ)-এর প্রশংসায় লিখিত 'ক্বাছীদাতুল বুরদাহ' নামক দীর্ঘ কবিতার একাংশে উল্লেখ করা হয়েছে-

وكيف تدعو إلي الدنيا ضرورة من * لولاه لم تخرج الدنيا من العدم

অর্থ : আর কিভাবে প্রয়োজন তাঁকে দুনিয়ার দিকে ডাকবে? যিনি না হ'লে দুনিয়া অনস্তিত্ব হ'তে অস্তিত্বে আসতো না।

মন্তব্য : এখানে একটি জাল হাদীছের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। হাদীছটি হ'ল- لَوْلاَكَ مَا خَلَقْتُ الْأَفْلاَكَ 'তুমি না হ'লে আমি নভোমণ্ডল সৃষ্টি করতাম না' *(মওযূ'; যঈফাহ হা/২৮২)*। তাছাড়া রাসূল (ছাঃ) কি দুনিয়াবী প্রয়োজনে সাড়া দিতেন না? নাকি সবসময় 'খানক্বাহ নশীন' হয়ে থাকতেন? তিনি কি প্রথম জীবনে ব্যবসা করেননি? তিনি কি যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর মোকাবেলা করেননি? বরং তিনি ছিলেন দুনিয়া ও আখেরাতের অভ্রান্ত পথ প্রদর্শক।

(১৮০/৩) পৃ. ৮৭ আরেকটি পংক্তিতে বলা হয়েছে,

لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا * اسمه حين يدعي دارس الرمم

অর্থ : যদি তাঁর নিদর্শন সমূহ (মু'জিযা সমূহ) তাঁর মর্যাদার সমপরিমাণ বড় হ'ত, তাহ'লে তাঁর নাম নিয়ে ডাক দিলে (মৃতদেহের) জীর্ণ অস্থিগুলি জীবিত হয়ে উঠত।

মন্তব্য : এই লাইনটি সরাসরি শিরক। এরূপ শিরকী আক্বীদায় পূর্ণ ক্বাছীদা রচয়িতাকে কিভাবে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) তাঁর চাদর উপহার দিতে পারেন? আর সেই চাদর তিনি মদীনার কবর থেকে মিসরের একজন ঘুমন্ত কবির গায়ে কিভাবে চড়িয়ে দিলেন?

উল্লেখ্য যে, রাসূল (ছাঃ)-এর প্রশংসায় মিসরের কবি মুহাম্মাদ বিন সাঈদ আল-বূছীরী (৬০৮-৬৯৬ হি./১২১২-১২৯৬ খৃ.) লিখিত ১৬৫ লাইনের দীর্ঘ কবিতা। যা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয়। উক্ত দীর্ঘ কবিতাটি একটি অলৌকিক কবিতা হিসাবে পরিচিত। যেখানে পক্ষাঘাতগ্রস্ত কবি স্বপ্নে রাসূল (ছাঃ)-এর দর্শন লাভ করেন এবং স্বপ্নের মধ্যেই তাঁকে তাঁর প্রশংসায় লিখিত উক্ত ক্বাছীদাটি শুনান। তাতে খুশী হয়ে রাসূল (ছাঃ) কবির গায়ে তাঁর চাদরটি জড়িয়ে দেন। অতঃপর ঘুম থেকে উঠে কবি দেখেন যে, তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ। তখন থেকে এটি রোগ নিরাময়ের বরকতময় কবিতা হিসাবে প্রসিদ্ধি অর্জন করে। উক্ত ক্বাছীদার কিছু কিছু লাইনে তাওহীদ পরিপন্থী কুফরী বক্তব্য রয়েছে। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ সহ বিশ্ববিখ্যাত বিদ্বানগণ এই ক্বাছীদার বরকত সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণা সমূহের তীব্র প্রতিবাদ করেন।[৩]

(১৮১/৪) পৃ. ১৩২ ৬ষ্ঠ ইউনিটের ২য় পাঠ আহমাদ শাওক্বী (১৮৬৮-১৯৩২ খৃ.) বিরচিত قُمْ لِلْمُعَلِّمِ কবিতার প্রথম লাইনটি হ'ল,

قُمْ لِلْمُعَلِّمِ وَفِّهِ التَّبْجِيْلاَ * كَادَ الْمُعَلِّمُ أَنْ يَكُوْنَ رَسُوْلاَ

অর্থ : তুমি শিক্ষকের সম্মানে দাঁড়াও এবং তাঁকে পূর্ণ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন কর * কেননা শিক্ষক হ'লেন রাসূল তুল্য।

মন্তব্য : কারু সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা ইসলামী শরী'আতের পরিপন্থী। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যদি কেউ এতে আনন্দবোধ করে যে, লোকেরা তাকে দেখে দন্ডায়মান থাকুক, তাহ'লে সে জাহান্নামে তার ঠিকানা করে নিল' *(তিরমিযী হা/২৭৫৫; মিশকাত হা/৪৬৯৯)*।

(১৮২/৫) পৃ. ১৩৮-৩৯ ৬ষ্ঠ অধ্যায় ৩য় পাঠ الحوار حول الهواية শিরোনামের ৩য় কথোপকথনে ৬টি নামের একটি হ'ল, شادية যার অর্থ গায়িকা।

মন্তব্য : নাম কেবল আরবী হ'লেই চলবেনা। বরং ইসলামী অর্থবহ হ'তে হবে। আর এক পৃষ্ঠায় একটি চেহারা খোলা মেয়ের ছবি, আরেক পাশে ডাকটিকেটে মাওলানা ভাসানীর ছবি দেওয়া হয়েছে। নীচে আরবীতে আল্লাহর আটটি ক্যালিগ্রাফিক নাম উলট-পালট করে ছবি আকারে দেওয়া হয়েছে। যা অন্যায়।

(১৮৩/৬) পৃ. ১৪৮ ৭ম অধ্যায় ১ম পাঠ خطبة عمر بن عبد العزيز رحمه الله প্রবন্ধের শুরুতে যে ছবিটি দেওয়া আছে, তাতে দাঁড়ি-পাল্লা ও বিচারকের রায়প্রদানের হাতুড়ি রয়েছে। ছবির নীচে আরবীতে লেখা আছে, الناس في الحساب يوم القيامة 'ক্বিয়ামত দিবসে মানুষ হিসাবের সম্মুখীন হবে'।

মন্তব্য : মীযানের পাল্লা সম্পূর্ণ গায়েবী বিষয়। যা ছবি দিয়ে বুঝানোর বিষয় নয়।

---

৩. *ক্বাছীদাতুল বুরদাহ (কাব্যানুবাদ) ড. মুহাম্মাদ ফযলুর রহমান (প্রফেসর আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়); সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৬৮৫-৮৮ পৃ.।*

(১৮৪/৭) পৃ. ১৬০ ৭ম ইউনিটের ৩য় পাঠ الحوار عن العطلة শিরোনামের প্রবন্ধে পুত্রের 'যাকাতুল ফিৎর কি?' প্রশ্নের জওয়াবে পিতা বলেন, صاع من تمر أو نصف صاع من حنطة عن كل شخص. মাথাপিছু এক ছা' খেজুর অথবা অর্ধ ছা' গম।

মন্তব্য : এটি সম্পূর্ণ হাদীছ বিরোধী। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের ক্রীতদাস ও স্বাধীন, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড় সকলের উপর মাথা পিছু এক ছা' খেজুর, যব ইত্যাদি (অন্য বর্ণনায়) খাদ্যবস্তু ফিৎরার যাকাত হিসাবে ফরয করেছেন'।[৪]

(১৮৫/৮) পৃ. ২১৬ ১০ম অধ্যায় ২য় পাঠ العصر الجاهلي প্রবন্ধে জাহেলী যুগের লোকদের দাড়ি-পাগড়ী পরিহিত পুরুষ ও চেহারা সহ সর্বাঙ্গ আবৃত মহিলার ছবি দেখানো হয়েছে।

মন্তব্য : এর দ্বারা যদি সুন্নাতী লেবাসকে জাহেলী লেবাস বলে ইঙ্গিত করা হয়, তবে সেটি হবে অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ। কেননা জাহেলী যুগ বুঝানোর জন্য এরূপ পোষাক পরিহিত মানুষের ছবি দেখানোর কোন প্রয়োজন ছিলনা।

বই : আকাইদ ও ফিকহ

ইবতেদায়ি তৃতীয় শ্রেণি

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

পূণর্মুদ্রণ : আগস্ট ২০১৮

(১৮৬/১) প্রসঙ্গ কথা

বিশুদ্ধ ইমানের জন্য সহিহ আকিদা ও নির্ভূল আমল অতীব প্রয়োজন। এ বিষয়টিকে সামনে রেখে কুরআন মাজিদ ও হাদিস শরিফের দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে 'আকাইদ ও ফিকহ' পাঠ্য পুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

মন্তব্য : কিন্তু বইয়ে এর তেমন কোন প্রমাণ নেই। তবে যেহেতু সেখানে লেখা হয়েছে, 'কোনো প্রকার ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে' সেহেতু আমরা ক্ষেত্র বিশেষে কিছু কিছু ভুল-ত্রুটি কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য নিম্নে পেশ করলাম।

(১৮৭/২) পৃ. ২ প্রথম অধ্যায় পাঠ-২ তাওহিদ

'কালিমা তায়্যিবা' বলে যেটা লেখা হয়েছে, সেটা হ'ল কালেমায়ে শাহাদাতের সংক্ষিপ্ত রূপ। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, কালেমায়ে ত্বাইয়েবা হ'ল, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' *(ইবনু আব্বাস, কুরতুবী, ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা ইবরাহীম ২৪ আয়াত)*।

(১৮৮/৩) পৃ. ৫ পাঠ-৩ 'ইমান'

ইমানে মুফাস্সাল

...وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ

মন্তব্য : ঈমানের ৫ম স্তম্ভ শেষ দিবসের উপর বিশ্বাস-এর পর ৭ম স্তম্ভ হিসাবে 'মৃত্যুর পর পুনরুত্থান' বিষয়টি অতিরিক্তভাবে সংযোজিত হয়েছে। কেননা 'শেষ দিবস' অর্থ দুনিয়ার শেষ এবং আখেরাতের শুরু। যার পরেই হিসাব, কর্মফল, জান্নাত-জাহান্নাম সবকিছু আসে *(মিরক্বাত)*।

(১৮৯/৪) পৃ. ১০ দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ-৩ ফেরেশতা

ফেরেশতা 'হযরত আজরাইল' উল্লেখ। যা দলীল-প্রমাণহীন লকব।

মন্তব্য : আযরাঈল নামটি হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। বরং 'মালাকুল মঊত' নামটি প্রমাণিত *(সাজদাহ ৩২/১১)*। অনুরূপভাবে 'ইস্রাফীল' নাম সম্পর্কিত হাদীছটির সনদ কেউ ছহীহ, কেউ যঈফ বলেছেন।[৫]

তৃতীয় অধ্যায়

'তাহারাত' পাঠ : ০১

(১৯০/৫) পৃ. ১৪ অজুর ফরজ :...৩. মাথার চার ভাগের একভাগ মাসেহ করা। একইভাবে ইবতেদায়ী পঞ্চম শ্রেণীর ৩৪ পৃষ্ঠার পাঠ-৪ 'অজু'-তেও লেখা হয়েছে।

মন্তব্য : মাথার কিছু অংশ বা এক চতুর্থাংশ মাসাহ করার কোন দলীল নেই। বরং পূর্ণ মাথা বা মাথার সামনের কিছু অংশ সহ পাগড়ীর উপর মাসাহ অথবা কেবল পাগড়ীর উপর মাসাহ করা প্রমাণিত *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৫৯ পৃ.)*।

(১৯১/৬) পৃ. ১৫ অজু করার নিয়ম : 'ভিজা হাতে মাথা, ঘাড় ও কান একবার মাসেহ করতে হবে'।

মন্তব্য : গর্দান মাসাহ করার কোন বিশুদ্ধ প্রমাণ নেই। ইমাম নবভী (রহঃ) একে 'বিদ'আত' বলেছেন।[৬] 'যে ব্যক্তি ওযূতে ঘাড় মাসাহ করবে, ক্বিয়ামতের দিন তার গলায় বেড়ী পরানো হবেনা' বলে যে হাদীছ বলা হয়ে থাকে, সেটি মওযূ বা জাল।[৭]

(১৯২/৭) পৃ. ১৬ পাঠ-৩ তায়াম্মুম

তায়াম্মুমের ফরজ :...৩. 'উভয় হাত কনুইসহ মাসেহ করা'। একইভাবে ইবতেদায়ী ৫ম শ্রেণীতেও লেখা হয়েছে (পৃ. ৩৭ পাঠ-৬)।

মন্তব্য : বরং পবিত্রতা অর্জনের নিয়তে 'বিসমিল্লাহ' বলে মাটির উপর দু'হাত মেরে তাতে ফুঁক দিয়ে মুখমণ্ডল ও দু'হাতের কব্জি পর্যন্ত একবার বুলাবে। দুইবার হাত মারা ও কনুই পর্যন্ত মাসাহ করার হাদীছ যঈফ *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৬৬ পৃ.)*।

---

৪. বুখারী হা/১৫০৩, ১৫০৬; মুসলিম হা/৯৮৬, ৯৮৫; মিশকাত হা/১৮১৫-১৬।

৫. হায়ছামী, মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১৮৩১০; সুয়ূত্বী, জামে'উল কাবীর হা/১১১; আলবানী, যঈফুত তারগীব হা/২০৮২; যঈফাহ হা/৬৮৯৫।

৬. আহমাদ হা/১৫৯৯৩, আবুদাঊদ হা/১৩২, আলবানী, উভয়ের সনদ যঈফ; নায়লুল আওত্বার ১/২৪৫-৪৭।

৭. আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ হা/৭৪৪।

(১৯৩/৮) পৃ. ১৭ চতুর্থ অধ্যায় সালাত পাঠ-১

সালাত আদায়ের উপকারিতা :...দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করলে আল্লাহ পাঁচটি পুরস্কার দিবেন। যথা: ১. রিজিকের কষ্ট থাকবে না। ২. কবরে আযাব হবে না। ৩. হাশরের ময়দানে ডান হাতে আমলনামা পাবে। ৪. পুলসিরাত তাড়াতাড়ি পার হতে পারবে। ৫. বিনা হিসেবে জান্নাত লাভ করবে।

মন্তব্য : সরাসরি এরূপ বর্ণনা কুরআন বা হাদীছে নেই।

(১৯৪/৯) পৃ. ১৯ পাঠ-০২, ‘সালাতের নিয়ত’

মনে মনে নিয়ত করাই আসল নিয়ত। তবে মুখে উচ্চারণ করা উত্তম’। এভাবে ১৯ ও ২০ পৃষ্ঠা জুড়ে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের অর্থসহ আরবী নিয়ত লেখা হয়েছে।

মন্তব্য : নিয়তের স্থান হ’ল অন্তরে। আর মুখে নিয়ত পাঠ করা ‘উত্তম’ নয় বরং মুখে নিয়ত পাঠের প্রচলিত রেওয়াজটি দ্বীনের মধ্যে একটি নতুন সৃষ্টি, যা ‘বিদ‘আত’- আর তা অবশ্যই ‘মন্দ’ ও পরিত্যাজ্য।

(১৯৫/১০) পৃ. ২৪ ‘দুটি দোআ’ ছালাত শেষে মুনাজাতের জন্য কুরআন মাজিদ থেকে দুটি দোআ নিম্নে দেওয়া হলো: رَبَّنَآ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ– *(বাক্বারাহ ২/২০১)* এবং رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ– *(আ‘রাফ ৭/২৩)*। পৃষ্ঠার নীচে দেওয়া হয়েছে,

শান্তি মনে সালাত পড়ি+দু’হাত তুলে দোআ করি।

মন্তব্য : ফরয ছালাত শেষে সালাম ফিরানোর পরে ইমাম ও মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে ইমামের সরবে দো‘আ পাঠের প্রচলিত প্রথাটি দ্বীনের মধ্যে একটি নতুন সৃষ্টি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম হ’তে এর পক্ষে ছহীহ বা যঈফ সনদে কোন দলীল নেই। বরং একাকী হাত তুলে দো‘আ করা যাবে *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৩৩ পৃ.)*।

(১৯৬/১১) পাঠ-৫ ‘দেশপ্রেম’ দেশপ্রেম ইমানের অঙ্গ...।

মন্তব্য : হাদীছটি জাল *(যঈফাহ হা/৩৬)*। তবে নিঃসন্দেহে দেশপ্রেম মানুষের স্বভাবজাত। এতে দোষের কিছু নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হিজরতের রাতে জন্মস্থান মক্কার দিকে বারবার তাকাচ্ছিলেন *(বাক্বারাহ ২/১৪৪)* দেশপ্রেমের কারণেই। ‘দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ’ ‘পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ’ ‘হরকতে বরকত’ ‘সত্য বলা থেকে চুপ থাকা ব্যক্তি বোবা শয়তান’ কথাগুলি হাদীছ নয়, বরং প্রবাদ বাক্য হিসাবে সমাজে প্রচলিত।

(১৯৭/১২) পৃ. ৩২ অজুর পর যে দোআ পড়তে হয়

...سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لآ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.

মন্তব্য : বইয়ে ওযূর দো‘আ ঠিক আছে। কিন্তু শেষে উপরোক্ত দো‘আটি যোগ করা হয়েছে। যা মূলতঃ তওবার দো‘আ। এটি ওযূর দো‘আর অন্তর্ভুক্ত নয়।

(১৯৮/১৩) পৃ. ৩৩ প্রস্রাব-পায়খানা থেকে বের হয়ে যে দোআ পড়তে হয় غُفْرَانَكَ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَذْهَبَ عَنِّى الأَذَى وَعَافَانِى

মন্তব্য : দো‘আটির প্রথম অংশ ছহীহ।[৮] দ্বিতীয় অংশটি যঈফ।[৯]

(১৯৯/১৪) পৃ. ৩৩ ঘরে প্রবেশের সময় যে দোআ পড়তে হয়

اَللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا–

মন্তব্য : হাদীছটি যঈফ *(আবুদাঊদ হা/৫০৯৬; মিশকাত হা/২৪৪৪; আলবানী, তারাজু‘আত হা/৩৭)*। গৃহে প্রবেশের সুন্নাতী নিয়ম হ’ল, প্রথমে ‘বিসমিল্লাহ’ বলবে।[১০] অতঃপর গৃহবাসীর উদ্দেশ্যে সালাম দিবে *(নূর ২৪/৬১)*।

বিষয় : আকাইদ ও ফিকহ

ইবতেদায়ি চতুর্থ শ্রেণি

বাংলাদেশ শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা প্রকাশকাল, পূণর্মুদ্রণ : আগস্ট ২০১৮

(২০০/১) পৃ. ০২ প্রথম অধ্যায় পাঠ-২, ইমান

ইমানে মুফাসসালে বর্ণিত ৭টি বিষয়ের উপর দৃঢ় বিশ্বাস ব্যতীত কেউ মুমিন হতে পারে না।

মন্তব্য : ৬টি বিষয় হবে, ৭টি নয়। এ বিষয়ে ক্রমিক (১৮৮/৩)-য়ে আলোচিত হয়েছে।

(২০১/২) পৃ. ১৩ সালাতের মধ্যে কুরআন থেকে তেলাওয়াত করা ফরজ।

মন্তব্য : কেবল কুরআন নয়, বরং সূরা ফাতেহা পড়া ফরয। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘ঐ ব্যক্তির ছালাত সিদ্ধ নয়, যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করে না’।[১১] তিনি বলেন, ‘যে ব্যক্তি ছালাত আদায় করল, যার মধ্যে ‘কুরআনের সারবস্তু’ অর্থাৎ সূরা ফাতিহা পাঠ করল না, তার ঐ ছালাত বিকলাঙ্গ, বিকলাঙ্গ, বিকলাঙ্গ, অপূর্ণাঙ্গ’...। রাবী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) -কে বলা হ’ল, আমরা যখন ইমামের পিছনে থাকি, তখন কিভাবে পড়ব? তিনি বললেন, إِقْرَأْ بِهَا فِيْ نَفْسِكَ *(ইক্বরা’ বিহা ফী নাফসিকা)* ‘তুমি ওটা চুপে চুপে পড়’।[১২]

অজুর ফরজ ৪টি। যথা- ...৩. মাথার চারভাগের একভাগ মাসেহ করা।

(২০২/৩) পৃ.১৭ পাঠ-২ প্রধান চার ফেরেশতা

আজরাইল ও ইসরাফিল...

---

৮. *তিরমিযী হা/৭; ইবনু মাজাহ হা/৩০০; মিশকাত হা/৩৫৯।*
৯. *ইবনু মাজাহ হা/৩০১; মিশকাত হা/৩৭৪; ইরওয়া হা/৫৩।*
১০. *মুসলিম হা/২০১৮; মিশকাত হা/৪১৬১ ‘খাদ্য সমূহ’ অধ্যায়-২১, পরিচ্ছেদ-১।*
১১. *বুখারী হা/৭৫৬; মুসলিম হা/৩৯৪; মিশকাত হা/৮২২ ‘ছালাতে ক্বিরাআত’ অনুচ্ছেদ-১২; কুতুবে সিত্তাহ সহ প্রায় সকল হাদীছ গ্রন্থে উক্ত হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে।*
১২. *মুসলিম হা/৩৯৫ (৩৮); মিশকাত হা/৮২৩, ‘ছালাতে ক্বিরাআত’ অনুচ্ছেদ; বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) সংশ্লিষ্ট অধ্যায়।*

মন্তব্য : উক্ত দুই ফেরেশতাকে মালাকুল মঊত ও মালাকুছ ছূর বলা উচিৎ। আলোচনা দ্রষ্টব্য : ক্রমিক (১৮৯/৪)।

(২০৩/৪) পৃ. ২৬-২৭ চতুর্থ অধ্যায় তাহারাত, পাঠ-১ অজু

*মাথার চার ভাগের একভাগ মাসেহ করা। *শরীরের কোন স্থান হতে রক্ত বা পুঁজ বের হয়ে গড়িয়ে পড়া। *মুখ ভরে বমি করা

মন্তব্য : আলোচনা দ্রষ্টব্য : ক্রমিক (১৯০/৫)।

(২০৪/৫) পৃ. ২৮ পাঠ-২ গোসল,

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম বলে গোসল শুরু করা এবং পৃ. ২৯ তায়াম্মুমের ৩নং ফরজ- উভয় হাত কনুইসহ মাসেহ করা।

মন্তব্য : উক্ত বিষয়ে আলোচনা দ্রষ্টব্য : ২য় কিস্তি ক্রমিক (২৭, ২৮, ৩০) এবং বর্তমান কিস্তি (১৯২/৭)।

(২০৫/৬) পৃ.২৯ পাঠ-০৩ তায়াম্মুম।

যে সব অবস্থায় তায়াম্মুম করা যায় : *অজু করে আসতে গেলে জানাজা বা ইদের সালাত না পাওয়ার আশঙ্কা করলে।

মন্তব্য : এটি কেবল হানাফী মাযহাবে জায়েয, জমহূর বিদ্বানগণের নিকট নয়। কেননা জানাযার ছালাত বা ঈদের ছালাত ফরয নয় এবং এগুলি ওযূ করে পরেও পড়া যায়।

(২০৬/৭) পৃ.৩০ পাঠ-৪ ইসতিনজা

প্রস্রাব-পায়খানা শেষে আবশ্যক মত মাটির ঢিলা, টয়লেট পেপার ইত্যাদি দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করে পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা সুন্নাত।

মন্তব্য : পানি পেলে কুলূখের (মাটির ঢেলা) প্রয়োজন নেই।[১৩] স্রেফ পানি দিয়ে ইস্তেঞ্জা করায় ক্বোবাবাসীদের প্রশংসা করে আল্লাহ সূরা তওবাহ ১০৮ আয়াতটি নাযিল করেন।[১৪]

(২০৭/৮) পৃ. ৩০ দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা, কিবলামুখী হয়ে বা কিবলা পিছনে রেখে প্রস্রাব-পায়খানা করা নিষেধ।

মন্তব্য : বাধ্যগত অবস্থায় দাঁড়িয়ে পেশাব করা জায়েয।[১৫] আর ঘেরা টয়লেটের মধ্যে পেশাব-পায়খানায় কিবলা ধর্তব্য নয়।[১৬]

(২০৮/৯) পৃ. ৩৫ সালাত আদায়ের নিয়ম-

* জায়নামাজের দোআ পাঠ করা।

মন্তব্য : ছালাত শুরুর আগেই জায়নামাযের দো'আ মনে করে *'ইন্নী ওয়াজ্জাহ্তু...'* পড়ার রেওয়াজটি সুন্নাতের বরখেলাফ। মূলতঃ জায়নামাযের দো'আ বলে কিছু নেই।

* তাকবিরে তাহরিমা বলার সময় পুরুষ দু'কান পর্যন্ত এবং মহিলা দু'কাঁধ পর্যন্ত দু'হাত উঠাবে। পুরুষ নাভির নিচে ডান হাত দিয়ে বাম হাতের কব্জি চেপে ধরবে। মহিলা বুকের উপর বাম হাতের উপর ডান হাত রাখবে।

মন্তব্য : হাত বাঁধার সময় দুই কানের লতি বরাবর দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী উঠানোর হাদীছ যঈফ।[১৭] বরং নারী-পুরুষ প্রত্যেক মুছল্লী দু'হাত কাঁধ বরাবর উঠাবে *(বুখারী হা/৮২৮; ঐ, মিশকাত হা/৭৯২)*।

ছালাতে দাঁড়িয়ে মেয়েদের জন্য বুকে হাত ও পুরুষের জন্য নাভীর নীচে হাত বাঁধার যে রেওয়াজ চালু আছে, হাদীছে বা আছারে এর কোন প্রমাণ নেই।[১৮] বরং এটাই স্বতঃসিদ্ধ যে, ছালাতের মধ্যকার ফরয ও সুন্নাত সমূহ মুসলিম নারী ও পুরুষ সকলে একই নিয়মে আদায় করবে।[১৯]

(২০৯/১০) পৃ. ৩৭ পাঠ-৩ সালাতের ফরজসমূহ

সালাতের ফরজ মোট ১৩টি।

মন্তব্য : ছালাতটাই ফরয। বাকী ছালাতের রুকন ৭টি, ওয়াজিব ৮টি *(দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)*।

(চলবে)

---

১৩. *তিরমিযী হা/১৯; মির'আত ২/৭২।*
১৪. *আবুদাঊদ হা/৪৪; আলবানী, ইরওয়া হা/৪৫, পৃ. ১/৮৩-৮৪; বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) 'পেশাব-পায়খানার আদব' অধ্যায়।*
১৫. *বুখারী হা/২২৪; মুসলিম হা/২৭৩; মিশকাত হা/৩৬৪।*
১৬. *বুখারী হা/৩১০২; মুসলিম হা/২৬৬; মিশকাত হা/৩৩৫, আবুদাঊদ হা/১১; মিশকাত হা/৩৭৩।*
১৭. *আবুদাঊদ হা/৭৩৭।*
১৮. *মির'আত (লাহোর ১ম সংস্করণ, ১৩৮০/১৯৬১) ১/৫৫৮; ঐ, ৩/৬৩; তুহফা ২/৮৩।*
১৯. *মির'আত ৩/৫৯ পৃ.; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১০৯; নায়লুল আওত্বার ৩/১৯।*

প্রকৃত আহলেহাদীছ কখনো জঙ্গী নয়

-প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

গত ১১ই ডিসেম্বর দৈনিক ইনকিলাব সহ দেশের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলামের ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় 'উগ্রবাদ বিরোধী জাতীয় সম্মেলনে'র সমাপনী অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তব্যের বরাতে 'উগ্রবাদের সঙ্গে জড়িতদের ৯০ শতাংশই আহলে হাদিস' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ করেছেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীর প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। এক প্রতিবাদ বিবৃতিতে তিনি বলেন, প্রকৃত আহলেহাদীছ কখনো জঙ্গী নয়। বরং সর্বদা তারা মধ্যপন্থী। ছালাতে বুকে হাত বাঁধলে, রাফঊল ইয়াদায়েন করলে ও সরবে আমীনে বললেই কেবল আহলেহাদীছ হওয়া যায় না। বরং আক্বীদায় আহলেহাদীছ হতে হয়। আর ইসলামের নামে জঙ্গীপনা করা, সন্ত্রাস করা, মানুষ হত্যা করা কস্মিণকালেও আহলেহাদীছের আক্বীদা নয়। এগুলো চরমপন্থী খারেজীদের আক্বীদা, যারা ইসলামের তিন খলীফাকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। যে আক্বীদা বা বিশ্বাসের সাথে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সহ আহলেহাদীছের প্রতিষ্ঠিত কোন সংগঠনের আদৌ সম্পৃক্ততা নেই। ডিএমপি কমিশনারের মন্তব্যের জবাবে তিনি বলেন, ডিএমপি কমিশনার হয়তো ধরা পড়া জঙ্গীদের কারো কারো বাহ্যিক আমলগত সাদৃশ্যের কারণে ঢালাওভাবে এমন মন্তব্য করে থাকতে পারেন। যা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয় *(দৈনিক ইনকিলাব ১২ই ডিসেম্বর ৪র্থ পৃঃ ৪র্থ কলামে প্রকাশিত)*।

মানুষের সাথে আচার-ব্যবহারের আদব সমূহ

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সে একাকী জীবন যাপন করতে পারে না। নানা কারণে তাকে অন্যের সাথে মিলে মিশে বসবাস করতে হয়। সমাজের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক আচার-ব্যবহার সুন্দর হওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্যের সাথে চলাফেরা ও আচার-আচরণে তার শিষ্টাচার কেমন হবে, সে বিষয়ে ইসলামে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা রয়েছে। সেগুলি পালন করলে সমাজের অন্যান্য সদস্যদের সাথে তার সম্পর্ক সুন্দর হবে, সমাজে তার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে। সাথে সাথে সে অনুকরণীয় আদর্শে পরিণত হবে। আর পরকালে পাবে অশেষ ছওয়াব। পক্ষান্তরে ঐ শিষ্টাচারগুলির অভাবে সমাজে যেমন সে নিগৃহীত হয়, তেমনি তার সাথে অন্যের সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে না। পরকালেও সে কোন ছওয়াব পায় না। নিম্নে মানুষের সাথে আচার-আচরণের আদবগুলি উল্লেখ করা হ'ল।-

মানুষের সাথে আচার-ব্যবহারের আদবগুলি দু'ভাগে ভাগ করা যায়। ক. পালনীয় আদব খ. বর্জনীয় আদব।

ক. পালনীয় আদব সমূহ :

১. অন্যকে গুরুত্ব দেওয়া : সমাজের প্রতিটি সদস্যের গুরুত্ব আছে এবং প্রত্যেকের স্বতন্ত্র অবস্থান রয়েছে। তাই প্রত্যেককে স্ব স্ব অবস্থান অনুযায়ী গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। রাসূল (ছাঃ) সমাজের মানুষকে গুরুত্ব দিতেন। আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একজন কালো মহিলা অথবা একটি যুবক (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) মসজিদে নববী ঝাড়ু দিত। একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে দেখতে পেলেন না। তিনি সে মহিলা অথবা যুবকটির খোঁজ নিলেন। লোকেরা বলল, সে মৃত্যুবরণ করেছে। তিনি বললেন, তোমরা আমাকে জানালে না কেন? বর্ণনাকারী বলেন, লোকেরা এ মহিলা বা যুবকের বিষয়টিকে তুচ্ছ ভেবেছিল। তিনি বললেন, তাকে কোথায় কবর দেয়া হয়েছে আমাকে দেখাও। তারা তাঁকে তার কবর দেখিয়ে দিল। তখন তিনি তার ক্ববরে (কাছে গেলেন ও) জানাযার ছালাত আদায় করলেন। তারপর বললেন, এ কবরগুলো এর অধিবাসীদের জন্য ঘন অন্ধকারে ভরা ছিল। আর আমার ছালাত আদায়ের ফলে আল্লাহ তা'আলা এগুলোকে আলোকিত করে দিয়েছেন'।[১] এখানে অন্যকে গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

আরেকটি হাদীছে এসেছে, জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, دَخَلْتُ الْجَنَّةَ أَوْ أَتَيْتُ الْجَنَّةَ فَأَبْصَرْتُ قَصْرًا فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا، قَالُوا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ فَلَمْ يَمْنَعْنِى إِلاَّ عِلْمِى بِغَيْرَتِكَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَا رَسُوْلَ اللهِ بِأَبِى أَنْتَ وَأُمِّى يَا نَبِىَّ اللهِ أَوَ عَلَيْكَ أَغَارُ. 'আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম অথবা জান্নাতের নিকটে এসে একটি প্রাসাদ দেখতে পেলাম। অতঃপর জিজ্ঞেস করলাম, এটি কার প্রাসাদ? তাঁরা (ফেরেশতাগণ) বললেন, এ প্রাসাদটি ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর। আমি তার মধ্যে প্রবেশ করতে চাইলাম। কিন্তু কেবল তোমার আত্মমর্যাদাবোধ আমাকে সেখানে প্রবেশে বাধা দিল, যা আমার জানা ছিল। এ কথা শুনে ওমর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক! আপনার কাছেও আমি আত্মমর্যাদাবোধ প্রকাশ করব'?[২] এভাবে রাসূল (ছাঃ) অন্যকে গুরুত্ব দিতেন।

২. দায়িত্ব সচেতন হওয়া : সমাজের প্রত্যেকে দায়িত্ব সচেতন হ'লে এবং নিজ নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করলে সমাজ সুন্দর হয়। সমাজ পরিণত হয় শান্তি-সুখের আকরে। এজন্য সকলকে সচেতন ও সজাগ হওয়া দরকার। নবী করীম (ছাঃ) এ ব্যাপারে ছিলেন আদর্শের প্রতীক। তিনি মদীনায় হিজরতের পরে আনছার ও মুহাজিরদের পরস্পরের সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে দেন। এতে নিঃস্ব ও আশ্রয়হীন মুহাজিরদের জন্য আনছাররা পানাহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেন। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আব্দুর রহমান ইবনু আউফ (রাঃ) যখন মদীনায় আসলেন, তখন নবী করীম (ছাঃ) তাঁর ও সা'দ ইবনু রবী' আনছারী (রাঃ)-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন জুড়ে দিলেন। সা'দ (রাঃ) তার সম্পদ ভাগ করে অর্ধেক সম্পদ এবং দু'জন স্ত্রীর যে কোন একজন নিয়ে যাওয়ার জন্য আব্দুর রহমানকে অনুরোধ করলেন। তিনি উত্তরে বললেন, আল্লাহ আপনার পরিবারবর্গ ও ধন-সম্পদে বরকত দান করুন। আমাকে এখানকার বাযারের রাস্তাটি দেখিয়ে দিন। তিনি মুনাফা হিসাবে কিছু ঘি ও পনির লাভ করলেন। কিছুদিন পরে নবী করীম (ছাঃ) তার (আব্দুর রহমানের) দেখা পেলেন। তিনি তখন তার গায়ে হলুদ রং-এর চিহ্ন দেখতে পেয়ে বললেন, হে আব্দুর রহমান! ব্যাপার কি? তিনি বললেন, আমি একজন আনছারী মহিলাকে বিয়ে করেছি। নবী করীম (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তাকে কি পরিমাণ মোহর দিয়েছ? তিনি বললেন, তাকে খেজুর বিচির পরিমাণ সোনা দিয়েছি। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, একটি বকরী দিয়ে হ'লেও ওয়ালীমা করে নাও'।[৩]

আমাদেরকেও স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হ'তে হবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، 'সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। তোমরা প্রত্যেকেই ক্বিয়ামতের দিন স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে'।[৪]

৩. নিজের ব্যক্তিত্বের প্রতি সজাগ থাকা : প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব ও আত্মমর্যাদা রয়েছে। তাই সকলকে নিজের আত্মসম্মান ও ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে কাজ করা উচিত। এক্ষেত্রে রাসূল (ছাঃ) ছিলেন অত্যন্ত সজাগ ও সচেতন। নিজের ব্যক্তিত্ব যেমন

---

১. *বুখারী হা/৪৫৮; মুসলিম হা/৯৫৬; মিশকাত হা/১৬৫৯।*

২. *বুখারী হা/৫২২৬, ৩৬৭৯; মুসলিম হা/২৩৯৪; মিশকাত হা/৬০২৮।*

৩. *বুখারী হা/৩৯৩৭, ২০৪৯।*

৪. *বুখারী হা/৭১৩৮; মুসলিম হা/১৮২৯; মিশকাত হা/৩৬৮৫।*

তিনি বজায় রাখতেন, তেমনি অন্যের আত্মসম্মানের প্রতিও বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতেন। আবূ ইসহাক (রহঃ) হ'তে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি বারা ইবনু আযিব (রাঃ)-কে বলল, আপনারা কি হুনায়নের যুদ্ধে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)-কে ময়দানে রেখে পলায়ন করেছিলেন? বারা ইবনু আযিব (রাঃ) বলেন, কিন্তু আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) পলায়ন করেননি। হাওয়াযিনরা ছিল সুদক্ষ তীরন্দায। আমরা সম্মুখ যুদ্ধে তাদের পরাস্ত করলে তারা পালিয়ে যেতে লাগল। তখন মুসলমানরা তাদের পিছু ধাওয়া না করে গনীমতের মাল সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তখন শত্রুরা তীর বর্ষণের মাধ্যমে আমাদের আক্রমণ করে বসল। তবে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) স্থান ত্যাগ করেননি। আমি তাঁকে তাঁর সাদা খচ্চরটির উপর অটল অবস্থায় দেখেছি। আবূ সুফিয়ান (রাঃ) তাঁর বাহনের লাগাম ধরে টানছেন; আর আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বলছেন, وَالنَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ أَنَا النَّبِىُّ لاَ كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ. 'আমি মিথ্যা নবী নই, আমি আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর'।[৫]

রাসূল (ছাঃ) সর্বদা অন্যের রাযী-খুশির প্রতিও লক্ষ্য রাখতেন। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَيْنَ أَبِىْ قَالَ فِى النَّارِ فَلَمَّا قَفَّى دَعَاهُ فَقَالَ إِنَّ أَبِىْ وَأَبَاكَ فِى النَّارِ. 'একদা এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমার পিতা কোথায়? তিনি বললেন, তোমার পিতা জাহান্নামে। অতঃপর যখন সে পিঠ ফিরিয়ে চলে যেতে লাগলো তখন তিনি বললেন, তোমার পিতা ও আমার পিতা জাহান্নামে'।[৬]

৪. অন্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা : অন্যের গোপনীয় বিষয় প্রকাশ না করা মুসলমানের জন্য অবশ্য করণীয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَا مَعْشَرَ مَنْ قَدْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفْضِ الإِيْمَانُ إِلَى قَلْبِهِ لاَ تُؤْذُوْا الْمُسْلِمِيْنَ وَلاَ تُعَيِّرُوْهُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوْا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِىْ جَوْفِ رَحْلِهِ، 'হে ঐ জামা'আত, যারা মুখে ইসলাম কবুল করেছ কিন্তু অন্তরে এখনো ঈমান মযবূত হয়নি। তোমরা মুসলমানদের কষ্ট দিবে না, তাদের লজ্জা দিবে না এবং তাদের গোপন দোষ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হবে না। কেননা যে লোক তার মুসলিম ভাইয়ের গোপন দোষ অনুসন্ধানে নিয়োজিত হবে আল্লাহ তা'আলা তার গোপন দোষ প্রকাশ করে দিবেন। আর যে ব্যক্তির দোষ আল্লাহ তা'আলা প্রকাশ করে দিবেন তাকে অপমান করে ছাড়বেন, সে তার উটের হাওদার ভিতরে অবস্থান করে থাকলেও'।[৭]

কেউ কোন মুসলিম ভাইয়ের দোষ গোপন রাখলে আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ ঢেকে রাখবে, আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তার দোষ ঢেকে রাখবেন'।[৮] তিনি আরো বলেন, لاَ يَسْتُرُ اللهُ عَلَى عَبْدٍ فِى الدُّنْيَا إِلاَّ سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন বান্দার দোষ গোপন রাখে, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন'।[৯] তিনি আরো বলেন, مَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ صُبَّ فِى أُذُنِهِ الآنُكُ، 'যে ব্যক্তি কোন কওমের (গোপন) কথা শ্রবণ করবে, যা তারা অপসন্দ করে, তার কানে শীশা ঢেলে দেওয়া হবে'।[১০]

৫. মানুষের দেওয়া কষ্ট সহ্য করা : সমাজে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, বিজ্ঞ-অজ্ঞ, জ্ঞানী-জ্ঞানহীন, দানশীল-বখীল, সুধারণা ও কুধারণার অধিকারী বিভিন্ন স্বভাব-প্রকৃতির লোক রয়েছে। তাদের আচার-ব্যবহারও ভিন্ন ভিন্ন। কাজেই তাদের দেওয়া কষ্ট সহ্য করা মুমিনের কর্তব্য। মসজিদে পেশাবকারী বেদুঈন[১১] এবং রাসূলের নিকটে বায়তুল মাল থেকে যাচঞাকারী বেদুঈনের সাথে রাসূল (ছাঃ) যে অমায়িক আচরণ করেছিলেন,[১২] তা থেকে মানুষের সাথে আমাদের আচার-ব্যবহার কিরূপ হবে সেটা সহজেই অনুমিত হয়।

আরেকটি হাদীছে এসেছে, আবূ মূসা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী জি'রানা নামক স্থানে অবস্থান করছিলাম। তখন বেলাল (রাঃ) তাঁর কাছে ছিলেন। এমন সময়ে নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে এক বেদুঈন এসে বলল, আপনি আমাকে যে ওয়াদা দিয়েছিলেন তা কি পূরণ করবেন না? তিনি তাঁকে বললেন, সুসংবাদ গ্রহণ কর। সে বলল, সুসংবাদ গ্রহণ কর কথাটি তো আপনি আমাকে অনেকবারই বলেছেন। তখন তিনি ক্রোধ ভরে আবূ মূসা ও বেলাল (রাঃ)-এর দিকে ফিরে বললেন, লোকটি সুসংবাদ ফিরিয়ে দিয়েছে। তোমরা দু'জন তা গ্রহণ কর। তাঁরা উভয়ে বললেন, আমরা তা গ্রহণ করলাম। এরপর তিনি পানির একটি পাত্র আনতে বললেন। তিনি এর মধ্যে নিজের উভয় হাত ও মুখমণ্ডল ধুয়ে কুলি করলেন। তারপর বললেন, তোমরা উভয়ে এ থেকে পান করো এবং নিজেদের মুখমণ্ডল ও বুকে ছিটিয়ে দাও। আর সুসংবাদ গ্রহণ কর। তাঁরা উভয়ে পাত্রটি তুলে নিয়ে নির্দেশ মত কাজ করলেন। এমন সময় উম্মু সালামাহ (রাঃ) পর্দার আড়াল থেকে ডেকে বললেন, তোমাদের মায়ের জন্যও অতিরিক্ত কিছু রাখ। কাজেই তাঁরা এ থেকে অতিরিক্ত কিছু তাঁর [উম্মু সালামাহ (রাঃ)-এর] জন্য রাখলেন'।[১৩]

---

৫. বুখারী হা/২৮৬৪, ২৮৭৪; তিরমিযী হা/১৬৮৮; মিশকাত হা/৪৮৯৫।
৬. মুসলিম হা/২০৩; আবূদাঊদ হা/৪৭১৮।
৭. তিরমিযী হা/২০৩২; ছহীহুত তারগীব হা/২৩৩৯।
৮. বুখারী হা/২৪৪২, ৬৯৫১; মুসলিম হা/২৫৮০; মিশকাত হা/৪৯৫৮।
৯. মুসলিম হা/২৫৯০; ছহীহুল জামে' হা/৭৭১২।
১০. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১১৫৯; ছহীহুল জামে' হা/৬০২৮।
১১. বুখারী হা/২২০; নাসাঈ হা/৫৬; মিশকাত হা/৪৯১।
১২. বুখারী হা/৩১৪৯; মুসলিম হা/১০৫৭; মিশকাত হা/৫৮০৩।
১৩. বুখারী হা/৪৩২৮; মুসলিম হা/২৪৯৭।

৬. চুপ থাকা ও মনোযোগ সহকারে কথা শ্রবণ করা : অধিক কথা বলা বা বাচালতা করা ভাল নয়। বরং অপ্রয়োজনীয় কথা বলা থেকে বিরত থাকা ও চুপ থাকা মুমিনের বৈশিষ্ট্য। আর পারলে সকলের জন্য কল্যাণকর উত্তম কথা বলা উচিত। অন্যথা চুপ থাকা কর্তব্য। সেই সাথে মিথ্যা ও অশ্লীল কথা-বার্তা থেকে সর্বতোভাবে বিরত থাকতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، 'যে লোক আল্লাহ ও শেষ দিনে বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে'।[১৪]

পারিবারিক ও সামাজিক বিভিন্ন প্রয়োজনে মানুষের সাথে আলোচনা করতে হয়। সে ক্ষেত্রে অন্যের কথা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করা বাঞ্ছনীয়। আল্লাহ বলেন, الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِيْنَ هَدَاهُمُ اللهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، 'যারা মনোযোগ দিয়ে কথা শোনে, অতঃপর তার মধ্যে যেটা উত্তম সেটার অনুসরণ করে। তাদেরকে আল্লাহ সুপথে পরিচালিত করেন ও তারাই হ'ল জ্ঞানী' *(যুমার ৩৯/১৮)*।

৭. আওয়াজ নিম্ন করা এবং কণ্ঠস্বর উচ্চ না করা : কারো সাথে কথা বলার সময় উচ্চস্বরে কথা না বলে নিম্নস্বরে বলাই সমীচীন। আল্লাহ বলেন, وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ، 'তুমি পদচারণায় মধ্যপন্থা অবলম্বন কর এবং তোমার কণ্ঠস্বর নীচু কর। নিশ্চয়ই সবচেয়ে বিকট স্বর হ'ল গাধার কণ্ঠস্বর' *(লোক্বমান ৩১/১৯)*।

৮. হাসিমুখে কথা বলা : গোমড়া মুখে কথা বলা কেউ পসন্দ করে না। সদা হাস্যোজ্জ্বল থাকা ও হাসিমুখে কথা বলা মানুষ পসন্দ করে। হাসিমুখে মুসলিম ভাইয়ের সাথে কথা বলায় নেকী অর্জিত হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ– 'তোমরা কোন নেক কাজকে ছোট ভেবো না, যদিও তা তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিখুশী মুখে সাক্ষাৎ করা হয়'।[১৫] তিনি আরো বলেন, تَبَسُّمُكَ فِى وَجْهِ أَخِيْكَ لَكَ صَدَقَةٌ، 'তোমার হাস্যোজ্জ্বল মুখ নিয়ে তোমার ভাইয়ের সামনে উপস্থিত হওয়া তোমার জন্য ছাদাক্বা স্বরূপ'।[১৬]

৯. মানুষের সাথে উত্তম কথা বলা : ভাল কথা ছাদাক্বা স্বরূপ। তাই মানুষের সাথে উত্তম কথা বলতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا، 'মানুষের সাথে উত্তম কথা বলবে' *(বাক্বারাহ ২/৮৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، 'যে লোক আল্লাহ ও শেষ দিনে বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে, অথবা চুপ থাকে'।[১৭] সুতরাং মন্দ কথা পরিহার করতে হবে। কেননা তা গোনাহ ব্যতীত কোন কল্যাণ বয়ে আনে না।

১০. নম্র ব্যবহার করা : রুক্ষতা ও কর্কশতা মানব চরিত্রের খারাপ গুণের অন্যতম। এজন্য এসব পরিত্যাজ্য। বরং নম্রতা অবলম্বন করা যরূরী। কেননা বিনয়ী ও নম্র মানুষকে সবাই ভালবাসে ও পসন্দ করে। তাই এ গুণ অর্জনের চেষ্টা করা সকলের জন্য কর্তব্য। হাদীছে এসেছে, আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একবার একদল ইহূদী নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে সালাম দিতে গিয়ে বলল, 'আস্‌সা-মু আলাইকা'। তিনি বললেন, 'ওয়া আলাইকুম'। কিন্তু আয়েশা (রাঃ) বললেন, 'আসসা-মু আলাইকুম ওয়া লা'আনাকুমুল্লাহু ওয়া গাযিবা আলাইকুম' (তোমরা ধ্বংস হও, আল্লাহ তোমাদের উপর লা'নত করুন, আর তোমাদের উপর গযব অবতীর্ণ করুন)। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, مَهْلاً يَا عَائِشَةُ، عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ، وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ أَوِ الْفُحْشَ. قَالَتْ أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ أَوَلَمْ تَسْمَعِى مَا قُلْتُ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ، فَيُسْتَجَابُ لِى فِيْهِمْ، وَلاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِىَّ– 'হে আয়েশা! তুমি থামো, তুমি নম্রতা অবলম্বন করো, আর তুমি কঠোরতা বর্জন করো। আয়েশা (রাঃ) বললেন, তারা কি বলেছে আপনি কি শুনেননি? তিনি বললেন, আমি যা বলেছি, তা কি তুমি শুননি? আমি তো তাদের কথাটা তাদের উপরই ফিরিয়ে দিলাম। কাজেই তাদের উপর আমার বদ দো'আ কবুল হয়ে যাবে। কিন্তু আমার ব্যাপারে তাদের বদ দো'আ কবুল হবে না'।[১৮]

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِى عَلَى الرِّفْقِ مَا لاَ يُعْطِى عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لاَ يُعْطِى عَلَى مَا سِوَاهُ. 'হে আয়েশা! আল্লাহ তা'আলা বিনম্র। তিনি নম্রতা পসন্দ করেন। তিনি নম্রতার দরুন এমন কিছু দান করেন, যা কঠোরতার দরুন দান করেন না। আর অন্য কোন কিছুর দরুনও তা দান করেন না'।[১৯]

বিনয় ও নম্রতার উপকারিতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ أُعْطِىَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ أُعْطِىَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ حُرِمَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. 'যাকে নম্রতার কিছু অংশ প্রদান করা হয়েছে, তাকে দুনিয়া ও আখেরাতের বিরাট কল্যাণের অংশ প্রদান করা হয়েছে। আর যাকে সেই নম্রতা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, তাকে দুনিয়া ও আখেরাতের বিরাট কল্যাণ হ'তে বঞ্চিত করা হয়েছে'।[২০]

---

১৪. বুখারী হা/৬০১৮-১৯; মুসলিম হা/৪৭; মিশকাত হা/৪২৪৩।
১৫. মুসলিম হা/২৬২৬; মিশকাত হা/১৮৯৪।
১৬. তিরমিযী হা/১৯৫৬; ছহীহাহ হা/৫৭২; মিশকাত হা/১৯১১।
১৭. বুখারী হা/৬০১৮-১৯; মুসলিম হা/৪৭; মিশকাত হা/৪২৪৩।
১৮. বুখারী হা/৬৪০১; মুসলিম হা/২৫৯৪; মিশকাত হা/৪৬৩৮।
১৯. মুসলিম হা/২৫৯৩; মিশকাত হা/৫০৬৮।
২০. তিরমিযী হা/২০১৩; মিশকাত হা/৫০৭৬; ছহীহাহ হা/৫১৯।

তিনি আরো বলেন, وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ، ‘যে বান্দাহ আল্লাহ্র জন্য বিনীত হয়, আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন’।[২১] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অন্যত্র বলেন, إِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ أَهْلَ بَيْتٍ أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الرِّفْقَ، ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ যখন কোন গৃহবাসীকে ভালবাসেন, তখন তাদের মাঝে নম্রতা প্রবেশ করান’।[২২] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا أُعْطِيَ أَهْلُ بَيْتٍ الرِّفْقَ إِلاَّ نَفَعَهُمْ وَلاَ مَنَعُوهُ إِلاَّ ضَرَّهُمْ، ‘আল্লাহ কোন গৃহবাসীকে নম্রতা দান করে তাদেরকে উপকৃতই করেন। আর কারো নিকট থেকে তা উঠিয়ে নিলে তারা ক্ষতিগ্রস্তই হয়’।[২৩]

তিনি আরো বলেন, إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لاَ يُعْطِي عَلَى الْخُرْقِ، وَإِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْدًا أَعْطَاهُ الرِّفْقَ، مَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَحْرِمُوْنَ الرِّفْقَ إِلاَّ حُرِمُوْا الْخَيْرَ، ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ নম্রতার মাধ্যমে যা দান করেন, কঠোরতার কারণে তা করেন না। আল্লাহ কোন বান্দাকে ভালবাসলে তাকে নম্রতা দান করেন। কোন গৃহবাসী নম্রতা পরিহার করলে, তারা কেবল কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত হয়’।[২৪]

১১. আমানত রক্ষা করা : আমানত রক্ষা করা মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। খেয়ানতকারীকে কেউ পসন্দ করে না। তাই মানুষের গচ্ছিত আমানত রক্ষা করা অতীব যরূরী। রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ، ‘যে ব্যক্তি তোমার কাছে কিছু আমানত রেখেছে তাকে তা ফেরত দাও। আর যে ব্যক্তি তোমার সাথে খিয়ানত করেছে তুমি তার সাথে খিয়ানত করো না’।[২৫]

১২. রাগ নিয়ন্ত্রণ করা : প্রতিটি মানুষের মধ্যে রাগ আছে। কিন্তু তা নিয়ন্ত্রণ করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য। অপর কোন মুসলিম ভাইয়ের সাথে কথা বলার সময় রাগান্বিত না হয়ে শান্তভাবে কথা বলা কর্তব্য। কোন কারণে রাগ হ’লেও তা দমন করা উচিত। মুত্তাক্বীদের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ، ‘যারা সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতা সর্বাবস্থায় (আল্লাহ্র রাস্তায়) ব্যয় করে, যারা ক্রোধ দমন করে ও মানুষকে ক্ষমা করে। বস্ত্ততঃ আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন’ *(আলে ইমরান ৩/১৩৪)*।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলল, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, لاَ تَغْضَبْ فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ لاَ تَغْضَبْ. ‘তুমি রাগ করো না। সে লোকটি কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করল। তিনি বললেন, ‘তুমি রাগ করো না’।[২৬]

আল্লাহ তা‘আলা মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় বলেন, ‘যখন তারা ক্রুদ্ধ হয় তখন ক্ষমা করে’ *(শূরা ৪২/৩৭)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ دَعَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رُءُوسِ الْخَلاَئِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ اللهُ مِنَ الْحُوْرِ مَا شَاءَ، ‘যে ব্যক্তি তার রাগ প্রয়োগের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সংযত থাকে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে সৃষ্টিকুলের মধ্য থেকে ডেকে নিবেন এবং তাকে হূরদের মধ্য হ’তে তার পসন্দমত যে কোন একজনকে বেছে নিতে বলবেন’।[২৭] আরেক বর্ণনায় এসেছে, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! এমন একটি আমলের কথা বলুন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। তিনি বললেন, ‘তুমি রাগ প্রকাশ করবে না, তোমার জন্য জান্নাত রয়েছে’।[২৮]

অন্যত্র তিনি বলেন, ‘কোন বান্দা আল্লাহ্র সন্তোষ লাভের আকাঙ্ক্ষায় ক্রোধের ঢোক গলধঃকরণ (সংবরণ) করলে, আল্লাহ্র নিকট ছওয়াবের দিক থেকে তার চেয়ে অধিক মর্যাদাপূর্ণ কোন ঢোক আর নেই’।[২৯] ইবনু ওমর (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে বলেন, কিসে আমাকে আল্লাহ্র ক্রোধ থেকে রক্ষা করবে? তিনি বললেন, তুমি ক্রোধ প্রকাশ করবে না।[৩০] এছাড়াও ক্রোধকে সকল অনিষ্টের মূল বলা হয়েছে।[৩১]

১৩. মানুষের উপকার করা : এ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হচ্ছে মানুষ। তারা মিলেমিশে বসবাস করবে এবং একে অপরের উপকার করবে, এটা মানবতার অন্যতম গুণ-বৈশিষ্ট্য। সেই সাথে সে অন্যের অপকার করা ও অনিষ্ট থেকে বিরত থাকবে। তাহ’লে সে ইহকালে ও পরকালের কল্যাণ লাভে ধন্য হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللهِ تَعَالَى أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ ‘আল্লাহ্র নিকটে উত্তম হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে মানুষের জন্য সর্বাধিক উপকারী’।[৩২] অন্যত্র তিনি বলেন, خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ ‘উত্তম ব্যক্তি হচ্ছে সে যে মানুষের জন্য সর্বাধিক উপকারী’।[৩৩]

মানুষের উপকার করার ফযীলত সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ كَانَ فِى حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِى حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ

২১. *মুসলিম হা/২৫৮৮।*
২২. *ছহীহুল জামে‘ হা/৩০৩, ১৭০৩; সিলসিলা ছহীহা ২/৫২৩।*
২৩. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯৪২।*
২৪. *ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/২৬৬৬।*
২৫. *আবূদাঊদ হা/৩৫৩৪; মিশকাত হা/২৯৩৪; ছহীহাহ হা/৪২৩০।*
২৬. *বুখারী হা/৬১১৬; মুসলিম হা/২৪৪৯; মিশকাত হা/৫১০৪।*
২৭. *আবূদাঊদ হা/৪৭৭৭; ইবনু মাজাহ হা/৪১৮৬; মিশকাত হা/৫০৮৮।*
২৮. *ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/২৩৫৩; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৭৪৯।*
২৯. *ইবনু মাজাহ হা/৪১৮৯; আহমাদ হা/৬১১৪; মিশকাত হা/৫১১৬।*
৩০. *ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/২৯৬; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৭৪৭।*
৩১. *আহমাদ হা/২৩২১৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৭৪৬।*
৩২. *ছহীহাহ হা/৯০৬; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৬২৩।*
৩৩. *ছহীহাহ হা/৪২৬; ছহীহুল জামে‘ হা/৬৬৬২।*

مُسْلِم كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، 'যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের অভাব পূরণ করে, আল্লাহ্ তার প্রয়োজন পূরণ করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের কষ্ট দূর করে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার কষ্ট দূর করে দিবেন'।[৩৪]

তিনি আরো বলেন, مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ أَخِيْهِ، 'যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের কোন পার্থিব দুর্ভোগ দূরীভূত করবে, আল্লাহ তার ক্বিয়ামতের দিনের দুর্ভোগসমূহের মধ্যে কোন একটি দুর্ভোগ দূর করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তির প্রতি সহজ করবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার প্রতি সহজ করবেন। আর যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা তার মুসলিম ভাইয়ের সহযোগিতা করতে থাকে, আল্লাহও সে বান্দার সাহায্য করতে থাকেন'।[৩৫]

১৪. মানুষকে ক্ষমা করে দেওয়া : মানুষ বিভিন্ন কারণে অপরাধ করে থাকে। কিন্তু অপরাধীকে শাস্তি না দিয়ে কিংবা ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তার থেকে প্রতিশোধ না নিয়ে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া মহত্ত্বের পরিচয়। মানবীয় এ মহৎ গুণের অধিকারী মানুষই সমাজে নন্দিত হয়, সমাদৃত হয়। তাই ক্ষমাশীলতা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম। মহান আল্লাহ বলেন, خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ، 'ক্ষমাশীলতা অবলম্বন কর, সৎ কাজের আদেশ দাও এবং মূর্খদের এড়িয়ে চল' *(আ'রাফ ৭/১৯৯)*।

১৫. অপরের দোষ-ত্রুটি সংশোধন করে দেওয়া : কোন লোকের মধ্যে কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হ'লে সংশোধনের উদ্দেশ্যে তাকে ব্যক্তিগতভাবে বলতে হবে। যাতে সে সংশোধিত হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ يَكُفُّ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَيَحُوطُهُ مِنْ وَرَائِهِ- 'এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য আয়না স্বরূপ। এক মুমিন অপর মুমিনের ভাই। তারা একে অপরকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করে এবং তার অনুপস্থিতিতে তাকে রক্ষা করে'।[৩৬] এতে তার সাথে আন্তরিকতা বৃদ্ধি পাবে।

১৬. অন্যকে উপদেশ দেওয়া : পার্থিব ও পরকালীন বিভিন্ন বিষয়ে মুসলমানদের একে অপরকে উপদেশ দেওয়া উচিত। যা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে পরিত্রাণের উপায় *(আছর ১০৩/১-৩)*। নছীহত করায় মুমিনের ইহ-পরকালীন কল্যাণ সাধিত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ، 'আর তুমি উপদেশ দিতে থাক। কেননা উপদেশ মুমিনদের উপকারে আসবে' *(যারিয়াত ৫১/৫৫)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ- 'সদুপদেশ দেয়াই দ্বীন। আমরা আরয করলাম, কার জন্য উপদেশ? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর কিতাবের, তাঁর রাসূলের, মুসলিম শাসক এবং মুসলিম জনগণের'।[৩৭] রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ- 'যখন তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের নিকট উপদেশ চাইবে, তখন সে যেন তাকে উপদেশ দান করে'।[৩৮]

১৭. অপরকে উপহার-উপঢৌকন প্রদান করা : হাদিয়া বা উপহার আদান-প্রদান করা শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত। এতে পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি-সদ্ভাব গড়ে ওঠে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, تَهَادُوْا تَحَابُّوْا، 'তোমরা একে অপরকে উপঢৌকন দাও এবং ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হও'।[৩৯]

১৮. সালাম দেওয়া ও উত্তর দেওয়া : বিভিন্ন জাতি-ধর্মে অভিবাদনের রীতি চালু আছে। ইসলামী অভিবাদন হচ্ছে সালাম বিনিময় করা। এতে উভয়ই নেকীর অধিকারী হয়। আর এর মাধ্যমে পারস্পরিক আন্তরিকতা বৃদ্ধি পায়। গড়ে ওঠে সম্প্রীতির সুদৃঢ় বন্ধন। তাই সালাম আদান-প্রদান করা ইসলামের নির্দেশ। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ- 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্যদের গৃহে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না তোমরা তাদের অনুমতি নাও এবং গৃহবাসীদের প্রতি সালাম কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম। সম্ভবতঃ তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে (তা মেনে চলার মাধ্যমে)' *(নূর ২৪/২৭)*। অন্যত্র তিনি আরো বলেন, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ- 'অতঃপর যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে তখন তোমরা পরস্পরে সালাম করবে। এটি আল্লাহ্‌র নিকট হ'তে প্রাপ্ত বরকতমণ্ডিত ও পবিত্র অভিবাদন। এমনিভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াত সমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন। যাতে তোমরা বুঝতে পার' *(নূর ২৪/৬১)*।

সালামের উত্তর দেওয়া সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى

৩৪. *মুসলিম হা/২৫৮০; আবূদাঊদ হা/৪৮৯৩; ছহীহুল জামে' হা/৬৭০৭।*
৩৫. *মুসলিম হা/২৬৯৯; তিরমিযী হা/১৪২৫; মিশকাত হা/২০৪।*
৩৬. *আবূদাঊদ হা/৪৯১৮; মিশকাত হা/৪৯৮৫; ছহীহাহ হা/৯২৬।*
৩৭. *বুখারী তা'লীক; মুসলিম হা/৫৫; মিশকাত হা/৪৯৬৬।*
৩৮. *বুখারী তা'লীক; গায়াতুল মারাম হা/৩৩৩।*
৩৯. *আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৫৯৪; ছহীহুল জামে' হা/৩০০৪।*

كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا– 'আর যখন তোমরা সম্ভাষণ প্রাপ্ত হও, তখন তার চেয়ে উত্তম সম্ভাষণ প্রদান কর অথবা ওটাই প্রত্যুত্তর কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী' *(নিসা ৪/৮৬)*।

খ. বর্জনীয় আদবসমূহ :

১. অনর্থক কথা বলা পরিহার করা : অপ্রয়োজনীয় ও অনর্থক কথা পরিহার করতে হবে। কেননা এতে কোন উপকারিতা নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ– 'মানুষের জন্য ইসলামের সৌন্দর্য হচ্ছে তার অনর্থক কথাবার্তা পরিহার করা'।[৪০] এছাড়া মানুষের ব্যক্ত করা কথাবার্তার কারণে তাকে শাস্তি পেতে হ'তে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ، لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا، فَيَهْوِيْ بِهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا– 'মানুষ আল্লাহ্র অসন্তুষ্টিমূলক কথা বলে এবং তাকে দূষণীয় মনে করে না। অথচ এই কথার দরুন সত্তর বছর ধরে সে জাহান্নামে পতিত হ'তে থাকবে'।[৪১]

২. গালিগালাজ ও অশ্লীল বাক্য পরিহার করা : কোন মুসলমান ভাইকে গালি দেওয়া বা তার সাথে অশ্লীল ভাষায় কথা বলা মুমিনের বৈশিষ্ট্য নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ 'মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসিকী এবং তার সাথে লড়াই করা কুফরী'।[৪২] হাদীছে গালি দেওয়ার মন্দ পরিণতি সম্পর্কে এসেছে, মা'রূর (রহঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একবার রাবাযা নামক স্থানে আবূ যর (রাঃ)-এর সঙ্গে দেখা করলাম। তখন তাঁর পরনে ছিল এক জোড়া কাপড় (লুঙ্গি ও চাদর) আর তাঁর ভৃত্যের পরনেও ছিল ঠিক একই ধরনের এক জোড়া কাপড়। আমি তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, একবার আমি জনৈক ব্যক্তিকে গালি দিয়েছিলাম এবং আমি তাকে তার মা সম্পর্কে লজ্জা দিয়েছিলাম। তখন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, আবূ যার! তুমি তাকে তার মা সম্পর্কে লজ্জা দিয়েছ? তুমি তো এমন ব্যক্তি, তোমার মধ্যে এখনো অন্ধকার যুগের স্বভাব বিদ্যমান। জেনে রেখো, তোমাদের দাস-দাসী তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। তাই যার ভাই তার অধীনে থাকবে, সে যেন তাকে নিজে যা খায় তাকে তা-ই খাওয়ায় এবং নিজে যা পরিধান করে, তাকেও তা-ই পরায়। তাদের উপর এমন কাজ চাপিয়ে দিও না, যা তাদের জন্য অধিক কষ্টদায়ক। যদি এমন কষ্টকর কাজ করতে দাও, তাহ'লে তোমরাও তাদের সে কাজে সহযোগিতা করবে'।[৪৩]

মন্দ কথা বলা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا– 'আল্লাহ কোন মন্দ কথা প্রকাশ করা পসন্দ করেন না। তবে কেউ অত্যাচারিত হ'লে সেটা স্বতন্ত্র। আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন' *(নিসা ৪/১৪৮)*। অনুরূপভাবে কোন মুসলমানকে অযথা কষ্ট দেওয়া গোনাহের কাজ। আল্লাহ বলেন, وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِيْنًا– 'অপরাধ না করা সত্ত্বেও যারা মুমিন পুরুষ ও নারীদের কষ্ট দেয়, তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে' *(আহযাব ৩৩/৫৮)*।

৩. কানাকানি বর্জন করা : কোথাও তিনজন লোক থাকলে একজনকে বাদ দিয়ে দু'জনে কানাকানি করা ইসলামে নিষেধ। কেননা এতে তৃতীয় ব্যক্তি মনে কষ্ট পায়। ফলে পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট হয়। আল্লাহ বলেন, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ نُهُوْا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا نُهُوْا عَنْهُ، 'তুমি কি তাদের দেখ না যাদেরকে কানাঘুষা করতে নিষেধ করা হয়েছিল। অতঃপর তারা সেই নিষিদ্ধ কাজেরই পুনরাবৃত্তি করে' *(মুজাদালাহ ৫৮/৮)*। তিনি আরো বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ، إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ– 'হে মুমিনগণ! তোমরা যখন গোপন পরামর্শ কর, তখন পাপাচার সীমালংঘন ও রাসূলের অবাধ্যতার বিষয়ে শলা পরামর্শ করো না। বরং তোমরা কল্যাণকর কাজে ও আল্লাহভীরুতার কাজে পরামর্শ কর। আর আল্লাহকে ভয় কর, যার নিকটেই তোমরা সমবেত হবে। ঐ কানাঘুষা শয়তানের কাজ বৈ তো নয়, যা মুমিনদের দুঃখ দেওয়ার জন্য করা হয়। অথচ তা তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারে না আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত। অতএব মুমিনদের উচিত আল্লাহ্র উপর ভরসা করা' *(মুজাদালাহ ৫৮/১০)*।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى رَجُلَانِ دُوْنَ الْآخَرِ، حَتَّى تَخْتَلِطُوْا بِالنَّاسِ، أَجْلَ أَنْ يُحْزِنَهُ، 'যখন তোমরা তিনজন থাকবে, তখন দুইজনে পৃথকভাবে গোপন পরামর্শ কর না। যতক্ষণ না তোমরা অন্যদের সাথে মিশে যাও। কেননা এটি তৃতীয় জনকে দুঃখিত করবে'।[৪৪] তবে তার অনুমতি সাপেক্ষে করা যাবে। যেমন আবুর বরী' ও আবু

৪০. ইবনু মাজাহ হা/৩৯৭৬, 'কলহ-বিপর্যয় চলাকালে রসনা সংযত রাখা' অনুচ্ছেদ; তিরমিযী হা/২৩১৭-১৮; মিশকাত হা/৪৮৩৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৮৮১, সনদ ছহীহ।

৪১. তিরমিযী হা/২৩১৪; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৭০; মিশকাত হা/৪৮৩৩; ছহীহাহ হা/৫৪০, ৮৮৮।

৪২. বুখারী হা/৪৮, ৬০৪৪, ৭০৭৬; মুসলিম হা/৬৪; মিশকাত হা/৪৮১৪।

৪৩. বুখারী হা/৩০, ২৫৪৫, ৬০৫০; মুসলিম হা/১৬৬১।

৪৪. বুখারী হা/৬২৯০; মুসলিম হা/২১৮৪; মিশকাত হা/৪৯৬৫।

কাসেম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُوْنَ الثَّالِثِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ 'যখন তোমরা তিনজন থাকবে, তখন তৃতীয় জনকে ছেড়ে তোমরা গোপনে পরামর্শ করো না তার অনুমতি ব্যতীত। কেননা সেটি তাকে দুঃখিত করবে'।[৪৫]

৪. উপহাস না করা এবং মন্দ নামে না ডাকা : কোন মানুষকে উপহাস করা কিংবা মন্দ নামে ডাকা ইসলামে নিষিদ্ধ। এ করণে পারস্পরিক সম্পর্ক বিনষ্ট হয়, সমাজে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। হিংসা-বিদ্বেষ বৃদ্ধি পায়। যার পরিণতি হয় ভয়াবহ। তাই এসব মন্দ কাজ থেকে মানুষকে বিরত থাকতে আদেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُوْنُوْا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوْا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْإِيْمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ- 'হে বিশ্বাসীগণ! কোন সম্প্রদায় যেন কোন সম্প্রদায়কে উপহাস না করে। হ'তে পারে তারা তাদের চাইতে উত্তম। আর নারীরা যেন নারীদের উপহাস না করে। হ'তে পারে তারা তাদের চাইতে উত্তম। তোমরা পরস্পরের দোষ বর্ণনা করো না এবং একে অপরকে মন্দ লকবে ডেকো না। বস্তুতঃ ঈমান আনার পর মন্দ নামে ডাকা হ'ল ফাসেক্বী কাজ। যারা এ থেকে তওবা করে না, তারা সীমালংঘনকারী' *(হুজুরাত ৪৯/১১)*।

৫. গীবত ও চোগলখুরী না করা : পরনিন্দা, দোষচর্চা বা গীবত-তোহমত সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অন্যতম হাতিয়ার। এ কাজ সমাজে হানাহানির পরিবেশ বৃদ্ধি করে। তাই এই ঘৃণ্য কর্ম থেকে বিরত থাকতে আল্লাহ আদশে দিয়েছেন। তিনি বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ وَاتَّقُوْا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَحِيْمٌ 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা অধিক ধারণা হ'তে বিরত থাক। নিশ্চয়ই কিছু কিছু ধারণা পাপ। আর তোমরা ছিদ্রান্বেষণ করো না এবং একে অপরের পিছনে গীবত করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পসন্দ করে? বস্তুতঃ তোমরা সেটি অপসন্দ করে থাক। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বাধিক তওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু' *(হুজুরাত ৪৯/১২)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيْمَانُ قَلْبَهُ لاَ تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِيْنَ وَلاَ تَتَّبِعُوْا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ. 'হে ঐসব লোক যারা কেবল মুখেই ঈমান এনেছে, কিন্তুঅন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি! তোমরা মুসলমানদের গীবত করবে না ও দোষ-ত্রুটি তালাশ করবে না। কারণ যারা তাদের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়াবে আল্লাহও তাদের দোষ-ত্রুটি খুঁজবেন। আর আল্লাহ কারো দোষ-ত্রুটি তালাশ করলে তাকে তার ঘরের মধ্যেই অপদস্ত করে ছাড়বেন'।[৪৬]

চোগলখুরীর পরিণতি সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ 'চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[৪৭] অন্যত্র তিনি বলেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ 'চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[৪৮] তিনি আরো বলেন, تَجِدُ مِنْ شَرِّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللهِ ذَا الْوَجْهَيْنِ، الَّذِى يَأْتِى هَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ، 'ক্বিয়ামতের দিন তুমি আল্লাহ্র কাছে ঐ লোককে সব থেকে খারাপ পাবে, যে দু'মুখো। সে এদের সম্মুখে এক রূপ নিয়ে আসতো, আর ওদের সম্মুখে অন্য রূপে আসত'।[৪৯]

৬. অন্যের সম্পর্কে কু-ধারণা না করা : অন্য মুসলিম ভাইয়ের প্রতি সুধারণা পোষণ করতে হবে। তার প্রতি অযথা কু-ধারণা পোষণ করা যাবে না। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিক ধারণা করা থেকে বেঁচে থাক। কেননা কোন কোন ধারণা পাপ' *(হুজুরাত ৪৯/১২)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ، وَلاَ تَحَسَّسُوْا، وَلاَ تَجَسَّسُوْا، وَلاَ تَحَاسَدُوْا، وَلاَ تَدَابَرُوْا، وَلاَ تَبَاغَضُوْا، وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا- 'তোমরা অনুমান করা থেকে সাবধান হও। কেননা অনুমান অবশ্যই সর্বাপেক্ষা বড় মিথ্যা। আর তোমরা অন্যের দোষ অন্বেষণ করো না, গুপ্তচরবৃত্তি করো না, পরস্পরের সাথে ঝগড়া-বিবাদ করো না এবং পরস্পরের সাথে হিংসা করো না। পরস্পরের ক্ষতি করার জন্য পেছনে লেগে থেকো না। আর তোমরা সকলে মিলে আল্লাহ্র বান্দা হিসাবে ভাই ভাই হয়ে যাও'।[৫০]

অতএব মানুষের সাথে চলাফেরার ক্ষেত্রে উপরোক্ত আদব বা শিষ্টাচার সমূহ মেনে চলা যরূরী। এর ফলে সমাজের অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে এবং পরকালে অশেষ ছওয়াব হাছিল হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সবাইকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী আদব বা শিষ্টাচার মেনে চলার তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

---

৪৫. মুসনাদ আহমাদ হা/৬৩৩৮।

৪৬. আবূদাঊদ হা/৪৮৮০; ছহীহুল জামে' হা/৭৯৮৪।

৪৭. মুসলিম হা/১০৫; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৮২১।

৪৮. বুখারী হা/৬০৫৬; মুসলিম হা/১০৫; মিশকাত হা/৪৮২৩।

৪৯. বুখারী হা/৬০৫৮, ৩৪৯৪; মুসলিম হা/২৫২৬।

৫০. বুখারী হা/৬০৬৪, ৬০৬৬; মুসলিম হা/২৫৬৩; মিশকাত হা/৫০২৮।

মাসিক আত-তাহরীক জানুয়ারী ২০২০ ২৩তম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

তাছফিয়াহ ও তারবিয়াহ : মুসলিম জীবনে এর প্রয়োজনীয়তা

মূল (আরবী) : মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী

*অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আমরাও বিশ্বাস করি যে, তিনি একজন আলেম ফাযেল মানুষ। তবে আমাদের উভয়ের বিশ্বাসের মাঝে পার্থক্য এই যে, আমরা ভুলে যাই না যে, আলেম ফাযেল হওয়া সত্ত্বেও তিনি ভুলের ঊর্ধ্বে নন। কিন্তু তারা এ সত্যকে ভুলে যান। ফলে তারা তাদের ইমামের কথার বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তি খণ্ডনে সদাই চেষ্টা করতে থাকেন। তাদের কেউ কেউ মুসলিমদের মধ্যে মাদকের প্রসার ঘটাতে এ কথাকে পুঁজি করেন। আবার অনেকে মানহানি থেকে ইমামকে সুরক্ষা দিতে চেষ্টা করেন, তাঁর কথা খণ্ডনে নয়।

সম্ভবত আপনাদের অনেকের জানা আছে যে, 'আল-মাজাল্লা আল-আরাবী' নামে একটি পত্রিকা অনেক দিন আগে তাদের এক লেখকের লেখা একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিল। সেই প্রবন্ধকার আঙ্গুর ছাড়া অন্যান্য দ্রব্য থেকে উৎপাদিত মাদক গ্রহণ হালাল বলে মত প্রকাশ করেছিলেন এবং তা প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টা চালিয়েছিলেন। আজকের দিনে যেসব মদ সুপরিচিত তার অধিকাংশই আঙ্গুর থেকে উৎপাদিত নয়। (কাজেই সেগুলো স্বল্প মাত্রায় পান করলে তাদের মতে কোন অন্যায় হবে না।) 'মাজাল্লা আল-আরাবী' পত্রিকা তার প্রবন্ধে মুসলমানদের জন্য আধুনিক মাদক দ্রব্যাদি ইচ্ছামত পান মুবাহ করে দিয়েছে। এ মুবাহকরণের পেছনে তার দলীল: 'যা তোমাকে নেশাগ্রস্ত করে তা পান কর না'। (অতএব যা নেশাগ্রস্ত করে না তেমন নেশার দ্রব্য ইচ্ছামত পান করো।)

আর স্বল্পমাত্রাও একটা আপেক্ষিক বিষয়। কেননা বাস্তবে আমরা সবাই জানি, পয়লা ফোঁটা টেনে আনে দ্বিতীয় ফোঁটাকে; অনুরূপভাবে তৃতীয় ফোঁটা টেনে আনে চতুর্থ ফোঁটাকে। এভাবেই পানক্রিয়া চলতে থাকে পুরোমাত্রা পর্যন্ত। যে স্বল্প মাত্রায় নেশা হবে না তার কোন সীমা ও নিয়ম-নীতি নির্ধারণ সম্ভব নয়। ফলে পান করতে করতে যে মাত্রায় নেশা এসে যায় পানকারী এমন বেশী মাত্রায় পান করে বসে। (আবার দেখা যায়, একজনের অল্পতেই নেশা হয় তো অন্যের তার দ্বিগুণ মাত্রায়ও নেশা হয় না।)

কিন্তু আমি বলছি, রাসূলুল্লাহ (ছঃ) থেকে প্রমাণিত ও অকাট্য হাদীছের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়া সত্ত্বেও এ জাতীয় বাতিল কথা কিভাবে ফিক্বহের বইগুলোতে স্থান পেল এবং থেকে গেল? কেন আমরা একজন ধান্ধাবাজ লেখককে তার বাতিল কথা প্রসারের সুযোগ করে দিচ্ছি? তার উপর নিজের মিশন ও প্রাসাদ খাড়া করবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি? কি করেই বা তিনি মুসলমানদের জন্য এ কথা বলে হারাম পানীয় হালাল করার সুযোগ করে দিচ্ছেন যে, তুমি নেশা উদ্রেককারী বস্তু পান করো না এবং পান করলে অল্প পান কর, বেশী পান করো না।

যে ব্যক্তি এ কথা লিখেছে হ'তে পারে সে ধান্ধাবাজ; আবার হ'তে পারে বিশুদ্ধ নিয়তের অধিকারী। কিন্তু তার ইচ্ছা ব্যক্তিবিশেষের তরীকা বা মাযহাব অনুসরণ। তাই সে ডেকে বলে, 'হে লোকসকল! মদ পানের ক্ষেত্রে তোমরা মুসলমানদের উপর কড়াকড়ি আরোপ করো না। কেননা এক্ষেত্রে মুসলমানদের একজন সম্মানিত ইমামের মত রয়েছে, যিনি তাদের জন্য এই পানীয় মুবাহ (বৈধ) করে গেছেন। কাজেই আমরা তা কেন হারাম করব? ঐ লেখকের নিয়ত এমনটাও হ'তে পারে।

কিন্তু আমাদের কি হ'ল যে একজন বিখ্যাত সিরীয় আলেমকে দেখি, ঐ লেখকের লেখার প্রতিবাদ করতে গিয়ে একটি পুস্তিকা রচনা করেছেন। কিন্তু তাতে তিনি প্রতিবাদের নামে একেবারে লেজেগোবরে দশা করে ছেড়েছেন। একবার তিনি ঐ লেখক যে ইমামের কথাকে ভিত্তি করেছেন তাকে ভরপুর সমর্থন করেছেন তো আরেকবার সেসকল হাদীছের অবতারণা করেছেন যার কিছু আমরা তুলে ধরেছি, যাতে ঐ লেখক এবং লেখক যে ইমামের কথার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন তার বাতিল হওয়ার কথা রয়েছে।

কেন আমরা এই আলেমকে তার মত প্রকাশে এত দ্বিধান্বিত দেখছি? তার কারণ, কথাটি একজন মুসলিম ইমামের বলে তিনি তাকে পবিত্র ভাবছেন। তার ধারণায় এই ইমাম তো প্রবৃত্তি তাড়িত হয়ে কিংবা অজ্ঞতা থেকে কথাটি বলেননি। (কাজেই তার কথার সত্যতা কোন না কোন ভাবে আছে।) আমি তার সাথে যোগ করছি, নাফসানী খাহেশ পূরণ কিংবা অজ্ঞতা থেকে কথাটি তিনি বলেননি তা ঠিক আছে, কিন্তু তিনি কি তার ঐ ইজতিহাদে ভুলের ঊর্ধ্বে বিবেচিত হবেন, যে ইজতিহাদ তিনি লেখকের দাবী মতে নাফসানী খাহেশ পূরণ কিংবা অজ্ঞতা থেকে করেননি? আমরা সবাই বলব, 'না'। আমাদের সবাই এক্ষেত্রে স্মরণ করব রাসূল (ছঃ)-এর উক্তি إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، 'যখন বিচারক ইজতিহাদ বা গবেষণা করে বিচার করবেন এবং তাতে তিনি সঠিক রায় দিবেন তার দু'টি ছওয়াব মিলবে। আর যখন ইজতিহাদপূর্বক বিচার করতে গিয়ে তিনি ভুল করবেন তার একটি ছওয়াব মিলবে'।[১]

তাহ'লে কেন আমরা ভুলে যাচ্ছি যে, মুজতাহিদের কখনও কখনও একটি ছওয়াব মেলে। তবে আমরা বলছি না যে, তিনি ভুল করেছেন? কেননা কেউ যদি বলে, 'অমুক ইমাম ভুল করেছেন' তাহ'লে কিছু লোকের জন্য সে কথা বরদাশত করা খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। প্রবাদে আছে, 'যাঁতায় যাঁতায় মিল'। তাই আমরা বলছি, কথা বলতে এত ছলচাতুরী কেন? অথবা কেন আমরা এ কথা বলতে ভয়ে জড়সড় হয়ে পড়ছি যে 'মুসলিমদের অমুক ইমাম একটি মাসআলায় অথবা একটি

** ঝিনাইদহ।*

১. *বুখারী হা/৭৩৫২; মুসলিম হা/১৭১৬।*

www.at-tahreek.com

মাসিক আত-তাহরীক জানুয়ারী ২০২০ ২৩তম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

ইজতিহাদে কিংবা একটি সিদ্ধান্তে ভুল করেছেন, ফলে তিনি দু'টির বদলে একটি ছওয়াব পাবেন? প্রথমত কেন আমরা মূলেই ইমামের ভুল করার কথা বলতে পারছি না? দ্বিতীয়তঃ এক মাসআলার সঙ্গে আরেক মাসআলার সমন্বয়ের কথাও কেন বলতে পারছি না? যেই সমন্বয় আমাদের আলোচ্য ফিক্বহী মাসআলাতে যরূরী?

পাঠক! এই আলেম যে পুস্তিকা উক্ত লেখকের লেখার প্রতিবাদে লিখেছেন, তা পড়লে আপনি এমন কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারবেন না যে, উক্ত লেখক মুসলিমদের একজন ইমামের একটি মাসআলা বা রায়ের উপর নির্ভর করে ভুল করেছেন।

অথচ খোদ ইমামের কিছু কিছু অনুসারী সে আমলেই তাঁর রায়কে শারঈ দলীলের সঙ্গে যাচাই-বাছাই ও পরিশোধন করতে গিয়ে উক্ত মাসআলায় তাঁর প্রদত্ত রায় থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়েছেন এবং ভুলের জন্য মাসআলাটিতে ইমামকে একটা ছওয়াবের মালিক গণ্য করেছেন এবং তাঁর মাযহাব ত্যাগ করে এ মাসআলায় ছহীহ হাদীছসমূহকে আমলের জন্য আঁকড়ে ধরেছেন। যেখানে তাঁর তৎকালীন অনুসারীদের অনেকেই তাঁর মত ত্যাগ করেছেন সেখানে আমরা কেন ঐ প্রতিবাদের পুস্তিকায় এ কথা পড়তে পাই না যে, ইমাম মহোদয় ছওয়াব পাবেন বটে, কিন্তু তিনি মদ পানের উক্ত মাসআলায় ভুল রায় দিয়েছেন এবং ইমাম মহোদয়ের রায়ের উপর ভিত্তি করে 'মাজাল্লা আল-আরাবী' পত্রিকার লেখকের সুন্নাহর উপর আপত্তি তোলার কোন অধিকার নেই?

এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, আমরা হয়ে গেছি কট্টর। আমাদের উপর আল্লাহ তা'আলার নির্দেশিত ফরযের তুলনায় ইমামদের পবিত্রতা ও সম্মান আমাদের অন্তরে অনেক বেশী জেঁকে বসে আছে। ফলে আল্লাহ্র হুকুম লংঘন হয় হোক, কিন্তু ইমামদের হুকুমের নড়চড় করতে আমরা মোটেও আগ্রহী নই।

এদিকে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আমাদের উদ্দেশ্যে নিম্নের যে বাণীটি বলেছেন তাতে কিন্তু আমরা সবাই আস্থাশীল। তিনি বলেছেন, لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ 'যে আমাদের বড়দের সম্মান করে না, আমাদের ছোটদের উপর দয়া করে না এবং আমাদের আলেম বা বিদ্বানদের অধিকার সম্বন্ধে জানে না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়'।[2] এ বাণীতে রাসূল (ছাঃ) মুসলমানদের খাছভাবে আলেমদের অধিকার জানতে বলেছেন। কিন্তু একজন আলেমের অধিকার ও মর্যাদা কি এত উঁচুতে যে আমরা তাঁকে নবুঅত ও রিসালাতের আসনে আসীন করব? আমরা কি তাকে আমাদের হাবভাবের ভাষায় নিষ্পাপত্বের মর্যাদা প্রদান করব? হাবভাবের ভাষা তো দেখছি এখানে মুখের ভাষা থেকে অধিক জোরালো!!

আসলে আমরা একজন আলেমকে সম্মান করব, তাকে যথাযথ মূল্যায়ন করব এবং আমাদের সামনে দলীল প্রকাশিত হ'লে আমরা তার তাক্বলীদও করব। কিন্তু তাই বলে ঐ আলেমের কথা উপরে রেখে রাসূল (ছাঃ)-এর কথা নীচে নামিয়ে দেওয়ার কোন অধিকার আমাদের নেই। আমাদের এমন অধিকারও নেই যে, তার কথাকে রাসূল (ছাঃ)-এর কথার উপর অগ্রাধিকার দিব। এ বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর বিদ্যায় পারদর্শী আলেমদের কারও কোন অস্বীকৃতি কিংবা আপত্তি নেই।

আমার প্রকাশিত আরেকটি পুস্তিকায় আমি মদ পান সংক্রান্ত এ দৃষ্টান্তটি আলোচনা করেছি। ঐ পুস্তিকা থেকে পাঠক একটা সিদ্ধান্তে অবশ্যই উপনীত হ'তে পারবেন। সেও এই একই কথা। যেমনটা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ 'যার বেশী মাত্রায় পানে নেশা জন্মে তার স্বল্প মাত্রাও হারাম'।[3]

বস্তুত 'মাজাল্লা আল-আরাবী' পত্রিকার লেখক ভুল করেছেন। তিনি যে ইমামের উপর নির্ভর করে কথাটি বলেছেন তিনিও ভুল করেছেন। আর কেউ যখন ভুল করে তখন আমাদের মনে তার জন্য কোন পক্ষপাতিত্ব জাগার কথা নয়। ভুল ভুলই, কুফর কুফরই, চাই তা ছোট করুক কিংবা বড়; নারী করুক কিংবা পুরুষ- তা সবই ভুল। কার থেকে তা প্রকাশ পেল তা নিয়ে ভুলের তারতম্য করা যাবে না।

বিবাহকে ঘিরেও এমন একটি আইনের দৃষ্টান্ত আছে। ফিক্বহের বই-পুস্তকে সে আইন অতীতে যেমন ছিল এখনও তেমনি আছে। এমনকি 'মুসলিম ব্যক্তিগত আইন' (Muslim personal law) নামে যে আইন আজ মুসলিম দেশগুলোতে চালু আছে তাতেও বিবাহ কেন্দ্রিক ঐ আইন বলবৎ আছে।

আফসোসের সাথে বলতে হচ্ছে যে, 'মুসলিম ব্যক্তিগত আইন'-এর নামে আমাদেরকে যে সমস্ত আইন মানতে বাধ্য করা হচ্ছে সর্বসম্মত মতানুসারেই তাতে শরী'আত পরপন্থী অনেক বিধান রয়েছে। তা সত্ত্বেও শরী'আত পরপন্থী সেসব বিধান 'মর্যাদাবান ইসলামী আইন'(?) হিসাবে আমাদের মাঝে বিবেচিত হয়ে আসছে। এ বিধান অনুসারেই কোন প্রাপ্তবয়স্কা মুসলিম নারী তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া নিজের ইচ্ছামত যে কোন পুরুষকে বিবাহ করতে পারে। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খোলাখুলি বলেছেন, أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ 'যে নারীই তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া নিজে নিজে বিবাহ করবে তার বিবাহ বাতিল; তার বিবাহ বাতিল; তার বিবাহ বাতিল'।[4] এখন এ হাদীছ অকার্যকর, কিন্তু উক্ত বিধান কার্যকর এবং তদনুসারে বিচার কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে।

কেউ কেউ হয়ত বলতে পারেন, 'হাদীছটি কি আপনি ছাড়া আর কেউ বোঝেনি'? উত্তরে বলব, এই হাদীছ আরবী ভাষা ও তার রীতি-নীতি সম্বন্ধে নিজ যামানায় যিনি সবচেয়ে বেশী বুঝতেন সেই ইমাম শাফেঈ (রহঃ) গ্রহণ করেছেন। এটা

২. *ছহীহুল জামে' হা/৫৪৪৩।*

৩. *আবূদাঊদ হা/৩৬৮১; ইবনু মাজাহ হা/৩৩৯৩; ইরওয়া, হা/২৩৭৫।*
৪. *আবূদাঊদ হা/২০৮৩; তিরমিযী হা/১১০২; ইরওয়া হা/১৮৪০।*

www.at-tahreek.com

এমন কোন লোকের রায় নয়, যিনি মূলে আলবানী, আলবেনীয় হিসাবে পরিচিত। বরং এই আলবানী একটি হাদীছ পেয়েছে, আর পেয়েছে একজন ইমামের এতদসংক্রান্ত উপলব্ধি যিনি কিনা কুরাইশ বংশীয় বনু মুত্তালিব গোত্রের সন্তান।

প্রশ্ন জাগে, এই ছহীহ হাদীছের সাথে যুক্ত ছহীহ রায়কে কেন অন্য একজন মুসলিম ইমামের রায়ের খাতিরে পরিত্যাগ করা হ'ল? হ্যাঁ, ইমামের ইজতিহাদকে আমরা ধারণ করি। কিন্তু সেই ইজতিহাদ তখনই মূল্য পাবে যখন তা কুরআন-সুন্নাহ্র নিষ্কলুষ নছের (text) সাথে সাংঘর্ষিক হবে না।

আমরা সবাই উছূলে ফিক্বহর বই-পুস্তকে ফক্বীহ ও উছূলবিদদের কথা পড়ি : إذا ورد الأثر بطل النظر 'যখন হাদীছ পাওয়া যাবে তখন যুক্তি বাতিল (অকার্যকর) হয়ে যাবে'; إذا ورد نهر الله بطل نهر معقل. 'যখন আল্লাহ্র কথার দরিয়া আসবে তখন বুদ্ধি-বিবেচনার দরিয়া বাতিল (অকার্যকর) হয়ে যাবে, ولا اجتهاد في مورد النص 'নছ যেখানে মজুদ সেখানে ইজতিহাদ খাটানোর সুযোগ নেই'। এই সূত্রগুলোর প্রত্যেকটিই তত্ত্ব হিসাবে সুবিদিত। তাহ'লে কেন আমরা এই সূত্রগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে সমন্বয়ের কাজে লাগাব না? এবং কেনইবা আমরা সুন্নাহ বিরোধী নানা মাসআলা সদাই আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকব?

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উম্মতের যিল্লতির রোগ নির্ণয়ের পর দ্বীনের পথে ফিরে আসাকে ওষুধ হিসাবে নির্বাচন করেছেন। তিনি বলেন, حَتَّى تَرْجِعُوْا إِلَى دِيْنِكُمْ 'তোমরা যতক্ষণ না তোমাদের দ্বীনের মাঝে ফিরে আসবে'।[৫] (ততক্ষণ তিনি তোমাদের থেকে ঐ লাঞ্ছনা দূর করবেন না।) এখন 'দ্বীনের পথে ফিরে আসা' কি শুধুই মুখের কথায় হবে? নাকি আক্বীদায় ও আমলেও ফিরতে হবে?

নিশ্চয়ই অনেক মুসলমান সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল। কিন্তু তারা এই দুই সাক্ষ্য বাণীর সঙ্গে আবশ্যিকভাবে জড়িত দাবীসমূহ পূরণে মোটেও তৎপর নয়। সে অনেক লম্বা কথা। ফলতঃ আজকের যুগে অনেক মুসলমান এমনকি যারা মুরশিদ হিসাবে খ্যাত তারা পর্যন্ত কালিমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর বিশদ হক আদায় করেন না। এ সম্পর্কে অনেক মুসলিম যুবক ও লেখক তাদের আলোচনা ও লেখনীতে জনগণকে সচেতন করে থাকেন। তারা বলেন যে, কালিমা শাহাদতের হক হ'ল: হুকুম চলবে কেবল আল্লাহ্র। হ্যাঁ, আমিও এ কথা খোলাখুলি বলতে চাই। তবে আমি মুসলিম যুবক ও লেখকগণকে এই সত্যের প্রতিও সচেতন করতে চাই যে, ইসলামের নামে জাগতিক যেসব আইন-কানূনের বাস্তবায়ন এবং আজকের চলমান সমস্যাদির সমাধান যেসব আইনে করতে চাওয়া হচ্ছে তার অনেকটাই 'হুকুম কেবল এক আল্লাহ্র জন্য' হওয়ার পরিপন্থী।[৬] আমি লক্ষ্য করছি যে, এই সব লেখকের অনেকেই যে বিষয়ে অন্যদের সচেতন করছেন তার সঙ্গে কিন্তু নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারছেন না। তাদের সচেতনতা তো 'হুকুম চলবে কেবল আল্লাহ্র' এ কথাকে ঘিরে। কিন্তু আল্লাহর হুকুমের অর্থ তো কুরআন ও সুন্নাহর হুকুম। (সুন্নাহকে বাদ দিয়ে কেবল কুরআনের হুকুম নয়। কিন্তু তারা যেন সুন্নাহকে বাদ দিয়ে কেবল কুরআনের হুকুমকে আল্লাহ্র হুকুম মনে করছেন।)

ভেবে দেখুন, যখন অমুক কাফের থেকে আল্লাহ্র হুকুমের বিপরীত একটি হুকুম প্রকাশ পায় তখন আমরা তাকে আল্লাহ বিরোধী হুকুম বলেই গণ্য করি। কিন্তু যদি ঐ হুকুমই কোন ভুলকারী মুজতাহিদের ইজতিহাদ থেকে প্রকাশ পায় তখন কি তা আল্লাহ বিরোধী হুকুম বলে গণ্য হবে না?

আমি বিশ্বাস করি, এক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নেই। কেননা হুকুমের উৎস (হুকুমদাতা) যেই হোক না কেন, সে হুকুম যতক্ষণ পর্যন্ত কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী বলে গণ্য হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা থেকে দূরে থাকা একজন মুসলিমের জন্য ফরয। তবে এখানে এই পার্থক্য অবশ্যই রয়েছে যে, আল্লাহকে অস্বীকার করে আল্লাহ বিরোধী হুকুমের কথা যে বলেছে, সে চিরজাহান্নামী কাফের। আর যে মুসলিম, কিন্তু ভুল করে তা বলেছে, সে তার ভুলের উপরও ছওয়াব পাবে। যেমন ইতিপূর্বে ছহীহ হাদীছের বরাতে এ সম্পর্কে জানানো হয়েছে।

তাহ'লে বুঝা গেল, এখন দ্বীন বুঝার রাস্তায় চেষ্টা-সাধনা করা এবং তদনুযায়ী চলার মাধ্যমে দ্বীনের দিকে ফেরা ওয়াজিব হবে। আর এই চেষ্টা-সাধনা ও চলা তখনই সম্ভব হবে যখন আজকের দিনে 'আল-ফিক্বহুল মুকারিন' বা 'আল-ফিক্বহুল মুকারান' নামে আখ্যায়িত ফিক্বহশাস্ত্রের মধ্যে সমন্বয় করা হবে।[৭] সকলকে আবশ্যিকভাবে এই ফিক্বহর পঠন-পাঠন করতে হবে। বিশেষত ফিক্বহ ও হাদীছের আইনানুগ সার্টিফিকেটধারী বিশেষজ্ঞগণ তা ভালোমত অধ্যয়ন করবেন।

আবার আমরা যখন কোন মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ডাক দেব তখন অবশ্যই সে রাষ্ট্রের একটা সুস্পষ্ট সংবিধান ও ততোধিক সুস্পষ্ট কানূন লাগবে। তাহ'লে কোন মাযহাবের উপর ভিত্তি করে আমরা সে সংবিধান রচনা করব? কোন মাযহাবের ভিত্তিতে সেই সাংবিধানিক আইনের ব্যাখ্যা দেওয়া হবে?

বর্তমান যুগে কিছু মুসলিম লেখককে দেখা যায়, তারা কিছু কিছু কানূন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন এবং তাদের কাম্য মুসলিম রাষ্ট্রে এই কানূনগুলো আবশ্যিকভাবে কার্যকর করতে হবে বলে দাবী করেন। কিন্তু আমরা এই কানূনগুলোকে আমাদের বর্ণিত 'তুলনামূলক ফিক্বহ শাস্ত্র' এবং আমাদের কানূনের মূল উৎস 'কুরআন ও সুন্নাহ'-এর ভিত্তিতে লেখা হয়েছে বলে দেখতে পাই না। এসব লেখক কেবলই মাযহাব অধ্যয়ন করেছেন। ফলে কানূন নির্ধারণ করতে গিয়ে তারা নিজ

৫. আবূদাঊদ হা/৩৪৬২; ছহীহাহ হা/১১।

৬. এখানে মাযহাবের ইমামের হুকুমের ভূমিকা থাকছে কি?

৭. তুলনামূলক ফিক্বহশাস্ত্রকে আরবীতে 'আল-ফিকহুল মুকারিন' বা 'আল-ফিকহুল মুকারান' বলা হয়। এই ফিক্বহশাস্ত্রে বিভিন্ন মাসআলায় ইমামদের মতামত ও দলীলাদি তুলে ধরে তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সঠিক-বেঠিক তুলে ধরা হয়ে থাকে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

www.at-tahreek.com

মাযহাবের মাসআলাগুলো নকল করেছেন এবং সামনের দিনে শীঘ্রই যে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হ'তে যাচ্ছে বলে তারা আশা করছেন, তাদের লিখিত এই কানূনই তার কানূন হবে বলে তারা তাদের রচিত গ্রন্থে তা স্থান দিয়েছেন। সুতরাং বাস্তবে এ কোন নতুন তত্ত্ব নয়; যেমন 'নেশা উদ্রেককারী পানীয়' (المشروبات المسكرة) পুস্তিকার লেখক নেশা সম্পর্কে নতুন কোন তত্ত্ব হাযির করেননি। নতুন যে তত্ত্ব আমরা আশা করছি তা এই যে, আমরা মাদকের অবৈধতা সম্পর্কে মুসলিম জাতিকে সচেতন করে তুলব। তবে কমপক্ষে এতটুকু বলা যায় যে, নেশার ক্ষেত্রে অন্য আরেকজন ইমাম সঠিক কথা বলেছেন। কেননা তাঁর কথা সুন্নাহ সমর্থিত। এ মত ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর। তাঁর মতে, যে নেশার দ্রব্য বেশী পরিমাণ পানে নেশা হয় তার অল্প পরিমাণ পানও হারাম। চাই তা আঙ্গুর থেকে তৈরি হোক কিংবা অন্য কিছু থেকে। কেননা হাদীছে এসেছে, 'যার বেশী পরিমাণ নেশার উদ্রেক করে তার অল্প পরিমাণও হারাম'।

এই যে লেখকের লেখার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, তার লেখার একটি দফায় এসেছে: 'কোন মুসলিম কোন যিম্মী অমুসলিমকে হত্যা করলে বিনিময়ে তাকে হত্যা করা হবে। ইসলামী ফিক্বহশাস্ত্রে এ কথা সুবিদিত। তবে এক্ষেত্রে আরেকটি মত রয়েছে, যা এর বিপরীত। অর্থাৎ কোন মুসলিম কোন যিম্মী অমুসলিমকে হত্যা করলে বিনিময়ে তাকে হত্যা করা হবে না। ছহীহ বুখারীতে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ 'কোন কাফিরের মোকাবেলায় কোন মুসলিমকে হত্যা করা যাবে না'।[৮] তাহ'লে কোন প্রেক্ষিতে এই খ্যাতিমান আলেম ও সমকালীন লেখক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছের বিপরীতে গিয়ে কাফের হত্যার বিনিময়ে মুসলিম হত্যার বিধান ইসলামী আইনের অন্তর্ভুক্ত করলেন? আমি বিশ্বাস করি, এর কারণ, ঐ ব্যক্তি যেই ফিক্বহর উপর প্রতিপালিত হয়েছেন সেই ফিক্বহই কেবল অধ্যয়ন করেছেন এবং তাকেই জীবনের ব্রত বানিয়ে নিয়েছেন। তাহ'লে এই ব্রত অবলম্বনই কি দ্বীনের পানে ফেরা বলে গণ্য হবে? দ্বীন বলছে, 'কাফিরের মোকাবেলায় কোন মুসলিমকে হত্যা করা যাবে না'; কিন্তু মাযহাব বলছে, 'তার বদলে তাকে হত্যা করা হবে'।

অনুরূপভাবে ঐ একই লেখক তার উক্ত একই লেখার মধ্যে বলেছেন, কোন মুসলিম কোন যিম্মী অমুসলিমকে ভুলক্রমে হত্যা করলে তার দিয়াত বা রক্তপণ কি হবে? তারপর লিখেছেন, মুসলিমের দিয়াত আর তার দিয়াত এক সমান। কানূন বা বিধিবদ্ধ আইনও যেই মাযহাবের উপর নির্ভরশীল তার অনুসরণে এই একই কথা বলেছে। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, دِيَةُ عَقْلِ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ عَقْلِ الْمُؤْمِنِ 'কাফিরের দিয়াত মুসলিমের দিয়াতের অর্ধেক'।[৯]

এক্ষেত্রে কি তবে আমরা মাযহাবের কথাকেই কানূন বানিয়ে নেব, নাকি তার বিপরীতে হাদীছের কথাকে?

বস্তুত দ্বীনে ফেরা অর্থ কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফেরা। কেননা সকল ইমামের ঐক্যমতে কুরআন ও সুন্নাহই দ্বীন। এই দ্বীনই পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও ভুল পথে আটকে পড়া থেকে মুক্ত। এজন্যই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا: كِتَابَ اللهِ وَسُنَّتِي، وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ 'আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি। এই দু'টির উপরে থাকলে পরবর্তীতে তোমরা কখনই পথ হারাবে না। তা হ'ল: আল্লাহর কিতাব এবং আমার সুন্নাহ। আর এরা দু'টো কখনই বিচ্ছিন্ন হবে না, যে পর্যন্ত না এরা হাওযের ধারে আমার সাথে মিলিত হবে'।[১০]

আমরা এ পুস্তিকায় এমন কিছু উদাহরণ পেশ করেছি যাতে প্রমাণিত হয় যে, বর্তমানকালের আলেম বা বিদ্বানদের উপর কেবল দ্বীনের উল্লিখিত দু'টি মূল উৎস তথা কুরআন ও সুন্নাহ থেকে দ্বীন বুঝা ফরয। এর ফলে আল্লাহ যা হারাম করেছেন তাকে আল্লাহ কর্তৃক মুবাহ করার দাবী তুলে মুসলমানরা হারামকে হালাল করার দোষে দুষ্ট হবে না।

এবার দ্বীনে ফেরা নিয়ে আমার শেষ কথা :

যখন আমরা মহান আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে ইযযত লাভের আকাঙ্ক্ষা করব, আমাদের উপর চেপে বসা লাঞ্ছনা ও দুর্গতি থেকে রেহাই পেতে চাইব এবং শত্রুর বিরুদ্ধে আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্তির প্রত্যাশা করব তখন শুধু চিন্তা-চেতনা ও বোধ-বুদ্ধির পরিশোধন এবং দ্বীনী বিদ্যায় পারদর্শী আলেম-ওলামা ও বিশেষ ফিক্বহশাস্ত্রের (তুলনামূলক ফিক্বহ শাস্ত্রের) বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক ইমামদের সঠিক মতামতসমূহ শারঈ দলীলাদির আলোকে জনগণের সামনে তুলে ধরাই যথেষ্ট হবে না, বরং এখানে চিন্তা-চেতনা ও বোধ-বুদ্ধির পরিশোধনের সাথে আরও একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস লাগবে। তা হ'ল আমল। কেননা ইলম বা বিদ্যা হ'ল আমলের মাধ্যম। সুতরাং কোন মানুষ বিদ্যা অর্জন করলেও এবং তার বিদ্যা খাঁটি ও নির্ভেজাল হ'লেও যদি সে তদনুযায়ী আমল না করে তাহ'লে স্বতঃসিদ্ধভাবেই বলা যায় যে, এই বিদ্যা কোন ফল বয়ে আনবে না। সুতরাং বিদ্যার সাথে আমলকে অবশ্যই যোগ করতে হবে।

এভাবে যে নতুন মুসলিম প্রজন্ম গড়ে উঠবে তাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে সাব্যস্ত বিধি-বিধানের আলোকে তারবিয়াত বা প্রশিক্ষণের দায়িত্ব অবশ্যই দ্বীনী আলেমদের নিতে হবে। জনগণ বংশ পরম্পরায় যে বিবেচনা-বোধ ও ভুলের উপর রয়েছে তার উপর তাদের থাকতে দেওয়া আমাদের জন্য জায়েয হবে না। তাদের সে সকল বিবেচনা-বোধ ও ভুলের কিছু তো সকল ইমামের ঐক্যমতে নিশ্চিতই বাতিল, আবার কিছু আছে মতভেদপূর্ণ এবং তাতে যুক্তি, ইজতিহাদ ও রায়ের দখল রয়েছে। আর এই রায় ও ইজতিহাদের কিছু আবার সুন্নাহর পরিপন্থী।

৮. *বুখারী হা/৩০৪৭; মিশকাত হা/৩৪৬১; ইরওয়া হা/২২০৯।*
৯. *তিরমিযী হা/১৪১৩; ছহীহুল জামে' হা/৩৩৯৭।*
১০. *হাকেম হা/৩১৯; ছহীহুল জামে' হা/২৯৩৭।*

সুতরাং এই বিষয়গুলো পরিশোধন এবং সেই পরিশোধিত পথে চলা যে ফরয, তা পরিষ্কারভাবে ফুটিয়ে তোলার পর নতুন প্রজন্মকে অবশ্যই এই ছহীহ ইলম বা বিদ্যার ভিত্তিতে তারবিয়াত করতে হবে। এই তারবিয়াতই হবে তাই যা আমাদের জন্য একটি পরিচ্ছন্ন বা নির্ভেজাল ইসলামী সমাজ উপহার দিবে। তার পরেই না আমাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হবে ইসলামী হুকুমত বা রাষ্ট্র।

আমার বিশ্বাস মতে এই দু'টি আবশ্যিক বিষয় তথা 'ছহীহ ইলম' এবং 'ছহীহ ইলমের ভিত্তিতে ছহীহ তারবিয়াত' না হ'লে 'ইসলামী সমাজের নকশা' বা 'ইসলামী প্রশাসন' বা 'ইসলামী রাষ্ট্র' যাই বলি না কেন তা কায়েম হওয়া সম্ভব নয়।

ছহীহ ইলমের ভিত্তিতে ছহীহ তারবিয়াত যে কতখানি আবশ্যক আমি তার একটা উদাহরণ টানছি: আমাদের সিরিয়াতে একটা ইসলামী দল আছে যারা চায় ইসলামের জন্য কাজ করতে, ইসলামী জাগরণ ঘটাতে এবং নিজেদেরকে ও নতুন প্রজন্মকে ইসলাম মুতাবেক প্রতিপালন করতে। কিন্তু আমাদের অনুভবে ধরা পড়ে, এই সংস্কারকামীদের বেশীর ভাগেরই ইতিপূর্বে আমাদের উল্লেখিত নিরাপদ ও ছহীহ ধারায় ইসলামের ব্যাপক অধ্যয়ন নেই। তাদের জন্য এ অধ্যয়ন অত্যন্ত যরূরী। এই দলের অনেক মুসলিম যুবককে দেখি, তারা জুম'আর রাতে রাত জাগার জন্য জমায়েত হওয়ার জন্য একে অপরকে আহ্বান জানায়। আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও ইবাদতের জন্য পারস্পরিক এ আহ্বান নিঃসন্দেহে খুবই সুন্দর। কিন্তু যেহেতু তারা সুন্নাত অধ্যয়ন করেনি, সুন্নাত বোঝেনি এবং বুদ্ধি-বিবেচনা হওয়ার পর থেকে তারা এমন কোন বংশধারা পায়নি যারা তাদেরকে বাল্যকাল থেকে সুন্নাহ ভিত্তিক প্রতিপালন করতে পারে, সেহেতু একাজ করতে গিয়ে তারা সুন্নাতের বিরুদ্ধাচরণ করে বসেছে। এ বিষয়ে আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর একটি হাদীছের প্রতি ইঙ্গিত করছি। তিনি বলেছেন, لاَ تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِى وَلاَ تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ 'রাত্রিকালে ছালাত আদায়ের জন্য তোমরা রাতগুলো থেকে জুম'আর রাতকে নির্দিষ্ট কর না এবং (দিবাভাগে) ছিয়াম পালনের জন্য দিনগুলো থেকে জুম'আর দিনকে নির্দিষ্ট কর না'।[১১] বুঝে দেখুন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যেখানে আমাদেরকে জুম'আর রাত ইবাদতে জেগে কাটাতে নিষেধ করলেন সেখানে কিভাবে আমরা তার অন্যথা করছি? এর কারণ, আমাদের বিষয়টি মোটেও জানা নেই। কিন্তু আলেমদের তো বলা দরকার ছিল যে, এ রাতে ইবাদতের জন্য জাগরণ জায়েয নেই। একটু আগে উল্লেখিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ তার প্রমাণ।

প্রিয় পাঠক! আপনি এই ভালমনা যুবকদের অন্য এক গ্রুপকে পাবেন, তারা গান-বাজনা শোনা ও বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারকে হালাল গণ্য করে। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার নিষেধ করেছেন। গীত-বাদ্য শুনতে সাবধান করেছেন এবং যারা অসার ক্রীড়া-কৌতুকে মেতে থাকে ও গীতবাদ্য শোনে তাদের বানর-শূকরে রূপান্তরিত হওয়ার হুমকি দিয়েছেন বলে এই নতুন মুসলিম প্রজন্মকে কোন সার্বিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়নি।[১২]

এই নতুন প্রজন্মকে কোনটা জায়েয, আর কোনটা নাজায়েয তা শেখানো হয়নি এবং সেভাবে গড়ে তোলা হয়নি। তারা অনেক ধরনের মতামত পায় এবং সুবিধামত একটা মানে। উদাহরণস্বরূপ গান মুবাহ হওয়া সম্পর্কে ইমাম ইবনু হাযম (রহঃ)-এর একটি পুস্তিকা আছে। দ্রুতই এ পুস্তিকা ছাপা হচ্ছে এবং জনগণের মাঝে ছড়িয়ে পড়ছে। ফলে পুস্তিকাটি তাদের খেয়াল-খুশীর সাথে একাকার হয়ে যাচ্ছে। কিছু সংস্কারক ও সংশোধনকামী তো এ কথাও বলে থাকেন যে, ইনি তো যুগ যুগ ধরে ইমাম পদে বরিত এবং তাঁর এ ধরনের একটি মত রয়েছে। কাজেই আমরা গীত-বাদ্য শুনতে তাঁর তাক্বলীদ ও অনুসরণ করব। বিশেষত যখন এ মুছীবত ব্যাপক রূপ লাভ করেছে। বুঝুন! অবস্থা এমন হ'লে সুন্নাতের স্থান দাঁড়ালো কোথায়? সুন্নাতের তো তাহ'লে একেবারেই দফারফা হয়ে গেল!

যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের উপর ঘাঁটি গেড়ে বসা লাঞ্ছনার চিকিৎসা 'দ্বীনে ফেরা' নির্ধারণ করেছেন, তখন আমাদের উপর ফরয হয়ে দাঁড়িয়েছে আলেমদের মাধ্যমে কুরআন ও সুন্নাহ মাফিক ছহীহ-শুদ্ধভাবে দ্বীন বুঝা এবং আমাদে নেককার ও পবিত্র নতুন বংশধরদের ছহীহ-শুদ্ধ দ্বীনের উপর লালন-পালন করা। প্রত্যেক মুসলমান যে সমস্যা নিয়ে নিরন্তর অনুযোগ করে তা থেকে মুক্তির এটাই পথ।

আমার খুব পসন্দের একটি বাক্য, বস্তুত যেন তা আমার বলা সকল কথার সার কথা, যা কিনা বর্তমান যুগের জনৈক সংস্কারকের উক্তি, আমার মনে বলে এ যেন আসমানী অহী, তা হ'ল, أَقِيمُوا دَوْلَةَ الإِسْلاَمِ فِي قُلُوبِكُمْ، تُقَمْ لَكُمْ فِي أَرْضِكُمْ- 'তোমরা তোমাদের হৃদয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা কর, তোমাদের জনপদে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে'।

আমাদের অবশ্যই দ্বীন ইসলামের ভিত্তিতে যেমন করে আমরা উল্লেখ করেছি তেমন করে আমাদের মনের সংশোধন করতে হবে। নিশ্চয়ই তা অজ্ঞতার ভিত্তিতে হবে না, বরং হবে ইলমের ভিত্তিতে। এমনি করে এক সময় আমাদের এই দেশে ইসলামী হুকুমত কায়েম হবে।

উপসংহারে বলব, এই মহতী উদ্যোগ বাস্তবায়নে যারাই শরীক হবেন তারা এবং ইসলামী বিশেষজ্ঞগণ যেন ইসলামের বর্ণনা কুরআন ও সুন্নাহতে যেভাবে এসেছে ঠিক সেভাবে বর্ণনা করেন এবং নতুন বংশধরদের তদনুযায়ী প্রতিপালন করতে এগিয়ে আসেন। সেই সঙ্গে যেন বাড়িয়ে দেন সর্বাত্মক সহযোগিতার হাত। এ হ'ল উপদেশ। আর উপদেশ মুমিনদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে।

---

১১. *মুসলিম হা/১১৪৪; মিশকাত হা/২০৫২; ছহীহুল জামে' হা/৭২৫৪।*

১২. *ছহীহাহ হা/৯১।*

বৃদ্ধাশ্রম : মানবতার কলঙ্কিত কারাগার

*মুহাম্মাদ খায়রুল ইসলাম**

(শেষ কিস্তি)

গল্পের মাধ্যমে শিক্ষা :

যে বাবা-মা একসময়ে নিজে না খেয়ে সন্তানকে মুখে তুলে খাইয়ে দিতেন, তারা আজ কোথায়, কেমন আছেন, সেই খবর নেয়ার সময় যার নেই, তার নিজের সন্তানও হয়তো একদিন তার সঙ্গে এমনই আচরণ করবে। বিভিন্ন উৎসবে, যেমন ঈদের দিনেও যখন তারা তাদের সন্তানদের কাছে পান না, সন্তানের কাছ থেকে একটি ফোনও পান না, তখন অনেকেই নীরবে অশ্রুপাত করেন আর দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন।

আমাদের মনে রাখা উচিত যে, আজ যিনি সন্তান, তিনিই আগামী দিনের বাবা কিংবা মা। বৃদ্ধ বয়সে এসে মা-বাবারা যেহেতু শিশুদের মতো কোমলমতি হয়ে যান, তাই তাদের জন্য সুন্দর জীবনযাপনের পরিবেশ তৈরি করাই সন্তানের কর্তব্য। কোন পিতা-মাতার ঠিকানা যেন বৃদ্ধাশ্রম না হয়, সে ব্যাপারে আমাদের দায়িত্বশীল ও আন্তরিক হ'তে হবে। প্রত্যেক বাবা-মার জন্য তৈরি করতে হবে একটি নিরাপদ ও সুন্দর আশ্রয়। প্রতিটি বাড়ি যেন হয় উন্নত মানের বৃদ্ধাশ্রম। পত্রিকার পাতায় চোখ রাখলে দেখা যায়, বৃদ্ধাশ্রম থেকে বৃদ্ধ মা-বাবার চিঠি তার ব্যস্ত সন্তানদের কাছে। হাযারো আবেগ অভিমানের চিঠি পড়লে চোখে পানি এসে যায়। তারপরও সন্তানদের একটু সময় হয় না সেই চিঠিগুলোর উত্তর লেখার। হয়তো চিঠির উত্তরের অপেক্ষায় থেকেই অনেক বৃদ্ধ বাবা-মা পৃথিবীর হিসাব-নিকাশের খাতাটা বন্ধ করে পরপারে পাড়ি জমান। হয়ত এক সময়ে সন্তান ভুল বুঝতে পারবে কিন্তু তখন আর কোন উপায় থাকবে না। তাই নিম্নে কিছু গল্প সংযোজন করা হ'ল।-

(১) এক বৃদ্ধা মা তার ছেলে, ছেলের বউ ও ছয় বছরের এক নাতীর সাথে বসবাস করত। বৃদ্ধা মা খুবই দুর্বল ছিলেন। তিনি ঠিকভাবে হাঁটতে পারতেন না, চোখে কম দেখতেন, তার হাত কাঁপতো, ঠিক মতো কিছু ধরতে পারতেন না। পরিবারের সকলে যখন একসাথে খেতে বসতেন তখন প্রায়ই কোন না কোন অঘটন ঘটে যেত। কোন দিন হাত কাঁপতে কাঁপতে দুধের গ্লাস ফেলে টেবিল নষ্ট করতেন, আবার কোনদিন ফ্লোরে তরকারী ফেলে দিতেন। প্রতিদিন খাওয়ার সময় এরকম ঝামেলা হওয়ায় ছেলে তার মায়ের জন্য আলাদা টেবিল বানিয়ে ঘরের কোণায় সেট করে দিল। বৃদ্ধা মা সেখানে একা বসে খেতেন আর একা একা চোখের পানি ফেলতেন। ছোট নাতীটি এসব নীরবে দেখছিল। একদিন বৃদ্ধা মা কাঁচের প্লেট ভেঙ্গে ফেললেন। এজন্য ছেলেটি তার মাকে একটি কাঠের প্লেট বানিয়ে দিল।

একদিন বিকেলে বৃদ্ধার ছেলেটি দেখল তার বাচ্চা ছেলেটি কাঠের টুকরা দিয়ে কি যেন বানাতে চাচ্ছে। বাবা তার ছেলের কাছে জানতে চাইল, বাবা কি করছো? তখন শিশুটি বলল, আমি একটি টেবিল ও কাঠের প্লেট বানাচ্ছি। যখন আম্মু বুড়ো হবে তখন কিসে খাবে! তাই আগে থেকেই বানিয়ে রাখছি। একথা শুনে ছেলে তার ভুল বুঝতে পারল যে, বৃদ্ধ হ'লে তার সন্তানও তার সাথে এমন আচরণ করবে। তাই সে তার স্ত্রীকে বলল, এখন থেকে আমরা দু'জন প্রতিদিন মাকে খাওয়ায়ে তারপর খাব। প্রতিদিনের মতো খাবারের সময় হ'ল, ছেলে মাকে আনতে মায়ের বিছানায় গেল। কিন্তু গিয়ে দেখল, তার গর্ভধারিনী মা ইহকাল পাড়ি দিয়ে পরপারে চলে গেছেন (ইন্নালিল্লাহ)। তাদের আর ভাগ্যে হ'ল না একত্রে বসার।

(২) ম্যানেজার আবু শরীফ একটি গল্প শুনালেন। তিনি বলেন, জনৈক ছেলে তার বৃদ্ধা মাকে বাড়ির বোঝা মনে করে ঝাকায় করে এক জঙ্গলে২২র ধারে ফেলে দিয়ে আসল। সেখান থেকে এসে হাতের ঝাকাটা ফেলে দেওয়ার জন্য পাশের নর্দমার দিকে যাচ্ছিল। তার ছোট্ট ছেলে বলল, বাবা ওটা নিয়ে কোথায় যাচ্ছ? বাবা বলল, এটার কাজ শেষ হয়েছে তাই ফেলে দিতে যাচ্ছি। ছেলে বলল, না বাবা ওটা ফেলে দিও না বরং যত্ন করে রেখে দাও। তোমরা বৃদ্ধ হ'লে তো ওটা আমার লাগবে। কথা শুনে লোকটি হতভম্ব হয়ে গেল এবং বুঝতে পারল যে, আমরাও বৃদ্ধ হ'লে হ'তে পারে এমন অবস্থা। তাই দৌঁড়ে গিয়ে সযত্নে মাকে বাসায় ফিরিয়ে আনল।

(৩) অসহায় মা তার একমাত্র পুত্রকে নিয়ে বাস করেন শহরে। ছেলে জ্ঞানবুদ্ধি হওয়া অবধি দেখে আসছে তার মায়ের একটা চোখ নেই। এজন্য মাকে দেখতে কুৎসিত দেখায়। এ নিয়ে স্কুলে তার বন্ধুরা হাসাহাসি করে। একদিন মা স্কুলের পাশ দিয়ে কোথাও যাওয়ার সময়, ছেলেকে দেখতে স্কুলে গেলেন। ছেলে লজ্জায় অন্ধ মায়ের সাথে দেখা করতে এল না। মা কিছু না বলে ফিরে এলেন। ছেলে এক সময় বড় হ'ল। পড়ালেখা শেষ করে চাকুরি নিল। বিয়ে শাদী করে আলাদা হয়ে গেল। মায়ের সাথে আর কোন যোগাযোগ রাখল না। খোঁজ-খবরও নিল না। অনেক দিন পর ছেলে তার স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রদের পুনর্মিলনীর দাওয়াত পেয়ে আসল। কি মনে করে সে আগের এলাকা দেখতে এলো। এই ফাঁকে মা কেমন আছে সেটাও দেখা হয়ে যাবে। যে ভাড়া বাড়িতে মা থাকতেন সেখানে এসে দেখল, এখন সেই বাড়িতে অন্য ভাড়াটিয়া থাকে। পাশের বাড়ির মায়ের বয়সী এক মহিলা ছেলেটিকে দেখে বের হ'লেন। ছেলেটিকে একটি চিঠি দিয়ে বললেন, এটা তোমার মা মারা যাওয়ার আগে তোমাকে দিতে বলে গেছেন। চিঠিটাতে লেখা ছিল,

'বাবা! আমি জানি আমার একটা চোখ না থাকাতে আমাকে ভারি কুৎসিত দেখাতো। সেজন্য অন্যদের মতো তুমিও আমাকে পসন্দ করতে না। আমার চোখ না থাকার কারণটা জানলে নিশ্চয়ই তুমি আর আমাকে ঘৃণা করতে পারতে না। তুমি তখন ছোট। তোমার আব্বা, আমি আর তুমি অন্য এক

* *শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

www.at-tahreek.com

শহরে থাকতাম। একদিন এক গাড়ি দুর্ঘটনায় তোমার আব্বা মারা যান। আমিও গুরুতর আহত হই। আর তোমার একটা চোখ একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। তখন আমার একটি চোখ তোমাকে দিয়ে দিই। এরপর আমরা এই শহরে চলে আসি। এই ঘটনা আর কেউ জানে না, আমি আর কাউকে বলিনি।

হায়! এমনই হয় মায়ের নিঃস্বার্থ ভালোবাসা। এতো একটি উদাহরণ মাত্র। মায়ের ভালোবাসা সন্তানের জন্য হাযারগুণ বেশী। এমন মাকেও মানুষ ভুলে যায়। বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসে। হায় মানবতা! হায়রে মানুষ!! আমরা কেন বুঝি না, আজকের যুবক ক'দিন পরেই বার্ধক্যে পা দেবে। এটাই জীবনের ধর্ম। আমি কি ভেবে দেখেছি, আমি বৃদ্ধ হ'লে আমার আশ্রয় কোথায় হবে, যখন আমি আমার মা-বাবাকে বৃদ্ধাশ্রমে ফেলে রেখেছি। তাই বৃদ্ধাশ্রম নয়, পরিবারই হোক আমাদের সবার ঠিকানা।

(৪) বাবা তার ছোট মেয়েকে নিয়ে গ্রামের নদীর উপর তৈরী বাঁশের সাঁকো পার হচ্ছিলেন। মেয়ের জন্য বাবা ভয় পাচ্ছিলেন। তিনি মেয়েকে বললেন, 'মা! শক্ত করে আমার হাত ধর'। মেয়ে উত্তর দিল: 'না বাবা, বরং আপনিই আমার হাত ধরুন'। বাবা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমি তোমার হাত ধরা আর তুমি আমার হাত ধরার মধ্যে পার্থক্য কী? তুমি ধরলে যা হবে, আমি ধরলেও তো তাই হবে। মেয়ে বাবাকে বলল, 'অনেক বড় পার্থক্য বাবা! যদি আমি আপনার হাত ধরি এবং সাঁকো পার হ'তে গিয়ে আমার কিছু হয়, তাহ'লে আমি ভয়ে আপনার হাত ছেড়ে দিতে পারি। কিন্তু আপনি যদি আমার হাত ধরেন, আমি নিশ্চিতভাবে জানি যা-ই ঘটুক না কেন, জীবন গেলেও আপনি আমার হাত ছাড়বেন না!

আমরা যে বাবা-মাকে বৃদ্ধাশ্রমে ফেলে রাখছি শৈশবে তারাই কিন্তু ছিলেন আমাদের একমাত্র ভরসাস্থল। গল্পের মেয়েটির মত আমরাও কিন্তু বাবা-মায়ের কোলে নিজেকে সবচেয়ে বেশী নিরাপদ মনে করতাম। আর আজ কি-না আমাদের সেই বাবা-মায়ের ঠিকানা হচ্ছে বৃদ্ধাশ্রম। তারাই আমাদের নিকট সবচেয়ে বেশী অনিরাপদ।

চ) আইনের প্রয়োগ : যে সকল পিতা মাতা সন্তানদের দ্বারা অবহেলিত তাদের ব্যাপারে আইন প্রয়োগ করতে হবে। ২০১৩ সালে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ২৫ পৃষ্ঠা ব্যপী 'পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন'-এর খসড়া উপস্থান করেন। তাতে বিধিমালার বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। এখানে পিতা-মাতা ও সন্তানের কিছু আচরণ বিধি নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন:

পিতা-মাতার আচরণ বিধি :

১) নিজেদের প্রয়োজন ও অনুভূতিগুলো সন্তানদের একত্রিত করে অথবা আলাদাভাবে অবহিত করবেন।

২) উদ্ভূত কোন সঙ্কটের ক্ষেত্রে সন্তানদের সঙ্গে আলোচনা করবেন।

৩) আলোচনায় সঙ্কটের সুরাহা না হ'লে পরিবার, বর্ধিত পরিবারের সদস্য বা স্থানীয় ভরণ-পোষণ সহায়ক কমিটির সহায়তা নেবেন।

৪) পরিবারের সব সদস্যদের প্রতি সমান দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ এবং শিশুসহ সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকার চেষ্টা করবেন।

৫) নিজস্ব স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ সুরক্ষার চেষ্টা করবেন।

৬) নিজের ভবিষ্যৎ সুরক্ষার জন্য সঞ্চয় করবেন।

৭) নিজ নিজ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এবং নৈতিকতা বিষয়ক শিক্ষা সন্তান ও পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরবেন।

৮) শারীরিক সামর্থ্য অনুযায়ী নিজেদের সেবা-যত্ন নিজেরাই নেওয়ার চেষ্টা করবেন।

৯) কোন প্রয়োজন সন্তান যদি তাৎক্ষণিকভাবে মেটাতে না পারে বা দেরি হ'লে যথাসম্ভব ধৈর্য্য ধারণ করবেন।

সন্তানের আচরণ বিধি:

১) পিতা-মাতার সঙ্গে সব সময় মর্যাদাপূর্ণ আচরণ ও যত্নসহকারে দেখভাল করতে হবে।

২) পিতা-মাতার মতামতকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে।

৩) পিতা-মাতার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যগত বিষয়ে বিশেষ ভাবে খেয়াল রাখতে হবে এবং প্রয়োজনীয় সেবা-শুশ্রূষা, পথ্য ও অন্যান্য উপকরণ যথাসম্ভব দ্রুত সরবরাহ করবে।

৪) পিতা-মাতার নিজস্ব সম্পদ বিনষ্ট করবে না এবং পিতা-মাতার আইনানুগ অধিকার সমুন্নত রাখবে।

৫) পিতা-মাতার অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাকে কাজে লাগানোর সুযোগ নিশ্চিত করবে।

৬) ছলচাতুরির মাধ্যমে পিতা-মাতার সম্পদের যথেচ্ছা ব্যবহার করবে না।

৭) পিতামাতার সম্পদে অন্য উত্তরাধিকারদের অংশ আত্মসাতের চেষ্টা করবে না।

৮) পিতা-মাতার নিজস্ব সম্পদ না থাকলে তাদের দোষারোপ করবে না।

৯) পিতা-মাতার সুনাম, মর্যাদা ও পারিবারিক ঐতিহ্য বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকবে।

১০) আয়-রোজগারের সক্ষমতা অনুসারে পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ ও ভবিষ্যৎ সুরক্ষার লক্ষ্যে আপদকালীন সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করবে।

১১) পিতা-মাতার নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করবে।

এছাড়াও পিতা-মাতার অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা সেবার যথাযথ ব্যবস্থা নিতে বাধ্য থাকবে। অন্যথায় পিতামাতা প্রশাসন বরাবর লিখিত অভিযোগ জানালে উপযুক্ত প্রক্রিয়া গ্রহণ করে ৩০ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।[১]

পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ বাধ্যতামূলক বিল পাশ করেছে সংসদে। তাদেরকে ভরণ-পোষণ না করলে দুই লাখ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে দুই মাস জেল। এ ধরনের অপরাধ

১. *http://www.sharebusiness 24.com;* ৭ই জুলাই, ২০১৮।

যামীন অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। বর্ণিত বিলের আইন অনুযায়ী বাবা-মা আলাদা বসবাস করলে সন্তানের আয়ের ১০% বাবা-মাকে দিতে হবে। পত্রিকায় প্রকাশ শুধু বাংলাদেশে নয় ভারতের অর্থমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের আইনে উল্লেখ করেছেন, যেসব সরকারী কর্মচারীরা মা-বাবার দেখাশুনার ভার না নিবে তাদের বেতনের একটা অংশ কেটে নিয়ে তাদের পিতা-মাতার ব্যয়ভার বহন করা হবে।[২] কোন পরিচিত জনের দ্বারা পিতা-মাতার অবহেলার সংবাদ পেলে তাকে আইনের ব্যাপারে অবহিত করতে হবে এতে কাজ না হ'লে আইন বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে। আইনটি বেশি বেশি বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে, ফেইসবুকে শেয়ার করে গণ সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। বার্ধক্য ও প্রবীণদের সেবা বিষয়ক পোষ্টার, লিফলেট, সাময়িকী, জার্নাল, বই, পত্রিকা, গবেষণা প্রতিবেদন ইত্যাদি মুদ্রণ, প্রকাশ ও বিতরণ করতে হবে। বার্ধক্যবিষয়ক পরামর্শ সভা, ওয়ার্কশপ, সেমিনার, সম্মেলন ও সমাবেশের আয়োজন করতে হবে।

বৃদ্ধাশ্রমের প্রয়োজনীয়তা :

বাংলাদেশে ষাট বছরের বেশি বয়সী মানুষের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এর অধিকাংশই মহিলা তথা জননী 'যার পদতলেই সন্তানের জান্নাত'। আমাদের গড় আয়ু বেড়ে এখন ৭২ বছর ৩ মাস ১৮ দিন। মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮ শতাংশ প্রবীণ।[৩] দৈনিক কালের কণ্ঠের এক জরিপে দেখা গেছে বাংলাদেশের শতকরা ৮৮ ভাগ প্রবীণেরই কোন না কোন সন্তান বাইরে থাকে। এদের সাথে পিতামাতার যোগাযোগ খুব কম হয়। বাংলাদেশের শতকরা ২০ জন হয় একাকী থাকেন, না হয় বৃদ্ধ স্বামী-স্ত্রী এক সঙ্গে থাকেন। এদের দরিদ্র প্রবীণদের সংখ্যা শতকরা ৩৭ জন।[৪] সামাজিক-পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা বৃদ্ধির ফলে তাঁদের জন্য ছোট হয়ে আসছে পৃথিবী। বাস্তবে এসব জননীকুলের অনেকের অবস্থা খুবই অসহায়, সন্তান পরিত্যক্তা। আমাদের বহুমুখী কর্মব্যস্ততায় পারস্পরিক দায়বদ্ধতা লোপ পাচ্ছে, আর মা-বাবা তথা প্রিয়জনের প্রতি বাড়ছে উপেক্ষা। সংসারের শতসহস্র সহযোগিতা, উপকার, মায়া-মমতা, ভালবাসা, স্নেহ-সম্মান ভরা কোলাহলযুক্ত পরিবেশ যখন প্রতিকুলতার স্রোতে ভেসে চলে তখন তার পরিণতি হয় চরম দুঃখজনক ও লজ্জাকর। এমন পরিস্থিতিতে একজন মা-বাবা ঠাঁই হারায় নিজ পরিবারের নিকট থেকে। তার উপায় হয় বৃদ্ধাশ্রম নামক করাগারে। আমরা একসময় এটা আপত্তিকর ও আতঙ্কের স্থান মনে করতাম। এখন কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। যখন গণমাধ্যমে হাইলাইট হয় 'মেয়ে তীব্র শীতেই অমানবিকভাবে বাড়ি থেকে বের করে দিল মা-বাবাকে।[৫] 'মাকে রেল স্টেশনে ফেলে গেলেন বিসিএস কর্মকর্তা ছেলে'।[৬] 'ছেলে মেয়ে অস্ট্রেলিয়া আর মায়ের জায়গা বৃদ্ধাশ্রমে'।[৭] 'জমি লিখে নিয়ে বৃদ্ধা মাকে তাড়িয়ে দিল ছেলে'।[৮] 'গৌরনদী উপজেলার টরকী বাস স্ট্যান্ডে রাস্তার ধারে মাকে ফেলে রেখে পালিয়ে যায় কুমিল্লার দুই কুলাঙ্গার সন্তান'।[৯] 'মা শ্যামলীকে সিরাজগঞ্জ স্টেশনে ফেলে রেখে পালিয়েছে ছেলে মেয়েরা'।[১০] ভরণ-পোষণের দায়িত্ব কেউ না নিয়ে পুত্র ও পুত্রবধু মিলে বাঁশবাগানের ভিতর ফেলে রাখে ৮৬ বছর বয়সী মা হুজলা বেগমকে'।[১১] ইত্যাদি লোমহর্ষক হেড লাইন দেখে মনে হয় বৃদ্ধাশ্রমের প্রয়োজনীয়তা হাসপাতালের মতই বরং তার চেয়েও বেশী।

এছাড়াও নিঃশ্ব, একাকী, পরিবারের স্বজনহারাদের ঠাঁই পেতেও বৃদ্ধাশ্রমের প্রয়োজন রয়েছে। যেমন উন্নত পশ্চিমাবিশ্বে বৃদ্ধাশ্রম আছে। সেগুলোতে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের লালন-পালন করা হয়। সার্বিক সেবা প্রদান করা হয়। কারণ পাশ্চাত্য দেশসমূহে ছেলে-মেয়ের বয়স ১৮ পেরিয়ে যাবার পর পিতা-মাতার সঙ্গে থাকার বা সম্পর্ক রাখার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। উপার্জন করে সে অর্থ পিতা-মাতাকে দেয়ার কোন বাধ্য বাধকতা নেই। কেউ তার মা-বাবার সঙ্গে থাকলে কিংবা টাকা-পয়সা দিলে দিতে পারে। এটা তার একান্ত নিজস্ব ব্যাপার। ফলে সেখানকার প্রবীণরা জীবনের এক পর্যায়ে এসে চরম হতাশা ও অসহায়ত্বের শিকার হন। এ কারণেই বৃদ্ধাশ্রমের উদ্ভব ও ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা ব্যাপক। যাদের কেউ নেই, কোন স্বজন নেই, তাদের জন্য বৃদ্ধাশ্রম কাম্য ও প্রত্যাশিত।

বৃদ্ধাশ্রমের পরিবেশ :

চারিদিকে অসংখ্য গাছ-বৃক্ষে আবৃত্ত ছায়ায় ঘেরা, মায়ায় ভরা গাযীপুরের বৃদ্ধ পুনর্বাসন কেদ্রে অভাব নেই কোন কিছুর। একশত বিঘা জমির উপর প্রতিষ্ঠিত এই কেন্দ্রটিতে রয়েছে উপযুক্ত খাবার, নিজস্ব পুকুরের মাছ, ফলজ বৃক্ষরাজী, চিকিৎসা, বিনোদন, বিশ্রামাগার, ইবাদতখানাসহ সকল প্রকার ব্যবস্থা। নিরাপত্তা প্রাচীরসহ বারশত লোক থাকার মত মহিলা পুরুষের আলাদা ভবন। পরিচ্ছন্ন কক্ষগুলোতে সারি সারি সাজানো আছে সিঙ্গেল খাট। বারান্দায় পাতা আছে এক সারি করে বেঞ্চ। সকল স্তরে সহযোগিতায় রয়েছে প্রয়োজনীয় কর্মকর্তা-কর্মচারী। সকল কিছুর ব্যয়ভার বহন করেন প্রতিষ্ঠাতা মুকুল চৌধুরী। এসব জায়গায় সকল কিছু পর্যাপ্ত থাকলেও শুধু অভাব মা-বাবা বা দাদা-দাদী বলে ডাকার মত একজন খোকা-খুকির। যার জন্য তারা এই সময়টা প্রবল মানসিক যন্ত্রণা ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে অতিবাহিত করেন।

---

২ *আলোকিত বাংলাদেশ, ১৭ ডিসেম্বর ২০১৭।*
৩. *ইনকিলাব, ২৮ জুন '১৯।*
৪. *কালের কণ্ঠ, ১৭ মে ২০১৭।*
৫. *যমুনা টিভি, ৬ জানুয়ারী ১৮।*
৬. *কালের কণ্ঠ, ১ এপ্রিল ১৮।*
৭. *স্বাধীন বাংলা, ২৭ নভেম্বর ১৭।*
৮. *দৈনিক যুগান্তর ৮ আগস্ট ১৭।*
৯. *দৈনিক ইত্তেফাক, ৯ ফেব্রুয়ারী ১৪।*
১০. *নতুন সময় টিভি, ২৯ এপ্রিল ১৯।*
১১. *নয়াদিগন্ত ২৮/০৯/২০১৮।*

মাসিক আত-তাহরীক জানুয়ারী ২০২০ ২৩তম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

কেমন হওয়া উচিৎ বৃদ্ধাশ্রম :

১) শতভাগ সেবামূলক : অনেক সময় শোনা যায় বৃদ্ধাশ্রমে নানা ধরনের কষ্টের শিকার হয় প্রবীণরা। খাবারের মান খারাপ, বাসস্থান খারাপ, সুচিকিৎসার অভাবসহ নানা রকম সমস্যায় ভোগেন বৃদ্ধরা। বিশেষ করে সরকারী আশ্রমগুলোতে সমস্যা প্রচুর বলে জানা যায়। তারপরও আশ্রম ওয়ালারা হয় তো শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শন করে। কিন্তু তাদের প্রদর্শিত ভালবাসা প্রবীণদের কাছে পরম কাম্য নয়। কারণ ওরা আপন নয়, ওরা পর। এরা যা প্রদর্শন করে তা কৃত্রিম। খাঁটি ও প্রাণোৎসারিত নয়। স্বজনদের ভালবাসাই তাদের কাম্য। বৃদ্ধাশ্রম শুরু থেকেই একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। তাই বৃদ্ধাশ্রম গুলো যেন শতভাগ সেবামূলক হয় সেদিকে গুরুত্ব দিতে হবে। ব্যবসায়ী মনোভাব কিংবা দায়সারাভাব যেন বৃদ্ধাশ্রমের এ সেবামূলক কাজের স্বাতন্ত্র্য বিনষ্ট না করে দেয়।

বৃদ্ধাশ্রম যেহেতু বৃদ্ধ ও অসহায় মানুষের আশ্রয়স্থল, তাই সেবক-সেবিকারা যেন তাদের সাথে মমতা ও সহমর্মিতাপূর্ণ আচরণ করেন সে বিষয়টিও নিশ্চিত করতে হবে। আসলে আমরা যদি এভাবে চিন্তা করি, এখানে যারা অবহেলিত হয়ে এসেছেন তারা তো অবশ্যই কোন না কোন সন্তানের পিতা-মাতা। আর আমরা যারা এখানে বৃদ্ধাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছি কিংবা বৃদ্ধাশ্রমে সেবার কাজে নিয়োজিত আছি আমরাও কিন্তু পিতা-মাতারই সন্তান। তাদের সাথে সন্তানসুলভ আচরণ করা এ শুধু সৌজন্যই নয় বরং মানবতার দাবীও বটে। তাই বৃদ্ধাশ্রমগুলোতে সেবার মান উন্নত হওয়া দরকার।

বৃদ্ধাশ্রম মানবতার কলঙ্কিত কারাগার, বৃদ্ধাশ্রম বৃদ্ধ পিতা-মাতার প্রতি এক নির্মম উপহাস- এ কথাগুলো যেমন সত্য তেমনি একথাও সত্য যে, বৃদ্ধাশ্রম বর্তমান সময়ের এক তিক্ত বাস্তবতা। সামাজিক, মানসিক ও আদর্শিক নানা পরিবর্তনের কারণে বর্তমানে একান্নবর্তী পরিবার বা যৌথ পরিবার ব্যবস্থা ক্রমশই কমে যাচ্ছে। অবহেলিত হচ্ছেন বৃদ্ধ পিতা-মাতা।

এতে করে তারা তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধিকার অর্থাৎ আশ্রয় ও বাসস্থান হারাচ্ছেন। অবশেষে তাদের ঠাঁই নিতে হচ্ছে বৃদ্ধাশ্রমগুলোতে। তাই যারা সমাজের এই তিক্ত বাস্তবতাকে সামনে রেখে অসহায় বৃদ্ধ মানুষদের জন্য নিজের উদ্যোগে, নিজ খরচে বৃদ্ধাশ্রম তৈরি করছেন, ভরণ-পোষণ ও চিকিৎসা সেবা দিয়ে বৃদ্ধদের পাশে দাঁড়াচ্ছেন, তাদের এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসাযোগ্য। এক্ষেত্রেও দ্বীনদার বিত্তবানদের এগিয়ে আসা দরকার। সমাজে অবহেলিত ও অসহায় বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে তাদের জীবনের শেষ দিনগুলোতে একটু ভালবাসা, মায়া-মমতা ও প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করে তারাও হ'তে পারেন অনেক বড় নেকীর অধিকারী। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

'যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের পার্থিব কষ্টসমূহের একটি দূর করে দেয়, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তার একটি কষ্ট দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন অভাবীর অভাবের কষ্ট লাঘব করে, আল্লাহ তা'আলা তার দুনিয়া ও আখেরাতের অভাবের কষ্ট লাঘব করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন। আর আল্লাহ তা'আলা বান্দার সহায়তায় থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সহায়তায় থাকে'।[12]

যারা অবহেলিত ও অসহায় বৃদ্ধদের পিছনে নিজের অর্থ-সম্পদ ও সময় ব্যয় করবে, এই হাদীছের মর্মের ব্যাপকতায় তারাও শামিল হবেন ইনশাআল্লাহ। যারা অসহায় বৃদ্ধদের কিংবা সন্তানদের কাছে অবহেলিত পিতা-মাতার সেবার উদ্দেশ্যে বৃদ্ধাশ্রম প্রতিষ্ঠা করছেন তাদের উচিত, এক সন্তানের কাছে অবহেলিত বাবা-মায়ের শেষ দিনগুলো যেন বৃদ্ধাশ্রমে 'আরেক সন্তানের ঘরে'র মতই কাটে। বৃদ্ধাশ্রমগুলো যেন বাস্তব অর্থেই শেষ সময়ে তাদের আরাম-আয়েশের ভরসাস্থল হয়। সে দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া দরকার।

২) ধর্মীয় পরিবেশ গড়ে তোলা : বৃদ্ধাশ্রমে যারা আসেন তারা যেহেতু জীবনের শেষ সময়টা এখানে কাটান, তাই তাদের এই শেষ সময়টা যেন দ্বীনী পরিবেশে, ইবাদত-বন্দেগীতে ও তওবা-ইস্তেগফারের মাধ্যমেই কাটে সে দিকেও বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। বৃদ্ধাশ্রমে যদি দ্বীনী পরিবেশ কায়েম করা যায় তাহ'লে এর মাধ্যমে তারা আত্মিক প্রশান্তিও লাভ করবেন। আত্মিক প্রশান্তি মানুষকে হতাশা, দুঃখ ও বেদনা থেকে মুক্তি দেয়। মানুষ কষ্টের মাঝেও এক অনাবিল সুখ খুঁজে পায়। এজন্য বৃদ্ধাশ্রমকে যদি দ্বীনী তা'লীম ও ইবাদতের উপযোগী করে তোলা যায় তাহ'লে অন্তত শেষ জীবনে হ'লেও তারা নিজেদেরকে আখেরাতমুখী করে ঈমান-আমল নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে পারবেন। এতো একজন মুসলমানের জন্য মহা সফলতা।

আল্লাহ তা'আলা সূরা নাছরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জীবনের শেষ সময়ে আল্লাহ তা'আলার হামদ ও তাসবীহ এবং বেশী বেশী তওবা-ইস্তেগফারের আদেশ করে উম্মতকে এ শিক্ষা দিয়েছেন, তারা যেন জীবনের শেষ সময়ে বেশী বেশী আল্লাহ তা'আলার হামদ ও তাসবীহ, যিকির-আযকার করেন, ইবাদত-বন্দেগীতে রত থাকেন। আল্লাহ তা'আলার দরবারে বেশী বেশী তওবা-ইস্তেগফার করেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا 'তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা

১২. *ছহীহ মুসলিম, হা/৪৮৬৭।*

www.at-tahreek.com

কর ও তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই তিনি অতি ক্ষমাশীল' *(নাছর ৩)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ 'প্রত্যেক আদম সন্তান ভুলকারী। আর উত্তম ভুলকারী হচ্ছে তওবাকারীগণ'।[১৩] আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ، 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীদেরকে ভালোবাসেন এবং ভালোবাসেন অধিক পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে' *(বাক্বারাহ ২/২২২)*।

বৃদ্ধ বয়সের অশুভ পরিণতি থেকে রক্ষা পেতে নিম্নের দো'আ পাঠ করা যরূরী।- মুস'আব ইবনু সা'দ ও আমর ইবনু মায়মূন হ'তে বর্ণিত, তারা উভয়ে বলেন,

كَانَ سَعْدٌ يُعَلِّمُ بَنِيْهِ هَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا يُعَلِّمُ الْمُكَتِّبُ الْغِلْمَانَ وَيَقُوْلُ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ دُبُرَ الصَّلاَةِ-

'সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) তার সন্তানদেরকে নিম্নোক্ত বাক্যগুলো এমনভাবে শিক্ষা দিতেন, যেমনভাবে মক্তবে শিক্ষক শিশুদেরকে শিক্ষা দেন। আর তিনি বলতেন, রাসূল (ছাঃ) ছালাতের পর এগুলো দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ-

'হে আল্লাহ! তোমার কাছে আমি ভীরুতা হ'তে আশ্রয় চাই, তোমার কাছে কৃপণতা হ'তে আশ্রয় চাই, তোমার কাছে অতি বার্ধক্যে পৌঁছার বয়স হ'তে আশ্রয় চাই এবং তোমার কাছে দুনিয়ার ঝগড়া-বিবাদ ও কবরের শাস্তি হ'তে আশ্রয় চাই।[১৪]

উপসংহার :

বৃদ্ধ বয়সে মা-বাবা শিশুদের মতো হয়ে যান। শিশুসুলভ আচরণ করেন। তারা যেমন করে আমাদেরকে শৈশব থেকে শুরু করে শত ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করে মানুষ করেছেন। আমাদেরও কতর্ব্য সেই মানুষগুলোকে জীবনের শেষ সময়টুকুতে বৃদ্ধাশ্রম নামক কারাগারে না রেখে নিজের কাছে রেখে সেবা করা। মনে রাখা সমীচিন যে, আমরাও একদিন বৃদ্ধ হব। আমরা যদি আমাদের বৃদ্ধ বাবা-মাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসি, আমাদের সন্তানরাও হয়তো একদিন আমাদেরকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসবে। সুতরাং আমাদের উচিত বৃদ্ধ বাবা-মাকে বৃদ্ধাশ্রমে না রেখে নিজেদের কাছে রাখা, তাদেরকে ভালোবাসা, আমাদের শৈশবে তারা যেমনটি করেছিলেন। অতএব বৃদ্ধাশ্রম নয় নিজ আবাসস্থলই হোক মা-বাবার শেষ আশ্রয়স্থল। পিতা-মাতার মত এত অকৃত্রিম বন্ধু ও পরম দয়াবান আর কেউ নেই পৃথিবীতে। অন্যদের বন্ধুত্ব ও দয়ায় কোন স্বার্থ থাকলে থাকতেও পারে; কিন্তু পিতা-মাতার স্নেহ-মায়া ও দান-দয়ায় কোন স্বার্থ নেই। কোন কৃত্রিমতা ও লৌকিকতা নেই। সন্তানের প্রতি তাদের দরদ স্নেহ ও দয়া হয় নিখাঁদ, নির্মল, নিষ্কলুষ ও খাঁটি। সৃষ্টির মধ্যে তাদের মত দরদি আর কেউ থাকার প্রশ্নই আসে না। তারা নিজেদের খাওয়া-পরা, আরাম-আয়েশের চিন্তা না করে সন্তানের খাওয়া-পরা, আরাম-আয়েশের ফিকির করেন। এজন্য পরিশ্রম করেন। জীবনবাজি রাখেন। আমাদের প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসে ও জীবনের পরতে পরতে তাদের এত বিপুল অনুগ্রহ ও অবদান বিদ্যমান, যা কখনো শোধ করা সম্ভব নয়। এর দাবী এটাই যে- আমরা তাদের ভালোবাসব, সম্মান করব, খেদমত করব। আন্তরিকতার সঙ্গে সেবা করব। পবিত্র কুরআন-সুন্নাহও সেবা-যত্ন করে তাদের মন জয় করতে বলেছে। সন্তান তার পিতা-মাতার খেদমত করবে, তাদের ভরণ-পোষণ ও দেখভাল করবে, সম্মান ও শ্রদ্ধা করবে- এটাই স্বভাব ও প্রকৃতির চাহিদা। মানবতার দাবী। ইসলামের বিধান ও স্রষ্টার নির্দেশ।

> রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,
> لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ وَالِدَيْهِ
> **'পিতা-মাতার অবাধ্য ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না'**
> *(নাসাঈ হা/৫৬৭২, মিশকাত হা/৪৯৩৩)*।

সন্তান যত বড় শিক্ষিত, জ্ঞানীগুণী আধুনিক আর প্রগতিশীলই হোক- সে যদি তার পিতা-মাতাকে মর্যাদা না দেয়, খেদমত না করে, খোঁজ-খবর না রাখে সে তো মানুষ নামের কলঙ্ক। অন্যান্য বহুবিধ গুণ তার থাকলেও মনুষ্যত্ব বা মানবতার গুণ থেকে সে বঞ্চিত। সন্তানের কাছে এমন অসদগুণ থাকা অবাঞ্ছিত ও অপ্রত্যাশিত। সন্তান কর্তৃক জনক-জননীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধামিশ্রিত খেদমতই মূল বিষয়। যে সেবার মধ্যে স্নেহ-মমতা আছে, সম্মান-শ্রদ্ধা আছে, সংবেদনশীল দরদ আছে- সেটিই খেদমত। সেটিই প্রত্যাশিত। যে সেবা এসব থেকে মুক্ত, সেটা খেদমত নয়। এমন খেদমতে পিতা-মাতা শান্তি পান না। সন্তুষ্ট হন না। নিজেদের বরং পরনির্ভরশীল, অন্যের ঘাড়ে বোঝা মনে করে কষ্ট পান। সন্তানের কাছ থেকে বর্ণিত অর্থে খেদমত পাওয়া- এ তো সন্তানের ওপর মা-বাবার অধিকার, হক্কুল ইবাদ। এটা সন্তানের কোন অনুগ্রহ নয়, দয়া-দাক্ষিণ্য নয়। এটা আদায় না করলে আল্লাহর আদালতে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে জবাবদিহি করতে হবে। তাই আসুন, বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করে পিতা-মাতা বা বৃদ্ধদের প্রতি সদাচরণ করি মহান আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন- আমীন!!

---

১৩. ইবনু মাজাহ হা/৪২৫১; তিরমিযী হা/২৪৯৯, সনদ হাসান।
১৪. বুখারী হা/২৮২২।

www.at-tahreek.com

শিক্ষার্থীদের মুখস্থ করার গুরুত্ব

*মূল (আরবী) : মুহাম্মাদ ইউসুফ মুহাম্মাদ ওমর**
*অনুবাদ: আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ***

আমরা লক্ষ্য করি যে, ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা, মাদরাসার সিলেবাস এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীগুলো দ্বীনী জ্ঞান ও শারঈ বিষয়াবলী মুখস্থ করার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করে না। এতে শিক্ষার্থীরা জ্ঞানার্জনে দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে তারা জ্ঞানার্জন, পাঠদান, দাওয়াত, পথনির্দেশ ও সংস্কারের ময়দানে তাদের কাঙ্ক্ষিত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় এবং মুসলিম উম্মাহকে সঠিক ধর্মীয় নেতৃত্ব প্রদানের জন্য সুযোগ্য হয়ে গড়ে উঠতে পারে না।

কাজেই আলেম ও ছাত্র সমাজকে দ্বীনী জ্ঞান ও শারঈ নছ সমূহ মুখস্থ করার গুরুত্ব উপলব্ধি করানোর জন্য আমরা একটু আলোকপাত করতে চাই। হয়ত এটা তাদের হৃদয়ে সাড়া জাগাবে এবং এর মাধ্যমে তারা উপকৃত হবে।

حفظ (মুখস্থকরণ)-এর সংজ্ঞা :

হে প্রিয় ছাত্র! জেনে রাখ আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে الحفظ শব্দটি نقيض النسيان অর্থাৎ ভুলে যাওয়ার বিপরীত। এর অর্থ হ'ল, التعاهد যত্নশীল হওয়া, قلة الغفلة অমনোযোগিতার বিপরীত।

আর التحفظ অর্থ হ'ল التيقظ অর্থাৎ মনোযোগী হওয়া, জাগ্রত হওয়া।

যেমন বলা হয়, تَحَفَّظْتُ الكتابَ 'আমি একটু একটু করে বইটি মুখস্থ করেছি'।[১] অনুরূপভাবে যখন সম্পদকে ধ্বংস ও ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা হয়, তখন বলা হয় حفظتُ المالَ وغيره حفظا 'আমি সম্পদ ও অন্যান্য জিনিসপত্র ভালভাবে সংরক্ষণ করেছি'। আবার কেউ যখন পবিত্র কুরআন পরিপূর্ণভাবে স্মৃতিশক্তিতে ধারণ করতে সক্ষম হয়, তখন বলা হয়, حَفِظَ القرآنَ 'সে কুরআন মুখস্থ করেছে'।[২]

'আল-মু'জামুল ওয়াসীত' প্রণেতা বলেন, الحافظة قوة تحفظ ما تدركه القوة الوهمية من المعاني وتذكرها، وتسمى الذاكرة أيضا– 'স্মরণশক্তি এমন একটি ক্ষমতা, যা অর্থের কল্পনাপ্রসূত উপলব্ধিকে সংরক্ষণ করে রাখে এবং পরবর্তীতে সেটা মনে করিয়ে দেয়। আর এটাকে যাকিরাহ বা স্মৃতিশক্তিও বলা হয়'।[৩]

حفظ -এর পারিভাষিক অর্থ :

الحفظ ملكة يقتدر بها على تأدية المحفوظ–

'মুখস্থকরণ এমন একটি প্রতিভা, যার মাধ্যমে স্মৃতিতে সংরক্ষিত বিষয়াবলী উপস্থাপন করা যায়'।[৪]

আলেম-ওলামা ও শিক্ষার্থীদের নিকটে এ কথা অস্পষ্ট নয় যে, কুরআনুল কারীম ও হাদীছ বিশেষভাবে মুখস্থ করা এবং সাধারণভাবে শারঈ জ্ঞান সমূহ স্মৃতিতে সংরক্ষণ করা শারঈ দাবী এবং জ্ঞানের পরিপক্কতা ও স্থায়িত্বের জন্য একটি প্রয়োজনীয় বিষয়। নবী করীম (ছাঃ) তাঁর উম্মতকে কুরআন ও হাদীছের জ্ঞান সযত্নে মুখস্থ করতে, অনুধাবন করতে এবং তা হৃদয়ঙ্গম করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি হিফযের ফযীলত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَحَفِظَهَا وَبَلَّغَهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ–

'আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন, যে আমার কথা শুনেছে, তা মুখস্থ করেছে, সংরক্ষণ করেছে এবং অন্যের নিকটে পৌঁছে দিয়েছে। অনেক জ্ঞানের বাহক এমন ব্যক্তির নিকট জ্ঞান বহন করে নিয়ে যায় যিনি তার (বাহকের) চেয়ে বেশী বিজ্ঞ'।[৫]

এই হাদীছের প্রতি আমল করেই ছাহাবায়ে কেরাম আল্লাহ্‌র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাতকে গভীর অভিনিবেশ সহকারে মুখস্থ করেছেন। তাদের একনিষ্ঠ অনুসারী তাবেঈগণ তাদের রীতিতেই পথ চলেছেন। আর তাদের পর সালাফে ছালেহীনের মধ্যে যত মুহাদ্দেছীনে কেরাম, ফক্বীহ ও ওলামায়ে কেরাম এসেছেন, সবাই তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। ফলে মুখস্থকরণ ও তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তিকে হাদীছ গ্রহণের অন্যতম একটি শর্ত হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ বর্ণনাকারী হাদীছ সংরক্ষণে যত্নবান হবেন, সেটা হুবহু মুখস্থ করার মাধ্যমে হোক অথবা যথাযথভাবে কিতাবে লিখে রাখার মাধ্যমে হোক। যাতে শব্দগতভাবে এবং অর্থগতভাবে তিনি যেভাবে হাদীছটি শুনেছেন, ঠিক সেভাবে তা বর্ণনা করতে পারেন। সুতরাং হাদীছের বিশুদ্ধতার জন্য হাদীছ মুখস্থকরণ একটি অন্যতম শর্ত। এ ব্যাপারে কোন মতানৈক্য নেই'।[৬]

এটি দ্বীনি ইলম মুখস্থ করার গুরুত্ব, এর উচ্চমর্যাদা ও সম্মানের স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। আর কেনই বা হবে না? কারণ হাদীছ ও শারঈ জ্ঞান সমূহ মুখস্থ থাকা ছাড়া কোন শিক্ষার্থীর উপর আস্থা রাখা যায় না এবং কোন আলেমের উপরেও নির্ভর করা যায় না। উছূলে হাদীছের কিতাবগুলোতে আমরা এগুলো পড়েছি এবং জেনেছি। কিন্তু হায় আফসোস! আমরা কি আমাদের শিক্ষা জীবনে তা বাস্তবায়ন করতে

* শিক্ষক, জামে'আ সালাফিইয়াহ, বেনারস, ভারত।
** শিক্ষার্থী, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
১. ইবনু মানযূর, লিসানুল 'আরাব ৭/৪৪১।
২. আল-মিছবাহুল মুনীর, পৃঃ ৫৫।
৩. আল-মু'জামুল ওয়াসীত ১/১৮৫।
৪. হাশিয়াতুল বাকারী আলা শারহির রাহবিয়াহ, পৃঃ ১৩।
৫. তিরমিযী হা/২৬৫৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪০৪।
৬. আব্দুল্লাহ বিন ইউসুফ আল-জুদাই, তাহরীরু 'উলূমিল হাদীছ' ২/৭৯৬।

পারছি? বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাদরাসার দায়িত্বশীলবৃন্দ কি এই ব্যাপারে যথাযথ গুরুত্ব দেন এবং এদিকে ভ্রূক্ষেপ করেন? আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমাকে বলুন তো, ক’জন শিক্ষার্থী কুরআনুল কারীম, হাদীছ এবং কোন শাস্ত্রের (উলূমুল কুরআন, উছূলে হাদীছ/ফিক্বহ) মূল টেক্সট মুখস্থ করে?

অথচ আমরা গুণীজনদের কাছে ঠিকই শুনি এবং পাঠ্য বইয়ে পাঠ করি যে, আমাদের মহান পণ্ডিতবর্গ বা ওলামায়ে কেরাম জ্ঞানার্জনের ব্যাপারে তাদের শিক্ষার্থীদেরকে যথোচিত উৎসাহিত করেছেন এবং শারঈ ও ইলমী টেক্সটগুলো মুখস্থ করার ব্যাপারে তাদেরকে জোরালোভাবে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

মুখস্থ করার গুরুত্ব :

এখানে আমি মুখস্থ করার গুরুত্ব সম্পর্কে সালাফে ছালেহীনের কতিপয় মূল্যবান উক্তি তুলে ধরব।

১. ইমাম আব্দুর রায্যাক বলেন, ‘যে জ্ঞান তার বাহকের (শিক্ষার্থীর) সাথে বাথরুমে প্রবেশ করে না, তাকে তুমি জ্ঞান হিসাবে গণ্য করো না’। অর্থাৎ শিক্ষার্থী যে জ্ঞানের ব্যাপারে যত্নশীল হয় না, যা তার সাথে থাকে না। এমনকি বাথরুমে গোসলের সময়ও সে তা আওড়ায় না, সেই জ্ঞান কখনো উপকার বয়ে আনতে পারে না। কেননা সে এটাকে শুধু কিতাবে লিখে রেখেছে এবং পুঞ্জীভূত করে রেখেছে। তা কখনো পড়ে দেখেনি, মুখস্থ করেনি এবং এর প্রতি যত্নশীলও হয়নি। ফলে এই পুঁথিগত বিদ্যায় কোন ফায়েদা নেই’।[৭]

২. আ‘মাশ বলেন, ‘তোমরা তোমাদের অর্জিত জ্ঞান মুখস্থ করে রাখ। কেননা যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করে কিন্তু মুখস্থ করে না, তার উপমা হ’ল সেই ব্যক্তির মত, যে দস্তরখানায় বসে অল্প অল্প করে খাবার নিয়ে তা পিছনে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এমন ব্যক্তির পেট কি কখনো ভরবে’?[৮]

৩. মারওয়ান বিন মুহাম্মাদ বলেন, ‘জ্ঞানী ব্যক্তি তিনটি বিষয় থেকে বিমুখ থাকতে পারে না। ১. সত্যবাদিতা ২. মুখস্থ করা ও ৩. নির্ভরযোগ্য বই। এই তিনটি বিষয়ের কোন একটি যদি তাকে ভ্রমে নিপতিত করে, তাহ’লে এটা তার ততটা ক্ষতি করতে পারে না। সে কোন কিছু ভুলে গেলে কোন বিশুদ্ধ পুস্তক থেকে তা জেনে নিলে তার কোন ক্ষতি হয় না’।[৯] অর্থাৎ এই তিনটি বিষয়ে কোন একটির অনুপস্থিতিতে জ্ঞানী ব্যক্তি কোন জটিলতায় পড়েন না। বরং যে কোন একটির অবর্তমানে অপরটি দিয়ে তিনি সমাধানের পথ খুঁজে বের করেন।

৪. জনৈক বেদুঈন বলেন, –حرف في تامورك علقة القلب– خير من عشرة في كتبك، ‘তোমার বইয়ের পাতায় দশটি হরফ লিপিবদ্ধ থাকার চেয়ে তোমার স্মৃতির পাতায় একটি হরফ মুখস্থ রাখা উত্তম’।[১০]

৫. ওবায়দুল্লাহ ইবনুল হাসান বলেন, ‘আমি মুখস্থ করার কারণে আমার মনে জ্ঞানের উপস্থিতি অনুভব করেছি এবং আমার জিহ্বাকে সেই জ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত রেখেছি’।[১১]

৬. কাযী হাসান রামাহুরমুযী বলেন, ‘নিশ্চয়ই জ্ঞান নিরীক্ষণের জন্য তা মুখস্থ করে রাখতে হয়। কেননা যে মুখস্থ করে, আলাপ-আলোচনায় অগ্রগণ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব তারই দখলে থাকে। আর সেই জ্ঞানের কোন উপকারিতা নেই, যা শুধু বইয়ের পৃষ্ঠায় মলাটবদ্ধ অবস্থায় অবহেলিত পড়ে থাকে’।[১২]

৭. কবি খলীল বলেন,

لَيْسَ بِعِلْمٍ مَا حَوَى الْقِمَطْرُ * مَا الْعِلْمُ إِلاَّ مَا حَوَاهُ الصَّدْرُ.

‘যে জ্ঞান বইয়ের পাতায় সংরক্ষণ করে রাখা হয়, তা কোন জ্ঞান নয়। কেননা প্রকৃত জ্ঞান সেটাই যা বক্ষে ধারণ করে রাখা হয়’।

৮. মানছূর আল-ফক্বীহ বলেন,

عِلمي مَعي حَيثُما يَمَّمتُ أحمله
بطني وِعاءٌ لَهُ لا بَطنُ صُندوقِ
إِن كُنتُ في البَيتِ كانَ العِلمُ فيهِ مَعي
أَو كُنتُ في السوقِ كانَ العِلمُ في السوقِ

‘আমার জ্ঞান আমার সাথেই থাকে। আমি যেখানেই যাই, সেই জ্ঞানকে আমার সাথে বহন করে নিয়ে যাই। আমার পেটে জ্ঞান রাখার একটি পাত্র আছে, তবে সেটা বাক্সের পেটের মত নয়। আমি যখন বাড়িতে থাকি, জ্ঞান আমার সাথেই অবস্থান করে। আর বাজারে গেলে, জ্ঞানও আমার সাথেই হাযির থাকে’।[১৩]

৯. মুহাম্মাদ বিন বাশার আল-আযদী বলেন,

أأشهد بالجهل في مجلس * وعلمي في البيت مستودع
إذا لم تكن حافظا واعيا * فجمعك للكتب لا ينفع

‘আমি কি আমার জ্ঞানকে বাড়িতে গুদামজাত করে রেখে মজলিসে হাযির হয়ে অজ্ঞতার পরিচয় দিব? তুমি যদি জ্ঞানের প্রতি মনোযোগী না হও এবং তা আয়ত্ত করে না রাখ, তাহ’লে তোমার বইয়ের স্তূপ তোমার কোন উপকার সাধন করতে পারবে না’।[১৪]

হে শিক্ষার্থী! উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে তোমার নিকট মুখস্থ করার গুরুত্ব স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে এবং তুমি হিফযের মহিমা ও মর্যাদা অবগত হয়েছে। সুতরাং দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ আহরণে অলসতা না করে জ্ঞানার্জনে কঠোরভাবে নিয়োজিত থাক। আল্লাহ তোমাকে হেফাযত করুন!

---

৭. আল-জামে‘ লি আখলাকির রাবী ২/২৫০, পাদটীকা সহ।
৮. ঐ, ২/২৪৮, নং ১৭৫০।
৯. আল-জার্‌হ ওয়া তা‘দীল, ২/৩৬।
১০. ইবনু আব্দিল বার্র, জামি‘উ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহী ১/১৪০ (মুআস্‌সাসাতুর রাইয়ান)।
১১. আল-জামে‘ লি-আখলাকির রাবী ২/২৫০, নং ১৭৫৫।
১২. আল-মুহাদ্দিছুল ফাছিল, পৃ: ৩৮৭
১৩. জামি‘উ বায়ানিল ইলম, ১/২৯২-২৯৩।
১৪. আল-জামে‘ লি আখলাকির রাবী ২/২৫০; নং ১৭৫৫।

www.at-tahreek.com

প্রথম কোন জিনিসের জ্ঞান অর্জন করবে :

প্রিয় শিক্ষার্থী! সর্বপ্রথম তুমি কী মুখস্থ করবে? আমি শুধু তোমার কাছেই এই প্রশ্নটি উত্থাপন করছি না; বরং পিতা-মাতা, অভিভাবকবৃন্দসহ বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদরাসা সমূহের শিক্ষক মণ্ডলী ও দায়িত্বশীলদের নিকটেও আমার একটাই প্রশ্ন যে, প্রথমতঃ তারা তাদের সন্তান-সন্ততি এবং শিক্ষার্থীদের মুখস্থের ব্যাপারে কতটুকু গুরুত্ব দেন? দ্বিতীয়তঃ তারা তাদের ছেলে-মেয়ে ও শিক্ষার্থীদেরকে কোন বিষয় মুখস্থ করাবেন?

এক্ষেত্রে আমাদের কর্তব্য হ'ল সালাফে ছালেহীনের দিক-নির্দেশনার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া এবং তাঁদের সুন্দর সুন্দর বাণীগুলো অধ্যয়ন করা। যাতে আমরা জানতে পারি যে, মুখস্থ করার ব্যাপারে তাঁরা কত গুরুত্ব দিতেন এবং তাঁরা তাঁদের ছাত্রদেরকে এ ব্যাপারে কতটুকু প্রেরণা যুগিয়েছেন এবং কিভাবে শিক্ষার্থীদেরকে পরামর্শ দিয়েছেন। এতে করে আমরা তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারব এবং তাঁদের অনুগামী হ'তে পারব।

হয়তো আমাদের মধ্যকার দু'জনও এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করবে না যে, কুরআন মুখস্থ করার মাধ্যমেই আমাদের পূর্ববর্তী আলেমগণের শিক্ষাজীবনে হাতেখড়ি হয়েছিল। কেননা আলেম-ওলামার নিকটে কুরআন মুখস্থ করাই ছিল জ্ঞানার্জনের শুভ সূচনার মূল ভিত্তি। ফলে মুখস্থ করার মাধ্যমে শিক্ষা জীবন আরম্ভ করার ব্যাপারে তাদের কেউই দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগেননি। আর তাদের এই হিফযকরণ নীতি জ্ঞানী-গুণী ও শিক্ষার্থী মহলে এক অনন্য বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছিল। রাবীদের বিভিন্ন জীবনীগ্রন্থে নযর দিলে এর প্রমাণ পাওয়া যাবে। উপরন্তু কুরআন মুখস্থ না থাকার কারণে তাদের কারো কারো সমালোচনা পর্যন্ত করা হ'ত। যেমন হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) 'তাক্বরীবুত তাহযীব' গ্রন্থে ওছমান বিন আবী শায়বাহ্‌র জীবনবৃত্তান্তে এর প্রমাণ উল্লেখ করেছেন। তিনি ইবনু শায়বাহ্‌র দোষ-গুণ বর্ণনা করে বলেন, 'তিনি বিশ্বস্ত ও প্রসিদ্ধ হাফেয। তার কিছু ভুল-ত্রুটি রয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে, তার কুরআন মুখস্থ ছিল না'।[১৫] অর্থাৎ কুরআন মুখস্থ না থাকাকে তিনি ত্রুটি ও নিন্দনীয় হিসাবেই উল্লেখ করেছেন, প্রশংসনীয় হিসাবে নয়।

এই পরিসরে বিষয়টি যদি এত দোষণীয় হয়, তাহ'লে আল্লাহ্‌র কিতাব মুখস্থ করার ব্যাপারে আমাদের অবস্থা কেমন হবে? ভারতের জ্ঞানী সমাজে তো কুরআন মুখস্থ না করাটাই যেন রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। এক্ষণে আমরা বিদ্যার্জনের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম কুরআন মুখস্থ করার গুরুত্ব সম্বলিত আলেমদের কতিপয় উক্তি পেশ করব।

১. প্রাচ্যের হাফেয খত্বীব বাগদাদী (রহঃ) বলেন, 'কুরআন মুখস্থ করার মাধ্যমে তালিবুল ইলমের শিক্ষা জীবন শুরু করা উচিৎ। কেননা অগ্রগণ্য ও অগ্রবর্তিতার ক্ষেত্রে এটা মহিমান্বিত জ্ঞান। তারপর আল্লাহ যদি তাকে কুরআন হিফয করার তাওফীক্ব দান করেন, তাহ'লে তার উচিত হবে না সাথে সাথেই হাদীছ অথবা এমন কোন জ্ঞান আহরণে মশগূল হয়ে পড়া, যা তাকে কুরআন ভুলে যাওয়ার দিকে ঠেলে দিবে। কুরআন মুখস্থের পর শিক্ষার্থী রাসূলের হাদীছের প্রতি মনোনিবেশ করবে। কারণ মানুষের কর্তব্য হ'ল হাদীছের জ্ঞান অর্জন করা। কেননা হাদীছ শরী'আতের অন্যতম মৌলিক উৎস ও ভিত্তি। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا، 'রাসূল তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাক' *(হাশর ৫৯/৯)*। তিনি আরো বলেন, مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ 'যে রাসূলের আনুগত্য করে, সে তো আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করে' *(নিসা ৪/৮০)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى 'আর তিনি মনগড়া কোন কথা বলেন না' *(নাজম ৫৩/৩)*।[১৬]

২. মরক্কোর হাফেয ইমাম ইবনু আব্দিল বার্র (রহঃ) বলেন, فَأَوَّلُ الْعِلْمِ حِفْظُ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَفَهُّمُهُ وَكُلُّ مَا يُعِيْنُ عَلَى فَهْمِهِ فَوَاجِبٌ طَلَبُهُ مَعَهُ،

'শিক্ষার প্রথম পাঠ হ'ল কুরআন মুখস্থ করা এবং তা অনুধাবন করা। কুরআন অনুধাবনের জন্য সহায়ক জ্ঞান অর্জন করাও আবশ্যক'।[১৭]

তিনি আরো বলেন, 'কুরআন হ'ল জ্ঞানের মূল। যে শিক্ষার্থী বালেগ হওয়ার আগেই তা হিফয করবে। অতঃপর আরবদের বাকরীতি এবং রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের সহায়তায় কুরআন অনুধাবনের প্রতি পুরোপুরি নিয়োজিত হবে। তখন কুরআনের মর্ম উদ্ঘাটনে তার জন্য এটা বিরাট সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। তারপর কুরআনের নাসেখ-মানসূখ ও তার হুকুম-আহকামের প্রতি নযর দিবে এবং এ ব্যাপারে আলেমদের মতৈক্য ও মতভেদ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে। আর আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের জন্য এটা একটি সহজ ব্যাপার। এরপর সে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত নির্ভরযোগ্য হাদীছগুলোর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে। এর মাধ্যমে সেই শিক্ষার্থী আল্লাহ্‌র কিতাবের অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হ'তে সক্ষম হবে এবং কুরআনের বিধি-বিধানে তার জন্য জ্ঞানের দুয়ার খুলে দিবে'।[১৮]

তিনি বলেন, 'হে আমার ভাই! উছূলের বিষয়াবলীর প্রতি মনোযোগী হও এবং তা মুখস্থ করে রাখ। মনে রেখ! যিনি কুরআনের নির্দিষ্ট বিধি-বিধান ও হাদীছ মুখস্থ রাখার ব্যাপারে

---

১৫. মা'আলিম ফী ত্বরীকি তলাবিল 'ইলম, পৃ: ১৯৩।

১৬. আল-জামি' লি আখলাকির রাবী ১/১০৬-১১১।
১৭. জামি'উ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহী, ২/১১৩০।
১৮. ঐ ২/১১৩০।

যত্নশীল হন এবং ফক্বীহদের বক্তব্যগুলোর প্রতি খেয়াল রাখেন, ইজতিহাদ তার জন্য সহজ হয়ে যায়। গবেষণার পথ তার জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায় এবং আয়াতের তাফসীর করার জন্য সঠিক মর্মোদ্ধারের পন্থাও তার জন্য উন্মোচিত হয়ে যায়। ফলে শর্তহীনভাবে সর্বাবস্থায় যে সুন্নাতের অনুসরণ করা আবশ্যক, সেই ক্ষেত্রেও তিনি কোন ফক্বীহর তাক্বলীদ করেন না এবং আলেম-ওলামার নিকট থেকে গৃহীত হাদীছগুলো মুখস্থ করা ও তা নিয়ে গবেষণা করার জন্য তিনি নিজেকে কখনো বিশ্রাম দেন না। বরং গবেষণা, অনুধাবন ও মতামত গ্রহণের ব্যাপারে তাদেরকেই অনুকরণ করেন। আর তাদের মাধ্যমে উপকৃত ও সতর্ক হওয়ার জন্য তাদের কষ্টকর মেহনতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং তাদের সঠিক মতের প্রশংসা করেন। কিন্তু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে তাদেরকে নিষ্কৃতি দেন না। যেমনভাবে তারাও নিজেদেরকে ত্রুটিমুক্ত ভাবেননি। আর এটাই ন্যায়নিষ্ঠ তালেবুল ইলমের বৈশিষ্ট্য। যার উপর সালাফে ছালেহীন অটল ছিলেন। আর প্রকৃত তালেবুল ইলম তো তিনি, যিনি হবেন সৌভাগ্যের কর্ণধার, হেদায়াতের কাণ্ডারী, সুন্নাতের পাবন্দ এবং ছাহাবায়ে কেরাম ও তাঁদের সনিষ্ঠ অনুসারীদের পদাঙ্ক অনুকরণকারী। তবে যে ব্যক্তি নিজেকে ত্রুটিমুক্ত মনে করবে, বর্ণিত বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকবে ও স্বীয় রায়ের মাধ্যমে সুন্নাতের বিরোধিতা করবে এবং সেই রায়কে তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির দিকে ফিরিয়ে দিতে চাইবে, সে নিজে যেমন পথভ্রষ্ট হবে, তদ্রূপ অপরকেও গোমরাহ করবে। আর যে ব্যক্তি উক্ত বিষয়গুলো না বুঝে এবং না জেনে ফৎওয়া দিতে প্রবৃত্ত হবে, সে স্পষ্ট অন্ধ ও চূড়ান্ত পথভ্রষ্ট। কবির ভাষায়,

لَقَدْ أَسْمَعْتَ لَوْ نَادَيْتَ حَيًّا ... وَلَكِنْ لَا حَيَاةَ لِمَنْ تُنَادِي.

وَقَدْ عَلِمْتُ أَنِّي لَا أَسْلَمُ ... مِنْ جَاهِلٍ مُعَانِدٍ لَا يَعْلَمُ.

‘তুমি যদি কোন জীবিতকে আহ্বান কর, তাহ’লে তাকে শোনাতে পারবে। কিন্তু আহূত ব্যক্তি যদি মৃত হয়, তাহ’লে তাকে শোনানো কখনো সম্ভব নয়। আর আমি অবশ্যই জানি যে, এমন কোন জাহেল থেকেও আমি নিরাপদ নই, যে কোন কিছু না জেনেই একগুঁয়েমি করে’।[19]

৩. ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, ‘আগ্রহী ব্যক্তিদের উচিৎ শ্রেষ্ঠত্বের শিখরে আরোহণ করা। অতঃপর কুরআন, তাফসীর ও রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ মুখস্থ করার প্রতি আত্মনিয়োগ করা এবং নবীদের জীবনচরিত, ছাহাবায়ে কেরাম ও তাদের পরবর্তী ওলামায়ে কেরামের জীবনী অধ্যয়ন করা। যাতে করে সে তাদের মহৎ জীবন ও সুউচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে অবগত হ’তে পারে। পাশাপাশি নাহুর প্রায়োগিক ও ভাষার ব্যবহারিক দিকগুলো জানা থাকা প্রয়োজন। আর ফিক্বহ হ’ল জ্ঞানের মূল এবং তা মুখস্থ রাখা এর উপকারী ও সুমিষ্ট ফল’।[20]

৪. ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, ‘শিক্ষা জীবনের শুরুতে সর্বপ্রথম কুরআন মুখস্থ করতে হয়। কেননা কুরআনই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান। সালাফগণ কেবলমাত্র তাদেরকেই হাদীছ ও ফিক্বহ শিক্ষা দিতেন, যাদের কুরআন মুখস্থ থাকত। আর কুরআন হিফয করার পর হাদীছ, ফিক্বহ ও অন্য বিষয়ের বিদ্যার্জনে এমন গভীরভাবে ডুব দিতেও সতর্ক থাকবে, যা তাকে কুরআন বিস্মৃতির দিকে ঠেলে দিবে এবং ভুলে যাওয়ার প্রান্ত সীমায় উপনীত করবে। আর কুরআন মুখস্থ করার পর সংক্ষিপ্তাকারে প্রত্যেক বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ টেক্সটগুলো আগে মুখস্থ করবে। তন্মধ্যে ফিক্বহ, নাহু, হাদীছ ও উছূল উল্লেখযোগ্য। এরপর বাকী সহজ বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিবে। তারপর আত্মস্থ করা বিষয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রতি আত্মনিয়োগ করবে এবং শায়খদের কাছ থেকে গৃহীত প্রত্যেকটি বিষয়ের অধ্যয়ন যথাযথভাবে সম্পন্ন করবে’।[21]

৫. ইবনু জামা‘আহ তার দরসে শিক্ষার্থীদের কতিপয় শিষ্টাচার তুলে ধরেছেন। যেমন-

একজন তালেবুল ইলম সর্বপ্রথম কুরআন পাঠের মাধ্যমে জ্ঞানার্জন শুরু করবে। অতঃপর তা ভালভাবে মুখস্থ করবে এবং তাফসীর ও এতদসংক্রান্ত যাবতীয় জ্ঞান আহরণের চেষ্টা করবে। কেননা কুরআনই হ’ল সকল জ্ঞানের মূল উৎস এবং সর্বাধিক তাৎপর্যমণ্ডিত জ্ঞান। এরপর জ্ঞানের প্রত্যেক শাখার কিছু সংক্ষিপ্ত পুস্তক মুখস্থ করবে। যা শিক্ষার দুই প্রান্তকে একত্রিত করে। যেমন- হাদীছ ও উলূমুল হাদীছ, উছূলে তাফসীর, উছূলে ফিক্বহ, নাহু ও ছরফ।

প্রতিদিন নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করা, এর প্রতি যত্নবান হওয়া এবং পঠন-পাঠন না করে অন্য সকল জ্ঞান চর্চায় নিয়োজিত থাকা সমীচীন নয়। আর কুরআন মুখস্থ করার পর ভুলে যাওয়া থেকেও সতর্ক থাকতে হবে। এ ব্যাপারে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, যেখানে কুরআন ভুলে যাওয়াকে কঠোরভাবে তিরষ্কার করা হয়েছে। কুরআন, হাদীছ ও ফিক্বহের জ্ঞান আহরণের পর শায়খদের নিকটে এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ জানার প্রতি মনোনিবেশ করবে। তবে সবসময় শুধু বই-পুস্তকের উপর নির্ভরশীল হওয়া থেকেও সাবধান থাকতে হবে। উপরন্তু প্রত্যেক বিষয়ে এমন আলেমের প্রতি নির্ভর করবে, যিনি সেই বিষয়ের জ্ঞানার্জনে ও শিক্ষাদানে সেরা এবং সেই বিষয় বিশ্লেষণে সবার্ধিক যোগ্য। যিনি তার পঠিত বইগুলোর ব্যাপারেও তাদেরকে সুপরামর্শ দিবেন। স্নেহ-ভালবাসা, সততা এবং দ্বীনদারী প্রভৃতি গুণ শিক্ষকের মধ্যে আছে কি-না তা যাচাই করার পর।[22]

৬. ইবনুল মুফলিহ (রহঃ) বলেন, মায়মুনী বলেছেন, ‘আমি আবু আব্দুল্লাহ (ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, আমি আমার সন্তানকে আগে কুরআন শিক্ষা দিব নাকি হাদীছ শিক্ষা দিব? এই দুই পদ্ধতির মধ্যে কোনটা আপনার নিকট বেশী পসন্দনীয়? তখন তিনি বললেন, না,

---

১৯. *ঐ ২/১১৩৯।*
২০. *লাফতাতুল কাবিদ পৃ: ৩০।*
২১. *আল-মাজমূ‘ ১/৬৯।*
২২. *তাযকিরাতুস সামে‘ ওয়াল মুতাকাল্লিম, পৃ:১৬৭।*

বরং আগে কুরআন শিখাও। আমি বললাম, পুরা কুরআনই কি শিখাব? তিনি বললেন, যদি কঠিন না হয়, তাহ'লে পুরা কুরআনই শিখাও, তাহ'লে সে কুরআন থেকে আস্তে আস্তে জ্ঞানে সমৃদ্ধ হবে। তারপর তিনি আমাকে বললেন, যদি সে প্রাথমিকভাবে কুরআন তেলাওয়াত করতে পারে, তাহ'লে তাকে নিয়মিত তেলাওয়াতে অভ্যস্থ করবে। ইমাম আহমাদের অনুসারীরা আমাদের যুগ পর্যন্ত পাঠদানের ক্ষেত্রে এই নীতিমালাই অনুসরণ করে এসেছেন।[২৩]

নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধে এই মূল্যবান কথাগুলোর অবতারণা করলাম এই কারণে, যাতে ইচ্ছাশক্তিগুলো জেগে ওঠে, প্রতিভাগুলো বিকশিত হয়। মননশীলতা যেন সুতীক্ষ্ণ হয় এবং মুখস্থ করার ব্যাপারে অন্তরসমূহে আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

মহামতি এই ইমামগণের দিকে গভীর দৃষ্টি দিয়ে দেখুন- কুরআন মুখস্থ করার মাধ্যমে জ্ঞানার্জন শুরু করার ব্যাপারে তাঁরা সবাই একমত। বিশেষ করে ইমাম নববীর এই কথাটি বার বার পড়ে মনে গেঁথে রাখুন,

وكان السلف لا يعلّمون الحديث والفقه إلا لمن يحفظ القرآن

‘পূর্বসূরী বিদ্বানগণ কেবল তাকেই হাদীছ ও ফিক্বহ শিক্ষা দিতেন, যার কুরআন মুখস্থ থাকত’।

বিদ্যা অর্জন ও শেখার ক্ষেত্রে এটাই ছিল আমাদের মহান পূর্বসুরীদের অবস্থা। কিন্তু আমাদের অবস্থা? আমরা কি তাদের সেই পথ ও পদ্ধতি অনুসরণ করছি?

ইমাম ইবনু আব্দিল বার্র (রহঃ) যথার্থই বলেছেন, ‘জেনে রাখ! আমাদের দেশে এবং আমাদের যুগের মানুষজন তাদের পূর্বসূরীদের জ্ঞান অর্জনের পথ থেকে সরে এসেছিল এবং এমন পথ অবলম্বন করেছে, যে ব্যাপারে তাদের ইমামগণ অবগত ছিলেন না। শিক্ষা ক্ষেত্রে তারা এমন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন, যার মাধ্যমে তাদের শুধু মূর্খতাই ফুটে উঠেছে এবং তাদের পূর্ববর্তী আলেমদের মর্যাদারও অবমাননা হয়েছে। তাছাড়া তাদের একটি দল হাদীছ বর্ণনা ও শ্রবণ করেই ক্ষান্ত হয়েছে। তারা অনুধাবন না করে শুধু হাদীছ সংগ্রহের সাধনাতেই তুষ্ট থেকেছে এবং অজ্ঞতা নিয়েই পরিতৃপ্ত হয়েছে। ফলে তারা একই কিতাবে এবং কখনো কখনো একই পৃষ্ঠায় সত্য-মিথ্যা, ছহীহ-যঈফ, ভাল-মন্দ সবকিছু একত্রিত করেছে। তারা কোন বিষয়ের পক্ষে আবার বিপক্ষে বলেছে। আহলে ইলমের ব্যাপারে তাদের কি কর্তব্য, এটাই তারা জানতে পারেনি। সেকারণ গভীর ভাবনা ও গুরুত্ব বিবেচনা ব্যতিরেকে তারা নিজেদেরকে কেবল অধিক পঠন-পাঠনে ব্যস্ত রেখেছে। ফলে তাদের জিহ্বাগুলোতে জ্ঞান উপচে পড়লেও তাদের হৃদয়গুলো অনুধাবনশূন্য থেকেছে। তাদের কারো কারো জ্ঞান লাভের মূল লক্ষ্য ছিল অপরিচিত নাম ও উপনাম জানা এবং মুনকার হাদীছ সম্পর্কে অবগত হওয়া। তারা এই বিদ্যা লাভ করলেও জ্ঞানের বিস্তর শাখায় যেমন- ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ ও যাকাতের বিধি-বিধান সম্পর্কে তারা অজ্ঞই রয়ে গেছে।

আরেকটি দল ছিল, যারা ছিল এদের মতই অথবা এদের চেয়ে আরও জাহেল। তারা হাদীছ মুখস্থ করার প্রতি গুরুত্ব দেয়নি, এর তাৎপর্যও উপলব্ধি করেনি এবং কুরআনের মৌলিক বিষয়াবলী মুখস্থ রাখারও প্রয়োজন অনুভব করেনি। তারা আল্লাহ্র কিতাবের প্রতি আত্মনিয়োগ করেনি। তারা কুরআন মুখস্থ করেছিল বটে। কিন্তু পূর্ববর্তী আলেমদের বুঝ অনুযায়ী তারা কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও হুকুম-আহকাম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেনি এবং হালাল-হারামের বিষয়াবলীও উপলব্ধি করেনি।

সুন্নাত ও আছারের ইলমকে তারা দূরে নিক্ষেপ করেছে এবং এতদসংক্রান্ত জ্ঞান অর্জন করা থেকে বিরত ও উদাসীন থেকেছে। ফলে তারা ইখতিলাফ ও ইজমা সম্পর্কে অবগত হয়নি এবং দ্বন্দ্ব ও ঐক্যের মাঝে পার্থক্য করেনি; বরং আলেমদের রায় ও ইস্তিহসানের উপরেই নির্ভর করেছে। অথচ আইম্মায়ে কেরাম তাদের প্রদত্ত ফৎওয়ার ব্যাপারে ক্রন্দন করতেন এবং তারা কামনা করতেন যে, তাদের প্রদত্ত ফৎওয়াগুলো যেন সঠিক হয়।[২৪]

আমাদের মাঝে কতজন শিক্ষার্থী বা আলেম এমন আছে, যে আগে কুরআন মুখস্থ করে? তারপর কিছু বিষয় থেকে বা প্রত্যেক বিষয় থেকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান সংক্ষিপ্তাকারে মুখস্থ করে? আমাদের আলেম-ওলামা ও তালেবুল ইলমদের মধ্যে এমন কাউকে তো চোখে পড়ে না। তবে আল্লাহ্র বিশেষ রহমত প্রাপ্ত এমন কেউ থাকতেও পারে।

হে শিক্ষার্থী বন্ধু! তুমি কি জ্ঞান-বিদ্যা মুখস্থ করার প্রতি তোমার দৃষ্টি ফিরাবে? শিক্ষকবৃন্দ কি ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবেন? মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বশীলবৃন্দ এবং যারা শিক্ষা কারিকুলাম ও সিলেবাস নিয়ে কাজ করেন, তারা কি এই বিষয়টি একটু ভেবে দেখবেন? নাকি শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইলমী দুর্বলতা দেখেও তাতে সন্তুষ্ট থাকবেন?

মুখস্থ করার উপকারিতা :

সচেতন শিক্ষার্থী ও মহান আলেমদের জন্য মুখস্থ করার উল্লেখযোগ্য অনেক উপকারিতা রয়েছে। যার মাধ্যমে তারা (শিক্ষক ও শিক্ষার্থী) তাদের ইলমী যোগ্যতা ও শিক্ষাগত দক্ষতা সম্পর্কে অবগত হ'তে পারবেন এবং সহকর্মী-সহপাঠীদের মধ্যে তাদের শ্রেষ্ঠত্বের পারদ বুঝতে পারবেন। মুখস্থ করার বেশ কিছু ফায়েদা উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-

১. জানা তথ্যাবলী স্মৃতিতে বিদ্যমান থাকে।

২. যে কোন মুহূর্তে মুখস্থ করা বিষয়ে অতিরিক্ত জ্ঞান হাছিল করা যায়।

---

২৩. আল-আদাবুশ শারঈয়্যাহ ২/৩৫।

২৪. জামে'উ বায়ানিল ইলম, ২/১১৩৫।

৩. খুব সহজে বিভিন্ন তথ্য স্মরণ করা যায়।

৪. বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মুখস্থ করার উপকারিতা ও সুবিধা পাওয়া যায়। যেমন- বই হারিয়ে গেলে, রাতে বিদ্যুৎ না থাকলে, দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেললে।

মুখস্থকারী ব্যক্তি সবসময় অন্যদের চেয়ে অগ্রগামী থাকে। জ্ঞানী মহলে তার শ্রেষ্ঠত্ব ফুটে ওঠে। এজন্য ছাহেবে রাহবিয়া কুরআনে ওয়ারিছদের নির্ধারিত অংশসমূহের আলোচনায় বলেছেন। যেমন-

الثلثان وهما التمام * فاحفظ فكل حافظ إمام

(নির্ধারিত অংশের অন্যতম হ'ল) দুই-তৃতীয়াংশ এবং এ দু'টি পরিপূর্ণ। সুতরাং এগুলো তুমি মুখস্থ রাখ। কেননা প্রত্যেক হাফেয বা মুখস্থকারী ইমাম।

বাক্বরী বলেন, 'প্রত্যেক মুখস্থকারীই নেতা' এর অর্থ হ'ল- মুখস্থকারী সেই সকল লোকদের চেয়ে অগ্রগামী, তার মত যার মুখস্থ নেই। হয়ত তার কম মুখস্থ আছে অথবা কিছুই মুখস্থ নেই'।[২৫]

এই পংক্তির ব্যাখ্যায় ইবনু গালয়ূন বলেন, মুখস্থকারীকে অনুসরণ করা হয় এবং অন্যদের উপর তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিভাত হয়। সুতরাং যে মুখস্থ করার প্রতি আত্মনিয়োগ করে, সে এর সুমিষ্ট ফল আহরণ করে। যে বিছানায় শুয়ে থাকে, সে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে। যে চাষাবাদ করে, সেই তো উত্তম ফসল লাভ করে। আর যে অলসতা করে, সে উদ্বেগ, অনুতাপ ও কষ্টের সম্মুখীন হয়'।[২৬]

হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বুলূগুল মারামের ভূমিকায় বলেন, فهذا مختصر يشمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام، حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغًا 'অতঃপর এই গ্রন্থটি ইসলামী শরী'আতের বিধি-বিধান সম্বলিত হাদীছসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত সংকলন। আমি এই কিতাবটি উৎসর্গ করলাম সেই শিক্ষার্থীর জন্য, যে এটাকে মুখস্থ করবে সে তার সমসাময়িকদের মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করবে'।[২৭]

সুতরাং হে শিক্ষার্থী! জ্ঞান বাগিচায় তুমি তোমার যোগ্যতা ও মর্যাদাকে মূল্যায়ন কর এবং এই পরিমণ্ডলে তোমার শ্রেষ্ঠত্বের পরিধিকে উপলব্ধি করতে শেখো। মহান আল্লাহ আমাদেরকে উপকারী জ্ঞান অর্জন করার ও সৎ আমল সম্পাদনের তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

(সৌজন্যে : মাসিক ছওতুল উম্মাহ, জামে'আ সালাফিইয়াহ, বেনারস, ভারত, নভেম্বর-২০১৬, পৃঃ ১৩-২০)

২৫. *হাশিয়াতু বাক্বরী 'আলা শারহি রাহবিয়্যাহ, পৃ:১৪।*

২৬. *তুহফাতু ফী ইলমিল মাওয়ারীছ, পৃ: ৯৯।*

২৭. *মুক্বাদ্দামা বুলূগুল মারাম, পৃ: ২০, আদ-দালীলু ইলাল মুতূনিল ইলমিইয়াহ, পৃ: ৫৪-৫৫ দ্রষ্টব্য।*

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক

সদ্য প্রকাশিত বই

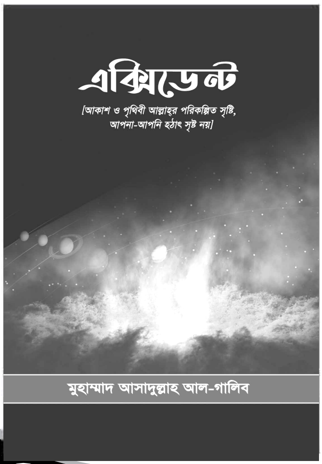

এক্সিডেন্ট

[আকাশ ও পৃথিবী আল্লাহর পরিকল্পিত সৃষ্টি, আপনা-আপনি হঠাৎ সৃষ্ট নয়]

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : (০২৪৭) ৮৬০৮৬১, ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০

পুষ্টিকর খাদ্য মনের আনন্দ ফোন ঃ ৭৭৩০৬৬

বেলীফুল

অভিজাত মিষ্টি বিপনী

আল-হাসিব প্লাজা গণকপাড়া, রাজশাহী-৬৩০০

গ্রেটার রোড, গৌরহাঙ্গা রাজশাহী-৬১০০ ফোন-৮১২১৬৫

ব্লক-এ, ৩ নং রেলওয়ে মার্কেট জাহাঙ্গীর স্মরণী রোড, গৌরহাঙ্গা, রাজশাহী।

রেল দুর্ঘটনার কারণ ও প্রতিকার

*-মুহাম্মাদ আব্দুছ ছবুর মিয়াঁ**

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার রেল দুর্ঘটনা সমগ্র জাতিকে আবারো কাঁদালো। হৃদয় বিদারক এ ঘটনা বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে দেখল সমগ্র জাতি। ঘটে যাওয়া রেল দুর্ঘটনায় ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে যথাযথ হিসাব পাওয়া না গেলেও সব মিলিয়ে ক্ষতি হয়েছে প্রায় সাড়ে ২৮ কোটি টাকার। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতে রেলের যে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে সেই তুলনায় আমরা অনেক পিছিয়ে। আমরা যদি বাস্তবতা একটু চিন্তা করি তাহ'লে দেখব, রেল দুর্ঘটনা পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত কিংবা অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে অনেক বেশী সংঘটিত হয়। এক একটি দুর্ঘটনায় একটি পরিবারের সারা জীবনের কান্না। এমনকি এমন নযীরও আছে পুরো পরিবার শেষ হয়েছে শুধুমাত্র একটি ভুলের জন্য। সেই একজন বা দুইজন মানুষের ভুলের মাশুল গুনতে হয় হাযারো মানুষকে।

ট্রেন দুর্ঘটনার কারণ :

ট্রেন দুর্ঘটনার বিভিন্ন কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হ'ল।-

১. জনবল সংকট : রেলে দক্ষ জনবলের সংকট রয়েছে বহুদিন থেকে। ১৯৭৩ সালে রেলে জনবল ছিল ৬৮ হাযার। তখন দেশের মানুষ ছিল ৭ কোটি। অথচ এখন প্রায় ১৮ কোটি মানুষের দেশে রেলের জনবল ২৭ হাযার। আবার ট্রেনের চালকের সংকট থাকায় তাদের ওপর বাড়তি চাপ পড়ছে। তাই বাড়তি চাপে কাজ করতে গিয়ে শরীর ক্লান্ত হয়ে তন্দ্রা বা ঘুম আসা স্বাভাবিক। এতে দুর্ঘটনা ঘটে।

২. ডবল লাইন না থাকা : দেশে সিঙ্গেল লাইনে ট্রেন চলে, ফলে কোথাও দুর্ঘটনা ঘটলে পুরো এলাকার সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। এটা যতদিন না ডাবল লাইন করা যাচ্ছে, ততদিন এই সমস্যা বিদ্যমান থাকবে। ত্রুটিপূর্ণ লাইন মেরামতের সময় লুপ লাইনে যেতে গিয়ে অনেক সময় ট্রেনের বগি লাইনচ্যুত হয়ে দুর্ঘটনা ঘটে।

৩. মেয়াদোত্তীর্ণ ইঞ্জিন ও জরাজীর্ণ লাইন : দেশের রেল ওয়েতে শতবর্ষী মেয়াদোত্তীর্ণ ইঞ্জিন-কোচ দিয়ে জরাজীর্ণ লাইনে চলছে যাত্রী পরিবহন। সেই সঙ্গে রেল পার্টিতে নেই পাথর, নেই ফিসপ্লেট, নাট-বল্টু খোলা ইত্যাদিও রেল দুর্ঘটনার কারণ।

৪. অসতর্কতা ও অবহেলা : রেল দুর্ঘটনার ৮০ শতাংশের বেশি ঘটছে কর্মীদের ভুলে ও অবহেলায়। গত পাঁচ বছরের দুর্ঘটনা বিশ্লেষণ করে দুর্ঘটনার দু'টি কারণ পাওয়া যায়। ১. মানবিক ভুল ২. কারিগরি ত্রুটি। গড়ে ৮০% ভুলের মধ্যে রয়েছে লাইন পরিবর্তনের জোড়া ভুলভাবে স্থাপন করা ও ভুল সংকেত দেওয়া। সংকেত ও গতিনির্দেশিকা না মেনে ট্রেন চালান চালক ও সহকারী চালকেরা।

৫. সিগনাল সমস্যা : ত্রুটিপূর্ণ সিগন্যালিং ব্যবস্থার কারণে রেল দুর্ঘটনা ঘটছে। সিগন্যালের লাইট অনেক সময় হয়তো সঠিকভাবে জ্বলে না। আবার কোনটা হালকা থাকে এবং কোনটা উজ্জ্বল থাকে। উজ্জ্বল থাকলে সমস্যা থাকে না। যেটায় আলো কম থাকে, সেটা চোখে পড়ে না। এ কারণে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

৬. অরক্ষিত লেভেল ক্রসিং : অবৈধ লেভেল ক্রসিং দিয়ে রেললাইনে অন্যান্য যানবাহন উঠে যাওয়ার কারণে অনেক সময় দুর্ঘটনা ঘটছে।

ট্রেন দুর্ঘটনা প্রতিরোধে করণীয় :

দক্ষ জনবল বৃদ্ধি করা, নতুন ইঞ্জিন-কোচ ক্রয় করা, রেল লাইনের সংস্কার ও ডবল লাইনের ব্যবস্থা করা, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের নিয়মিত তদারকি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, আধুনিক সিগনালের ব্যবস্থা করা এবং অরক্ষিত লেভেল ক্রসিং নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা। সেই সাথে রেল পরিচালনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের 'রানিং স্টাফ' বলা হয়। এর মধ্যে চালক, সহকারী চালক, পরিচালক (গার্ড), স্টেশনমাস্টার রয়েছেন। এদের প্রত্যেককে বাধ্যতামূলক ডোপ টেস্ট (মাদক পরীক্ষা) করার নিয়ম বাস্তবায়ন করতে হবে। এসব বিষয়ে যথাযোগ্য ব্যবস্থা নিয়ে রেলের দুর্ঘটনা এড়ানো এবং সেবার মান বাড়ানো যেতে পারে।

বাংলাদেশের ইতিহাসে রেল দুর্ঘটনা :

বাংলাদেশ রেল বিভাগ বলছে, ২০১৪ সালের জানুয়ারী থেকে ২০১৯-এর জুন পর্যন্ত গত ৫ বছর দুর্ঘটনা হয়েছে ৮৬৮টা। এই দুর্ঘটনাগুলোতে ১১১ জন নিহত এবং আহত হয়েছে ২৯৮ জন। তবে সম্প্রতি দু'টি দুর্ঘটনা ধরলে এই সংখ্যা হবে ৮৭০টা। এই দুর্ঘটনাগুলোতে ১২৭ জন নিহত এবং আহত হয়েছে তিন শতাধিক।

দেশে ঘটে যাওয়া কিছু রেল দুর্ঘটনার বিবরণ নিম্নরূপ-

১৯৮৩ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রামের কাছাকাছি ট্রেন লাইনচ্যুত হয়ে ১৩ জন নিহত হয় ও ২০০ জন আহত হয়। ১৯৮৩ সালের ২২শে মার্চ ঈশ্বরদীর কাছে সেতু পার হওয়ার সময় কয়েকটি স্প্যান ভেঙে পড়ে। নিচে শুকনো জায়গায় পড়ে ট্রেনের কয়েকটি বগি। এতে ৬০ জন যাত্রী নিহত হয়।

১৯৮৫ সালের ১৩ই জানুয়ারী খুলনা থেকে পার্বতীপুরগামী সীমান্ত এক্সপ্রেসের কোচে আগুন ধরে যায়। এতে ২৭ জন যাত্রী নিহত হয় এবং ২৭ জন আহত হয়।

১৯৮৬ সালের ১৫ই মার্চ সর্বহারা পার্টির নাশকতায় ভেড়ামারার কাছে ট্রেন লাইনচ্যুত হয়ে নদীতে পড়ে যায়। এতে ২৫ জন যাত্রী নিহত এবং ৪৫ জন আহত হয়।

বাংলাদেশের ইতিহাসে দেশে সবচেয়ে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটেছিল ১৯৮৯ সালের ১৫ জানুয়ারী টঙ্গীর মাজুখানে।

* *মাগুরাপাড়া, ডাকবাংলা বাজার, ঝিনাইদহ।*

সেদিন দু'টি ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষে ১৭০ জন যাত্রী নিহত হয় এবং ৪০০ যাত্রী আহত হয়।

১৯৯৫ সালের ১৩ই জানুয়ারী রাত সোয়া ৯-টায় হিলি স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা গোয়ালন্দ থেকে পার্বতীপুরগামী লোকাল ট্রেনকে ধাক্কা দেয় সৈয়দপুর থেকে খুলনাগামী সীমান্ত এক্সপ্রেস। এতে দু'টি ট্রেনের ৫০ জনের বেশী যাত্রী নিহত এবং আহত হয় দুই শতাধিক যাত্রী।

২০১০ সালে নরসিংদীতে চট্টগ্রামগামী মহানগর গোধূলি এবং ঢাকাগামী চটলা এক্সপ্রেসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে চালকসহ মোট ১২ জন নিহত হয়।

২০১৬ সালে নরসিংদীর আরশীনগর এলাকায় ঢাকা থেকে ছেড়ে যাওয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়াগামী তিতাস কমিউটার ট্রেনের ইঞ্জিন লাইনচ্যুত হয়। দুর্ঘটনার কারণ ছিল ভুল সিগন্যাল। এতে দুইজন নিহত ও অন্তত ১০ আহত হয়।

২০১৮ সালের ১৫ই এপ্রিল টঙ্গীতে ঢাকা-জয়দেবপুর রেললাইনে একটি ট্রেনের ৫টি বগি লাইনচ্যুত হ'লে ৫ জন নিহত ও ৫০ জন আহত হয়।

২০১৯ সালের ২৩শে জুন কুলাউড়ার বরমচাল রেলক্রসিং এলাকায় সিলেট থেকে ঢাকাগামী উপবন এক্সপ্রেসের ৪টি বগি লাইনচ্যুত হয়ে খালে ছিটকে পড়ে। এতে ৬ জন যাত্রী নিহত হয়।

২০১৯ সালের ১২ই নভেম্বর ভোররাত পৌনে ৩-টার দিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মন্দবাগ রেল স্টেশনে সিলেট থেকে চট্টগ্রামগামী উদয়ন এক্সপ্রেসের পেছনের কয়েকটি বগিকে ধাক্কা দেয় চট্টগ্রাম থেকে আসা তূর্ণা নিশীথা এক্সপ্রেস। এতে ১৬ জন নিহত ও আহত হয়েছে শতাধিক যাত্রী।

সর্বশেষ গত ১৪ই নভেম্বর সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় রংপুর এক্সপ্রেস ট্রেনের ৬টি বগি লাইনচ্যুত হয় এবং ৩টি বগিতে আগুন ধরে যায়। এতে ট্রেনের চালকসহ অন্তত ২৫ জন আহত হন। ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কোটি টাকার উপরে।

বিশ্বের উল্লেখযোগ্য কিছু রেল দুর্ঘটনা :

১৯১৭ সালে রোমানিয়ার সিউরেয়া স্টেশনের নিকটবর্তী এলাকায় একটি ট্রেনে আগুন ধরে গেলে অন্তত ছয় শত যাত্রী নিহত হয়।

১৯১৭ সালের ১২ই ডিসেম্বর। প্রচণ্ড গতির কারণে আল্পস পর্বতের পাশ দিয়ে যাওয়া ফ্রান্সের সেইন্ট মিশেল-ডে-মাউরিএনে রেল দুর্ঘটনায় সৈন্যবাহী একটি ট্রেনের ব্রেকে আগুন ধরে যায়। ধারণা করা হয় এ দুর্ঘটনায় যাত্রীদের সবাই নিহত হয়।

১৯৪৪ সালের ৩রা জানুয়ারী স্পেনের টরে ডেল বিয়েরজু গ্রামে অবস্থিত ২০ নাম্বার টানেলে একটি মেইল ট্রেইন প্রবেশ করে। এসময় বিপরীত দিক থেকে কয়লাবাহী আরেকটি ট্রেনের সাথে মুখোমুখি ধাক্কা লাগে। ট্রেন দু'টিতে বেশ কিছু যাত্রী থাকলেও তারা টিকেট ছাড়াই ভ্রমণ করছিল। ফলে হতাহতের সঠিক সংখ্যা জানা যায়নি। ট্রেন দু'টিতে টানা দু'দিন ধরে আগুন জ্বলেছিল।

১৯৮১ সালের প্রায় ১০০০ যাত্রী নিয়ে ভারতের বিহারের বাঘমতি নদীতে পড়ে যায় একটি ট্রেন। টেনটি যখন সেতুর কাছে এসেছিল ঠিক সেই মুহূর্তে একটি গরু ট্রেনলাইন পার হচ্ছিল। গরুটিকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে গেলে রেলের নিয়ন্ত্রণ হারায় চালক। পাঁচ শতের অধিক যাত্রী নিহত হয়েছিল এ দুর্ঘটনায়।

ইথিওপিয়ার আওয়াশ শহরের নিকটে ১৯৮৫ সালের ১৪ই জানুয়ারী ট্রেন দুর্ঘটনাটি আফ্রিকার ভয়াবহতম দুর্ঘটনা হিসাবেই প্রসিদ্ধ। আওয়াশ গিরিখাতের পাশ দিয়ে ছুটে যাওয়া ট্রেনটি লাইনচ্যুত হয়ে খাদে পড়ে গেলে ৪২৮ জন নিহত হয়।

২০০২ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী মিশরের কায়রো থেকে লুক্সরগামী ট্রেনের একটি বগিতে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ ঘটে। আগুন ছড়িয়ে পড়ে ট্রেনের অন্যান্য বগিতে এবং ট্রেনটির সাতটি বগি পুড়ে নিহত হয় কমপক্ষে ৪০০ জন মানুষ।

২০০৪ সালের সুনামির দিনে প্রায় ১৫ শত যাত্রী নিয়ে সমুদ্র থেকে মাত্র ২১৭ গজ দূরে অবস্থান করছিল একটি ট্রেন। সুনামির প্রথম ঢেউটি আসার সময়ে স্টেশনের আরো অনেক যাত্রী ট্রেনটিকে নিরাপদ ভেবে আশ্রয় নেয়। ১৭০০ জনের অধিক মানুষ এ ট্রেন দুর্ঘটনায় নিহত হয়।

উপসংহার :

রেল দুর্ঘটনা নতুন কিছু নয়। মাঝে মধ্যেই এ রকম মর্মান্তিক খবর জাতির বিবেককে নাড়া দেয়। কিন্তু কিছু দিন পর আমরা ভুলে যাই। দুর্ঘটনা থেকে যথাযথ শিক্ষা গ্রহণ করি না। প্রতিকারেরও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। ফলে যা হবার তাই হয়। সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে ভাবা উচিত। শুধু ট্রেন বৃদ্ধি নয় বরং লাইন বৃদ্ধি করা উচিত। এতে দুর্ঘটনা যেমন কমবে, তেমনি সিডিউল বিপর্যয়ের অভিশাপ থেকে জাতি মুক্তি পাবে। পরিশেষে বলব, সুদূর প্রসারী পরিকল্পনার মাধ্যমে রেল হ'তে পারে আমাদের অন্যতম একটি যোগাযোগ মাধ্যম ও সরকারী আয়ের অন্যতম উৎস।

ডা. মুহাম্মাদ তাওহীদুল ইসলাম (মিলন)

বি.ডি.এস (ঢাকা ডেন্টাল কলেজ)
পি.জি.টি (ওরাল এন্ড ম্যাক্সিলোফিসাল সার্জারী)
বিএমডিসি রেজিঃ নং ৩১৭০।
মোবাইল : ০১৭৩৫-৭৭৮১৬০, ০১৭৮৫-০০৩৩৬৬।

চেম্বার	চেম্বার
দীনা ডেন্ট-১ মেডিকেল মোড় দুর্গাপুর, রাজশাহী। **সাক্ষাতের সময়** বৃহস্পতি ও শুক্রবার	**দীনা ডেন্ট-২** রয়েল হাসপাতাল, লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী। **সাক্ষাতের সময়** বিকাল ৪-টা থেকে রাত্রি ৮-টা পর্যন্ত (বৃহস্পতি ও শুক্রবার বন্ধ)

হাদীছের গল্প

নবী-রাসূলগণের পরিত্যক্ত সম্পত্তি ছাদাক্বা হিসাবে গণ্য হয়

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যেসব সম্পদ রেখে গেছেন, সেগুলি ছাদাক্বা হিসাবে বায়তুল মালে জমা হয়েছিল। সে সম্পদের দাবী নিয়ে আলী ও আব্বাস (রাঃ) দ্বিতীয় খলীফা ওমর (রাঃ)-এর নিকটে আসেন। তখন তিনি এ বিষয়ে তাদেরকে বুঝিয়ে দেন। এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত হাদীছটি-

মালেক বিন আউস ইবনে হাদাসান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি আমার পরিবার-পরিজনের সাথে বসা ছিলাম। যখন রোদ প্রখর হ'ল তখন ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর দূত আমার নিকটে এসে বলল, আমীরুল মুমিনীন আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আমি তার সঙ্গে রওয়ানা হয়ে ওমর (রাঃ)-এর নিকটে পৌঁছলাম। দেখতে পেলাম, তিনি একটি চাটাইয়ের উপরে বসে আছেন। যাতে কোন বিছানা ছিল না। আর তিনি চামড়ার একটি বালিশে হেলান দিয়েছিলেন। আমি তাঁকে সালাম বলে বসে পড়লাম। তিনি বললেন, হে মালেক! তোমার গোত্রের কতিপয় লোক আমার নিকটে এসেছেন। আমি তাদের জন্য স্বল্প পরিমাণ দান সামগ্রী প্রদানের আদেশ দিয়েছি। তুমি তা বুঝে নিয়ে তাদের মধ্যে বণ্টন করে দাও।

আমি বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! এ কাজটির জন্য আমাকে ছাড়া যদি অন্য কাউকে নির্দেশ দিতেন। তিনি বললেন, ওহে তুমি তা গ্রহণ কর। অতঃপর আমি তাঁর কাছেই বসা ছিলাম। এমন সময় তাঁর দারোয়ান ইয়ারফা এসে বলল, ওছমান ইবনু আফফান, আব্দুর রহমান ইবনু আওফ, যুবাইর ইবনুল আওয়াম ও সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) আপনার কাছে প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছেন। ওমর (রাঃ) বললেন, হ্যাঁ, তাঁদের আসতে দাও। তাঁরা এসে সালাম করে বসে পড়লেন। ইয়ারফা কিছু সময় পরে এসে বলল, আলী ও আব্বাস (রাঃ) আপনার সাক্ষাতের জন্য অনুমতির অপেক্ষায় আছেন। ওমর (রাঃ) বললেন, হ্যাঁ, তাঁদেরকে আসতে দাও। তাঁরা উভয়ে প্রবেশ করে সালাম বলে বসে পড়লেন। আব্বাস (রাঃ) বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আমার ও এ ব্যক্তির মধ্যে মীমাংসা করে দিন।

বনু নাযীরের সম্পদ থেকে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে যা দান করেছিলেন, তা নিয়ে তাঁরা উভয়ে বিরোধ করছিলেন। ওছমান (রাঃ) ও তাঁর সাথীগণ বললেন, হ্যাঁ, আমীরুল মুমিনীন! এদের মধ্যে মীমাংসা করে দিন এবং তাঁদের একজনকে অপরজন থেকে নিরুদ্বেগ করে দিন। ওমর (রাঃ) বললেন, একটু থামুন। আমি আপনাদেরকে সে মহান সত্তার শপথ করে বলছি, যাঁর আদেশে আসমান ও যমীন স্থির রয়েছে। আপনারা কি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আমাদের (নবীগণের) মীরাছ বণ্টিত হয় না। আমরা যা রেখে যাই তা ছাদাক্বারূপে গণ্য হয়? এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজেকেই উদ্দেশ্য করেছেন। ওছমান (রাঃ) ও তাঁর সাথীগণ বললেন, হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরূপ বলেছেন।

এরপর ওমর (রাঃ) আলী ও আব্বাস (রাঃ)-এর প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, আমি আপনাদের আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি, আপনারা কি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরূপ বলেছেন? তাঁরা উভয়ে বললেন, হ্যাঁ, তিনি এরূপ বলেছেন। ওমর (রাঃ) বললেন, এখন এ বিষয়টি সম্পর্কে আমি আপনাদের বুঝিয়ে বলছি। ব্যাপার হ'ল এই যে, আল্লাহ তা'আলা ফায় (যুদ্ধ ব্যতীত লব্ধ সম্পদ)-এর থেকে স্বীয় রাসূল (ছাঃ)-কে বিশেষভাবে দান করেছেন, যা তিনি ছাড়া কাউকে দান করেননি। এরপর ওমর (রাঃ) নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করেন, وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُوْلِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ 'আল্লাহ শত্রুদের কাছ থেকে যে ফায় তার রাসূলকে দিয়েছেন তার জন্য তোমরা কোন ঘোড়া বা উট হাঁকিয়ে যুদ্ধ করনি। বরং আল্লাহ তাঁর রাসূলদেরকে যার উপরে চান বিজয়ী করে দেন। বস্তুতঃ আল্লাহ সকল কিছুর উপর ক্ষমতাশালী' *(হাশর ৫৯/৬)*।

সুতরাং এগুলো নির্দিষ্টরূপে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য নির্ধারিত ছিল। কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ সকল সম্পত্তি নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখেননি এবং আপনাদের বাদ দিয়ে অন্য কাউকে দেননি। বরং আপনাদেরকেও দিয়েছেন এবং আপনাদের কাজেই ব্যয় করেছেন। এ সম্পত্তি থেকে যা উদ্বৃত্ত রয়েছে, তা থেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিজ পরিবার-পরিজনের বাৎসরিক খরচ নির্বাহ করতেন। অতঃপর যা অবশিষ্ট থাকত, তা আল্লাহ্‌র সম্পদে (বায়তুল মালে) জমা করে দিতেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আজীবন এরূপ করেছেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম আপনারা কি তা অবগত আছেন? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ, আমরা অবগত আছি।

এরপর ওমর (রাঃ) আলী ও আব্বাস (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বললেন, আমি আপনাদের উভয়কে আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি, আপনারা কি এ বিষয়ে অবগত আছেন? ওমর (রাঃ) বললেন, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে ওফাত দিলেন তখন আবুবকর (রাঃ) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে দায়িত্ব প্রাপ্ত। একথা বলে তিনি এ সকল সম্পত্তি নিজ দায়িত্বে নেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এসবের আয় থেকে যেসব কাজে ব্যয় করতেন, তিনিও সে সকল কাজে ব্যয় করেন। আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, তিনি এক্ষেত্রে সত্যবাদী, পুণ্যবান, সুপথপ্রাপ্ত ও সত্যাশ্রয়ী ছিলেন।

এরপর আল্লাহ তা'আলা আবুবকর (রাঃ)-কে মৃত্যু দেন। এখন আমি আবুবকর (রাঃ)-এর পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত। আমি আমার খিলাফতকালের প্রথম দু'বছর এ সম্পত্তি আমার

দায়িত্বে রেখেছি এবং এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও আবুবকর (রাঃ) যা যা করতেন তা করেছি। আল্লাহ তা'আলাই জানেন যে, আমি এক্ষেত্রে সত্যবাদী, পুণ্যবান, সুপথপ্রাপ্ত ও সত্যাশ্রয়ী রয়েছি। এরপর এখন আপনারা উভয়ে আমার নিকটে এসেছেন। আর আমার সঙ্গে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং আপনাদের উভয়ের কথা একই। আর আপনাদের ব্যাপারও একই। হে আব্বাস (রাঃ)! আপনি আমার নিকটে আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের সম্পত্তির অংশের দাবী নিয়ে এসেছেন। আর আলী (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন যে, ইনি আমার নিকটে তাঁর স্ত্রী কর্তৃক পিতার সম্পত্তিতে প্রাপ্য অংশ নিতে এসেছেন। আমি আপনাদের উভয়কেই বলছি যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, নবীদের সম্পদ বণ্টিত হয় না, আমরা যা ছেড়ে যাই তা ছাদাক্বারূপে গণ্য হয়। আমি সঙ্গত মনে করছি যে, এ সম্পত্তি আমি আপনাদের দায়িত্বে অর্পণ করব।

এখন আমি আপনাদের বলছি যে, আপনারা যদি চান, তবে আমি এ সম্পত্তি আপনাদের নিকটে সমর্পণ করে দিব এই শর্তে যে, আপনাদের উপর আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার থাকবে এই মর্মে যে, আপনারা এ সম্পত্তি সে সকল কাজে ব্যয় করবেন যে সকল কাজে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), আবুবকর (রাঃ) ও আমি আমার খিলাফতকালে এযাবৎ ব্যয় করে এসেছি। তদুত্তরে আপনারা বলেছেন, এ সম্পত্তিকে আমাদের নিকটে সমর্পণ করুন। আমি উক্ত শর্তের উপর আপনাদের প্রতি সমর্পণ করেছি।

আপনাদেরকে (ওছমান রাঃ ও তাঁর সাথীগণ) উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, আল্লাহ্র কসম! বলুন তো আমি কি তাদেরকে এ শর্তে এ সম্পত্তি সমর্পণ করেছি? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। এরপর ওমর (রাঃ) আলী ও আব্বাস (রাঃ)-এর প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, আমি আল্লাহ্র কসম করে বলছি, বলুন তো আমি কি এ শর্তে আপনাদের প্রতি এ সম্পত্তি সমর্পণ করেছি? তাঁরা উভয়ে বললেন, হ্যাঁ। এরপর ওমর (রাঃ) বললেন, আপনারা কি আমার নিকটে এছাড়া অন্য কোন মীমাংসা চান? আল্লাহ্র কসম! যাঁর আদেশে আকাশ ও পৃথিবী আপন স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে, আমি এক্ষেত্রে এর বিপরীত কোন মীমাংসা করব না। যদি আপনারা এ শর্ত পালনে অপারগ হন, তবে এ সম্পত্তি আমার দায়িত্বে অর্পণ করুন। আপনাদের উভয়ের পক্ষ থেকে এ সম্পত্তি তত্ত্বাবধানে আমিই যথেষ্ট' *(বুখারী হা/২৮৭৫)*।

নবী-রাসূলগণের পরিত্যক্ত সম্পত্তি ছাদাক্বা হিসাবে গণ্য হয়। এ হাদীছ জানা না থাকার কারণে আলী ও আব্বাস (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর রেখে যাওয়া সম্পদের দাবী নিয়ে ওমর বিন খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর নিকটে এসেছিলেন। অতঃপর তাঁরা উক্ত হাদীছ জানার পর উক্ত সম্পদে নিজেদের দাবী ত্যাগ করেন এবং তা রাসূল (ছাঃ), আবুবকর ও ওমর (রাঃ) যেসব কাজে ব্যয় করতেন, সেসব কাজে ব্যয় করার জন্য গ্রহণ করেন।

-মুসাম্মাৎ শারমিন আখতার
পিঞ্জুরী, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

At-Tahreek TV

অহির আলোয় উদ্ভাসিত জীবনের জন্য

অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল 'আত-তাহরীক টিভি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছভিত্তিক দ্বীনি অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে যাচ্ছে। আমাদের নিয়মিত আয়োজন দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, প্রশ্নোত্তর পর্ব, নবীদের কাহিনী, হাদীছের গল্প, ছিরাতে মুস্তাক্বীমের পথে সহ অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সমূহ দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন।

Youtube লিংক :
www.youtube.com/attahreektv
Facebook লিংক :
www.facebook.com/attahreektv

সার্বিক যোগাযোগ :
আত-তাহরীক টিভি, নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭২০-০৫৯৪৪২।
ইমেইল : attahreektv@gmail.com

জাতীয় গ্রন্থ পাঠ প্রতিযোগিতা ২০২০

সকলের জন্য উন্মুক্ত

নির্বাচিত গ্রন্থ

রিয়াযুছ ছালেহীন
('ফাযায়েল' অধ্যায় থেকে শেষ অধ্যায় পর্যন্ত।

পুরস্কার
১ম পুরস্কার : ১০,০০০/- (সনদসহ)।
২য় পুরস্কার : ৭,০০০/- (সনদসহ)।
৩য় পুরস্কার : ৫,০০০/- (সনদসহ)।
বিশেষ পুরস্কার : ২,০০০/- (৫টি)।

প্রতিযোগিতার তারিখ : তাবলীগী ইজতেমা ২০২০-এর ২য় দিন, সকাল ৯-টা
প্রতিযোগিতার স্থান : বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়
প্রশ্নপদ্ধতি : এম সি কিউ, সময় : ১ ঘণ্টা। **পরীক্ষার ফি** : ১০০ টাকা
পুরস্কার বিতরণ : তাবলীগী ইজতেমা, ২য় দিন।

সার্বিক যোগাযোগ
০১৭১৫-২০৯৬৭৬
০১৭৬৪-৯৯৪৯২৮

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ
কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২।

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

সদাচরণের ঋণ

শৈশবেই পিতৃহারা বালক আব্দুল্লাহ। পিতার মৃত্যুর পর দীর্ঘদিন যাবৎ সে মায়ের সাথেই বাস করে আসছে। মায়ের স্বপ্ন ছিল ছেলে লেখাপড়া শিখে অনেক বড় কিছু হবে। তাই শত কষ্টের মাঝেও সন্তানের পড়ালেখার খরচ নিজেই বহন করতেন। নিজের কষ্টগুলো লুকিয়ে রেখে ছেলের আদর-যত্নে কোন কমতি রাখতেন না। বাড়ির সব কাজ তিনি একাই সামলাতেন। ছেলের লেখাপড়াতে যাতে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি না হয়, সেজন্য কখনো তাকে কোন কাজে বলতেন না। ছেলে এক সময়ে স্কুল-কলেজের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে পা রাখলো।

পড়াশুনা ভালোভবেই এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু না। সন্তানের সেই কাঙ্ক্ষিত দৃশ্য দেখার পূর্বেই মা দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন। মাতৃবিয়োগে তরুণ ছেলেটি একবারে আশ্রয়হীন হয়ে পড়ল। অনেক দিন পরেও প্রত্যেক ছালাতে সে মায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে কান্নায় বুক ভাঁসাতো। মায়ের জন্য সে নিয়মিত দান-ছাদাক্বা করত। সব সময় সে প্রার্থনা করত যেন আল্লাহ তা'আলা তার নেক আমলের প্রতিদান তার মাকে প্রদান করেন।

এরপর বহুদিন অতিবাহিত হ'ল। পড়াশুনা শেষ করে সে একদিন প্রতিষ্ঠিত হ'ল। ভালো চাকুরী পেয়ে বিবাহ-শাদী সেরে সচ্ছল জীবন-যাপন করতে লাগলো। একসময় আল্লাহ তার ঘরে এক ফুটফুটে পুত্র সন্তান দান করলেন। তার নাম রাখা হ'ল মুহাম্মাদ। ছেলেও দিনে দিনে বড় হ'তে থাকল।

একদিন তিনি ছালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে এলাকার মসজিদের দিকে বের হ'লেন। দেখলেন কয়েকজন লোক মুছল্লীদের জন্য ঠাণ্ডা পানি সরবরাহ করতে মসজিদে ফিল্টারযুক্ত ফ্রিজ স্থাপন করছে। পরদিন দেখলেন লোকজন তৃপ্তিসহকারে ঐ ফ্রিজ থেকে পানি পান করছে এবং দাতার জন্য দো'আ করছে। এসব দেখে তিনি মনে মনে ভাবলেন, অহেতুক কাজে কত টাকাই তো খরচ হয়ে যায়। অথচ মসজিদের এই প্রয়োজনীয় কাজে খরচ করার কথা কখনো আমার মাথায় আসেনি! এরকম একটা ছাদাক্বায়ে জারিয়া থেকে আমি বঞ্চিত হ'লাম!

কিছুদিন পর মসজিদে মুছল্লীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় আরেকটি ফ্রিজ স্থাপনের প্রয়োজন দেখা দিল। একথা জেনে তিনি আর সময় নষ্ট করলেন না। এ কাজটি সম্পন্ন করার প্রস্তাব নিয়ে ইমাম ছাহেবের নিকটে এসে সালাম দিলেন। কিছু বলার পূর্বেই ইমাম ছাহেব তার উদ্দেশ্যে বললেন, হে মুহাম্মাদের আব্বা! এই ফ্রিজটি দান করার জন্য আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আপনার জীবনকে বরকতমণ্ডিত করুন। একথা শুনে তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, আমি তো দান করার প্রস্তাব নিয়ে এসেছি মাত্র। ইমাম ছাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, আপনি কি বলছেন? আমরা এই ফ্রিজটা তো আপনার পক্ষ থেকেই পেয়েছি।

এমন সময় তার ছেলে মুহাম্মাদ এসে হাযির। সে বলল, আব্বু! আপনার পক্ষ থেকে আমিই এই ফ্রিজটি দান করেছি। পিতা যেন বিস্ময়ে বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন। পিতার হাতে চুমু খেয়ে মুহাম্মাদ বলল, আব্বু! বুদ্ধি হওয়ার পর থেকে আপনাকে দেখি দাদীর জন্য কিভাবে আপনি দান করে চলেছেন। তাই অনেক দিন থেকে আমার খুব ইচ্ছা যে, আমি আপনার জন্য কিছু একটা দান করব। আল্লাহ আমার এই দানের বিনিময়ে যেন আপনার গুনাহসমূহ ক্ষমা করেন এবং আপনাকে জান্নাতুল ফেরদাউসের অধিবাসী করেন। পিতার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। তিনি বললেন, বাবা! তুমি তো কোন চাকুরী করো না, কেবল ইন্টারমিডিয়েট পড়। এত টাকা তুমি কোথায় পেলে?

ছেলে বলল, 'গত পাঁচ বছর যাবৎ আমি এ টাকা সঞ্চয় করছি। আপনি আমাকে প্রতিদিন যে হাত খরচ দিতেন, সেখান থেকে একটু একটু করে জমা করেছি। পাঁচ বছর পর আল্লাহ আমার সে আশা পূর্ণ করেছেন'। *ফালিল্লাহিল হামদ!*

শিক্ষা : পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ ঋণ দানের মত। পিতা-মাতার প্রতি আমরা যে আচরণ করব, অবশ্যই আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকেও আমরা অনুরূপ আচরণ পাব। সুতরাং পিতা-মাতার অবাধ্যতা করা এবং তাদের প্রতি রূঢ় আচরণের পূর্বে ভবিষ্যত চিন্তা করা আবশ্যক। আল্লাহ আমাদের সকলকে আব্দুল্লাহ ও মুহাম্মাদের মতো মানুষ হওয়ার তাওফীক দান করুন-আমীন!

-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী (ঢাকার জন্য)

হিজরী ১৪৪১ ॥ খ্রিষ্টাব্দ ২০২০ ॥ বঙ্গাব্দ ১৪২৬

ইংরেজী মাস	আরবী মাস	বাংলা মাস	বার	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
০১ জানুয়ারী	০৫ জুমাঃ উলাঃ	১৮ পৌষ	বুধবার	৫ : ২০	৬ : ৪২	১২ : ০২	৩ : ০৩	৫ : ২৩	৬ : ৪৩
০৫ ”	০৯ ”	২২ ”	রবিবার	৫ : ২১	৬ : ৪৩	১২ : ০৪	৩ : ০৫	৫ : ২৫	৬ : ৪৬
১০ ”	১৪ ”	২৭ ”	শুক্রবার	৫ : ২৩	৬ : ৪৩	১২ : ০৬	৩ : ০৮	৫ : ২৯	৬ : ৪৯
১৫ ”	১৯ ”	০২ মাঘ	বুধবার	৫ : ২৩	৬ : ৪৪	১২ : ০৮	৩ : ১২	৫ : ৩৩	৬ : ৫২
২০ ”	২৪ ”	০৭ ”	সোমবার	৫ : ২৪	৬ : ৪৩	১২ : ০৯	৩ : ১৫	৫ : ৩৬	৬ : ৫৫
২৫ ”	২৯ ”	১২ ”	শনিবার	৫ : ২৩	৬ : ৪২	১২ : ১১	৩ : ১৮	৫ : ৪০	৬ : ৫৮
০১ ফেব্রুয়ারী	০৬ জুমাঃ আখেরাহ	১৯ মাঘ	শনিবার	৫ : ২২	৬ : ৪০	১২ : ১২	৩ : ২২	৫ : ৪৫	৭ : ০২
০৫ ”	১০ ”	২৩ ”	বুধবার	৫ : ২০	৬ : ৩৮	১২ : ১২	৩ : ২৪	৫ : ৪৮	৭ : ০৪
১০ ”	১৫ ”	২৮ ”	সোমবার	৫ : ১৮	৬ : ৩৫	১২ : ১৩	৩ : ২৬	৫ : ৫১	৭ : ০৭
১৫ ”	২০ ”	০৩ ফাল্গুন	শনিবার	৫ : ১৫	৬ : ৩২	১২ : ১৩	৩ : ২৮	৫ : ৫৪	৭ : ১০
২০ ”	২৫ ”	০৮ ”	বৃহস্পতি	৫ : ১২	৬ : ২৮	১২ : ১২	৩ : ৩০	৫ : ৫৭	৭ : ১২
২৫ ”	৩০ ”	১৩ ”	মঙ্গলবার	৫ : ০৯	৬ : ২৪	১২ : ১১	৩ : ৩১	৬ : ০০	৭ : ১৪

'সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে' *(বুখারী হা/১৯৫৪)*। 'সর্বোত্তম আমল হ'ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা' *(আবূদাঊদ হা/৪২৬)*।

সূত্র : বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), **গণনা পদ্ধতি** : University of Islamic Sciences, Karachi

www.at-tahreek.com

গরুর ল্যাম্পি চর্ম রোগ

দেশে এলোপ্যাথিক গবেষণার পাশাপাশি হোমিও গবেষণাতেও ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। এমনকি গাড়ীতে মাছ পরিবহনের সময় যে অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়, তারও সমাধান হোমিও চিকিৎসা পদ্ধতি দিয়েছে।

বর্তমানে হঠাৎ করে গরুর নতুন রোগ দেখা দিয়েছে যা 'ল্যাম্পি স্কিন ডিজিস' নামে অভিহিত। এটি সুদূর আফ্রিকা হ'তে আগত একটি ভাইরাসজনিত রোগ। এই ভাইরাস রোগটি মহামারী আকার ধারণ করায় খামারী ও কৃষকরা আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। গ্রামের গরীব কৃষকের পক্ষে এই রোগের এলোপ্যাথিক চিকিৎসার খরচ বহন করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তাছাড়াও ভাইরাসজনিত রোগ এন্টিবায়োটিক ও এন্টিহিস্টামিন অতিরিক্ত ব্যবহারের কারণে গর্ভবতী গাভীর গর্ভস্থ বাচ্চা নষ্ট হয়ে (Abortion) গর্ভপাত হচ্ছে। তাই কৃষক ভাইদের এলোপ্যাথিক চিকিৎসার পাশাপাশি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা নেওয়ার জন্য আমরা পরামর্শ দিচ্ছি। ফলে অল্প খরচে স্বল্প সময়ের চিকিৎসায় অর্থনৈতিকভাবে তারা লাভবান হবেন ইনশাআল্লাহ।

রোগের লক্ষণ :

- প্রথমে গরুর শরীরে জ্বর ও বেদনাবোধ হয়।
- শরীরের বিভিন্ন স্থানে গুটি গুটি হয়ে ফুলে যায়।
- বুকের নীচে ও পায়ে রস জমে ফুলে যায়।
- ফোলা গুটিগুলি গরম হয় এবং পরে শক্ত হয়।
- ৫-৭ দিনের মধ্যে ফোলা স্থানের চামড়া ফেটে যায় ও ক্ষত হ'তে রসের মত পুঁজ বের হয়।
- ক্ষত স্থানে গরু জিহ্বা দিয়ে চাটার ফলে ক্ষত দগদগে দেখায়।
- গরু খাওয়া বন্ধ করে দেয় এবং শুকাতে থাকে।
- নাকে ও ফুসফুসে ব্যথা হয়ে শ্বাসকষ্ট হয়।
- শরীরে ব্যথার কারণে গরু নড়াচড়া কম করে এবং খেতে চায় না।
- গর্ভবতী গাভীর বাচ্চা (Abortion) গর্ভপাত হয়ে মারা যায় এবং ছোট দুর্বল গরুও রোগের তীব্রতায় মারা যায়।

প্রতিরোধ ব্যবস্থা :

- এই রোগ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে সুস্থ গরুকে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ **নেট্রাম সালফ ২০০** শক্তি ৩-৫ ফোঁটা ডিস্ট্রিল ওয়াটারের সাথে মিশিয়ে সকাল ও বিকেলে খেতে দিবেন (১৫ দিন)।
- অথবা **ক্যালকেরিয়া কার্ব ২০০** শক্তি ঔষধ উপরোক্ত নিয়মে খাওয়াবেন (১৫ দিন)।

বিঃদ্রঃ ঔষধ নির্বাচনের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ চিকিৎসক লক্ষণ অনুসারে উপযুক্ত ঔষধ নির্বাচন করবেন।

চিকিৎসা ব্যবস্থা :

রোগটি যেহেতু ভাইরাস জনিত ও গ্রন্থিতে আক্রমণ করে তাই নির্বাচিত ঔষধের উচ্চতর শক্তি ব্যবহার করতে হবে।

১. **হিপার সালফ** : ক্ষতস্থানের পুঁজ সাদা হ'লে এবং ব্যথা থাকলে সকালে ও বিকালে ৩-৪ ফোঁটা ঔষধ ২৫০ মিলি ডিস্ট্রিল ওয়াটারের সাথে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।

২. **রাসটক্স** : যদি ক্ষতস্থানে গরু জিহ্বা দ্বারা চেটে দগদগে লাল করে ফেলে, তবে এই ঔষধ পূর্বে বর্ণিত নিয়মে খাওয়াতে হবে।

৩. **এসিড নাইট্রিক** : ক্ষতগুলি গভীর ও লাল দগদগে হ'লে এই ঔষধ পূর্বে বর্ণিত নিয়মে খাওয়াতে হবে।

৪. **সাইলিশিয়া** : ক্ষতস্থান হ'তে পানির মত পাতলা রক্ত পূঁজ বের হ'তে থাকলে এই ঔষধ পূর্বে বর্ণিত নিয়মে খাওয়াতে হবে।

নিয়মাবলী/সেবন বিধি :

২০০ শক্তি অথবা ১০০০ শক্তি ঔষধ ৩-৪ ফোঁটা ২৫০ মিলি ডিস্ট্রিল ওয়াটারে মিশিয়ে সকালে ও বিকালে খাওয়াতে হবে। (মোট ৫-৭ দিন)

হোমিও ঔষধ সেবনের সুবিধা :

- খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে রোগাক্রান্ত গরু সুস্থ হয়।
- গর্ভবতী গাভীর গর্ভস্থ বাচ্চা নষ্ট হয় না।
- ঔষধ খাওয়ানোর পদ্ধতি খুব সহজ।
- চিকিৎসককে বার বার আক্রান্ত গরু দেখানোর দরকার হয় না।
- চিকিৎসায় ব্যবহৃত ঔষধ সহজলভ্য হওয়ায় চিকিৎসা ব্যয় স্বল্প।
- এন্টিবায়োটিক ও এন্টিহিস্টামিনের ব্যবহার না থাকায় আক্রান্ত গরুর রোগ পরবর্তী সুস্থ অবস্থায় দুধ ও গোশত খাওয়া নিরাপদ।

সতর্কতা :

- রোগাক্রান্ত পশু হ'তে সুস্থ পশুকে আলাদা করে রাখতে হবে।
- আক্রান্ত পশু জিহ্বা দ্বারা যদি ক্ষতস্থান চাটে তবে সেই গরুকে কোন সুস্থ পশুর শরীর চাটতে দিবেন না।
- আক্রান্ত পশুর সেবা করার পর নিজের শরীর জীবাণুনাশক যেকোন লিকুইড দিয়ে ভালভাবে ধৌত করবেন।
- রোগাক্রান্ত পশুকে (এলার্জীযুক্ত খাদ্য) মসুর ও কালাই-এর ডাইল ও ভূষি খাওয়ানো হ'তে বিরত রাখবেন।

-ডাঃ মুহাম্মাদ মনছুর আলী
(হোমিও গবেষক ও কনসালটেন্ট)
চেম্বার : হোমিও রিসার্চ কর্ণার (এ্যানিম্যাল ডিভিশন)
তাহেরপুর বাজার, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭৬৫-৯৪৮৭১৭।

কবিতা

পৃথিবীর কান্না

আতিয়ার রহমান
মাদরা, সোনাবাড়িয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

পৃথিবীর কান্না শুনতে পাচ্ছ কি?
বুকে কোটি বছরের পঙ্কিলতার পাথর!
এক অসহ্য যন্ত্রণা।
মানুষরূপী পশুদের অত্যাচার আজ
অতিক্রম করেছে ধৈর্যের পরিসীমা,
তাই পৃথিবী কাঁদে।
শক্তিমত্তার নিষ্ঠুর অত্যাচারে যখন
তার নিপীড়িত দুর্বল সন্তানগুলো
বুকফাঁটা আর্তনাদে চিৎকার করে
তখন পৃথিবী কাঁদে।
মানুষ যখন পশুত্বের সীমানা পেরিয়ে
সতীত্বের পবিত্রতা হননের পর
জীবনটাকে ছিনিয়ে নেয়
তখন পৃথিবী কাঁদে।
সম্পদের পাহাড় গড়তে যখন মজুদদাররা
গরীবের মুখের খাবার ছিনিয়ে নিয়ে
বনু আদমকে আরো বুভুক্ষার দিকে ঠেলে দেয়
তখন পৃথিবী কাঁদে।
বুদ্ধিজীবিরা যখন বুদ্ধির প্যাঁচে ফেলে
আল্লাহভীরু লোকদেরকে
ফাঁসির মঞ্চের দিকে ঠেলে দেয়
তখন পৃথিবী কাঁদে।
আকাশ কাঁদে, বাতাস কাঁদে, কাঁদে
পৃথিবীর মাটি।
তাই কখন যে সে এ্যাটমের মত
ফেটে গিয়ে বিধ্বস্ত করবে নিজেকে
আর সেই সাথে পৃথিবীতে বিচরণশীল
মানুষরূপী পশুগুলোকে
তা সে নিজেও বলতে পারে না।
সেই দিন উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল
স্তব্ধ হয়ে যাবে চিরদিনের জন্য
আর সেই সাথে থেমে যাবে পৃথিবীর কান্না।

বিদ'আত

মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম
গোপালপুর, রাণীনগর, নওগাঁ।

ধর্মের নামে সৃষ্ট প্রত্যেক নতুন কাজ
সর্বনিকৃষ্ট, সেটাই বিদ'আত।
কবুল হবে না নফল ফরয কোন ইবাদত
যে ব্যক্তি করবে বিদ'আত।
বিদ'আত করলে মানুষ হবে পথভ্রষ্ট
বিদ'আতীর আমল হয়ে যাবে নষ্ট।
হাউযে কাউছারের পানি পাবে না করলে বিদ'আত
বিদ'আতীর জন্য নেই রাসূলের শাফা'আত।
যদি বিদ'আত করে কোন সম্প্রদায়
সমপরিমাণ সুন্নাত সেখান থেকে উঠে যায়।
বিদ'আতীরা সারা জীবন করে যায় ভুল
বিদ'আতীর তওবা হয় না কবুল।
বিদ'আতীর জন্য রয়েছে আল্লাহ ও রাসূলের অভিশাপ
ভেবে দেখো বিদ'আত কত বড় পাপ?
বিদ'আত করলে মানুষ হয়ে যায় গোমরাহ
গোমরাহীর পরিণাম হ'ল জাহান্নাম।
ছালাতের পর হাত তুলে সম্মিলিত মুনাজাত, মীলাদ, শবেবরাত
শরী'আতে সবগুলিই নিঃসন্দেহে বিদ'আত।
হে বিদ'আতীরা! হও হুঁশিয়ার-সাবধান
শরী'আতে নতুন আমল হবে প্রত্যাখ্যান।
আসুন সবাই বিদ'আতমুক্ত জীবন যাপন করি
সুন্নাতী আমল করে জান্নাতী জীবন গড়ি।

শিক্ষক/শিক্ষিকা আবশ্যক

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর বালক ও বালিকা শাখার জন্য নিম্নোক্ত পদসমূহে শিক্ষক/শিক্ষিকা আবশ্যক।

(১) সহকারী শিক্ষক (আরবী) (২ জন)। যোগ্যতা : দাওরায়ে হাদীছ/কামিল/এম.এ।
(২) সহকারী শিক্ষক (ইংরেজী) (১ জন)। যোগ্যতা : এম.এ (ইংরেজী)।
(৩) জুনিয়র সহকারী শিক্ষক (আরবী) (১ জন)। যোগ্যতা : দাওরায়ে হাদীছ/ফাযিল/বিএ।
(৪) হাফেয (১ জন)। **(৫) ক্বারী** (১ জন)।
(৬) সহকারী শিক্ষিকা (আরবী) (২ জন)। যোগ্যতা : দাওরায়ে হাদীছ/কামিল/এম.এ।
(৭) সহকারী শিক্ষিকা (ইংরেজী) (১ জন)। যোগ্যতা : এম.এ (ইংরেজী)।
(৮) হাফেযা (১ জন)। **(৯) মহিলা ক্বারী** (১জন)।

আগ্রহী প্রার্থীগণকে সেক্রেটারী বরাবরে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন করার শেষ তারিখ আগামী ১৬ই জানুয়ারী ২০২০।

যোগাযোগ : সেক্রেটারী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭১১-৩৫৯৪৭৫, ০১৭১৭-৮৬৫২১৯।

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (সীরাত বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. গারে ছাওরে। তিন দিন তিন রাত।
২. আব্দুল্লাহ বিন উরাইক্বিত লায়ছী।
৩. ১০০ উট।
৪. কাছওয়া।
৫. নবী করীম (ছাঃ) ও আবু বকর (রাঃ) ১৪ নববী বর্ষের ৮ই রবীউল আউয়াল মোতাবেক ৬২২ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর সোমবার দুপুরে মদীনার নিকটবর্তী ক্বোবা উপশহরে পৌঁছেন।
৬. ১২ই রবীউল আউয়াল মোতাবেক ৬২২ খ্রিষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার।
৭. আবু আইয়ূব আনছারী (রাঃ)-এর বাড়ীতে।
৮. মসজিদে কোবা।
৯. মদীনার সনদ।
১০. চার বার।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (মানব দেহ বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. ১৩ ভাগের এক ভাগ।
২. দেড় একর জমি।
৩. হাঁচি দিতে পারে না।
৪. জিহ্বা।
৫. পাঁজর।
৬. কানের হাড়।
৭. ৩০০টি হাড়।
৮. ২০৬টি।
৯. ১৫০ দিন। এরপর নিজে থেকেই ঝরে যায়।
১০. ২৬ ধরনের।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (সীরাত বিষয়ক)

১. নবী করীম (ছাঃ) কতবার হজ্জ করেন?
২. বিদায় হজ্জে কত লোক নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে হজ্জ করেন?
৩. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কয়টি রামাযান ছিয়াম পালন করেন?
৪. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখন মৃত্যুবরণ করেন?
৫. মৃত্যুর সময় নবী করীম (ছাঃ)-এর বয়স কত হয়েছিল?
৬. নবী করীম (ছাঃ)-কে কোথায় দাফন করা হয়েছে?
৭. রাসূল (ছাঃ)-এর জানাযার ছালাত কে পড়িয়েছেন?
৮. নবী করীম (ছাঃ)-এর কয়জন স্ত্রী ছিল?
৯. তাঁর সর্বাধিক প্রিয় স্ত্রী কে ছিলেন?
১০. তাঁর জীবদ্দশায় কোন স্ত্রী মৃত্যুবরণ করেন?

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (মানব দেহ বিষয়ক)

১. চোখের পানি কোথা থেকে নিঃসৃত হয়?
২. নার্ভের মাধ্যমে প্রবাহিত আবেগের গতি প্রতি সেকেন্ডে কত মিটার?
৩. একজন সুস্থ মানুষের একটি হৃদ কম্পন সম্পূর্ণ হ'তে কত সময় লাগে?
৪. শরীর থেকে বর্জ পদার্থ ইউরিয়া বের করে দেয় কোন অঙ্গ?
৫. মুত্র প্রস্তুত হয় কোথায়?
৬. থাইরয়েড গ্রন্থি হ'তে নিঃসৃত প্রাণরসের নাম কী?
৭. চোখের মধ্যে সবচেয়ে সংবেদনশীল অংশের নাম কি?
৮. আমিষ জাতীয় খাদ্য পরিপাক করে কোন জারক রস?
৯. বহিঃকর্ণ ও মধ্যকর্ণ এর সংযোগস্থলের পর্দাটির নাম কি?
১০. জীব দেহের ওযনের প্রায় ২৪ ভাগ কোন পদার্থ?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
বখশী বাজার, ঢাকা।

সোনামণি সংবাদ

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৫ই নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ দারুল হাদীছ (প্রা.) বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে 'সোনামণি' রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। মারকায এলাকা 'সোনামণি'র প্রধান উপদেষ্টা ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর হিফয বিভাগের প্রধান হাফেয লুৎফর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র-কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক মুখতারুল ইসলাম ও রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ গিয়াছুদ্দীন। অনুষ্ঠান শেষে আবু রায়হানকে পরিচালক করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট সোনামণি রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা পরিচালনা পরিষদ ও ইমরুল কায়েসকে পরিচালক করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট মারকায এলাকা পুনর্গঠন করা হয়।

আতানারায়ণপুর, মোহনপুর, রাজশাহী ২০শে নভেম্বর বুধবার : অদ্য সকাল ৭-টায় যেলার মোহনপুর থানাধীন আতানায়ণপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। মোহনপুর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আফাযুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ ও 'সোনামণি' মারকায এলাকার সূর্যমুখী শাখা'র সহ-পরিচালক আব্দুল মতীন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ সুলায়মান, অত্র মক্তবের শিক্ষক আব্দুর রাযযাক, মুহাম্মাদ নাঈমুদ্দীন ও মুহাম্মাদ কামালুদ্দীন।

শুরেরপাড়, ইসলামপুর, জামালপুর ২১শে নভেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার ইসলামপুর থানাধীন শুরেরপাড় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'সোনামণি' জামালপুর-উত্তর যেলার উদ্যোগে যেলা পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মাসঊদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অনুষ্ঠান শেষে হাফেয যোবায়দুর রহমানকে পরিচালক করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট যেলা পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়।

পাইকপাড়া, পবা, রাজশাহী ২২শে নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার পবা থানাধীন পাইকপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ ভিত্তিক মক্তবের শিক্ষক মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ ও রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ খালেদ হাসান।

বড়বনগ্রাম শেখপাড়া, বোয়ালিয়া, রাজশাহী ২৪শে নভেম্বর রবিবার : অদ্য সকাল ৭-টায় যেলার বোয়ালিয়া থানাধীন বড়বনগ্রাম শেখপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ ভিত্তিক মক্তবের শিক্ষক মুহাম্মাদ মোকাম্মাল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ ও রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক খালেদ হাসান।

ভূগরইল মধ্যপাড়া, শাহমখদুম, রাজশাহী ২৫শে নভেম্বর সোমবার : অদ্য বাদ আছর যেলার শাহমখদুম থানাধীন ভূগরইল মধ্যপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ ভিত্তিক মক্তবের শিক্ষক মুহাম্মাদ মুসলিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ, মুঈনুল ইসলাম ও 'সোনামণি' মারকায এলাকার সূর্যমুখী শাখা'র সহ-পরিচালক আব্দুল মতীন

স্বদেশ

রূপকথার গ্রাম নাটোরের হুলহুলিয়া

এ যেন এক রূপকথার গ্রাম। নেই চুরি, ডাকাতি বা মাদকের ছোবল। নেই কোন ঝগড়া-বিবাদ। নেই রাজনৈতিক বিরোধ। এমনকি স্বাধীনতার আগে-পরে এ গ্রামের কেউ কখনও মামলা করতে থানায় গেছে বলে জানা যায় না। সুখে-দুঃখে একে অন্যের পাশে থাকেন গ্রামের সবাই। বিস্ময়কর এ গ্রামের নাম হুলহুলিয়া। এটি নাটোরের সিংড়া উপযেলার চৌগ্রাম ইউনিয়নে অবস্থিত। ১৩টি পাড়া নিয়ে গঠিত চলনবিল বেষ্টিত গ্রামটির আয়তন প্রায় দুই বর্গকিলোমিটার। জানা যায়, এখানে শিক্ষার হার ও স্যানিটেশন-ব্যবস্থা প্রায় শতভাগ। শীতে এ গ্রামে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে অতিথি পাখি। কিন্তু পাখি মারার প্রবণতা নেই গ্রামবাসীর। ব্রিটিশ আমল থেকে স্বশাসন ব্যবস্থা চলে আসছে এখানে। সবাই শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসচেতন। এর প্রতিফলন দেখা যায় এ গ্রাম থেকে বেরিয়ে আসা মেধাবীদের পরিসংখ্যানে। গ্রামের দেড় শতাধিক সন্তান প্রকৌশলী, শতাধিক চিকিৎসক। আছেন কৃষিবিদ, আইনবিদ, প্রতিরক্ষা বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাও।

জানা গেছে, ১৯১৪-১৫ সালের দিকে একবার প্রবল বন্যায় ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ায় গ্রামে অভাব দেখা দেয়। গ্রামের অনেক চাষী ধানবীজের অভাবে জমি ফেলে রাখতে বাধ্য হন। সবার মনে কষ্ট ও হতাশা। বিষয়টি গ্রামের মাতব্বর মছির উদ্দিন মৃধার মনে দাগ কাটে। একদিন গ্রামের প্রতিটি পরিবার থেকে একজন করে লোক ডেকে সভায় বসেন তিনি। সিদ্ধান্ত হয়, যাদের ঘরে অতিরিক্ত ধানবীজ আছে, তারা বিনাশর্তে অন্যদের ধার দিবেন। সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়, খালি জমি ফসলে ভরে ওঠে। এতে উদ্বুদ্ধ হয়ে গ্রামের উন্নয়নে ১৯৪০ সালে 'হুলহুলিয়া সামাজিক উন্নয়ন পরিষদ' নামে একটি পরিষদ গঠিত হয়। এই পরিষদ গ্রামের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও বিচার ব্যবস্থা পরিচালনা করে। গ্রামে কোন বিরোধ হ'লে এই প্যানেল আলোচনার মাধ্যমেই তা মীমাংসা করে। বিচারক প্যানেল ও পরিষদের ওপর গ্রামবাসীর আস্থা আছে বলে তারা পরিষদের উপরই নির্ভর করে। পরিষদের উদ্যোগে স্কুল, মাদ্রাসা, কবরস্থান, চলাচলের রাস্তা সবই তৈরী করা হয়েছে। এ সংগঠন ছাড়াও হুলহুলিয়ায় সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করে আসছে 'শেকড়' ও 'বটবৃক্ষ' নামের দু'টি সামাজিক সংগঠন। এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য সবাই চাকুরিজীবী। তাদের অনুদানে গ্রামের অভাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি, অসহায় মানুষকে সহায়তা ও বেকারদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হয়।

চৌগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মুহাম্মাদ জাহেদুল ইসলাম ভোলা বলেন, পরিষদ থাকায় হুলহুলিয়া গ্রামে কোন বিবাদ বা সংঘর্ষ হয় না বললেই চলে। সিংড়া থানার ওসি (তদন্ত) নে'আমুল হক বলেন, থানার পরিসংখ্যানই বলে, হুলহুলিয়া গ্রামের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খুবই ভালো। জমিজমা নিয়ে বিরোধ হ'লেও গ্রামের পরিষদই তা সমাধান করে।

দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে বেশী ঘুষের ঝুঁকিতে বাংলাদেশ

ঘুষ লেনদেনের ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে বেশী ঝুঁকিতে রয়েছে বাংলাদেশ। বিশ্বের ২০০টি দেশের ২০১৯ সালের চিত্র নিয়ে সম্প্রতি করা একটি আন্তর্জাতিক প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।

আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ঘুষবিরোধী ব্যবসায়িক সংগঠন 'ট্রেস' এই প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। মূলতঃ ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ঘুষের বিষয়টি বিবেচনা করে এই সূচক তৈরী করা হয়েছে। প্রতিবেদনের সূচক অনুসারে, ৭২ পয়েন্ট পেয়ে ১৭৮তম অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। গত বছর থেকে চলতি বছর ২ পয়েন্ট বেশী পেয়েছে বাংলাদেশ। এর অর্থ হ'ল, ঘুষের ঝুঁকি আরও বেড়েছে। এছাড়া ভারত রয়েছে ৭৮তম অবস্থানে। আর পাকিস্তানের অবস্থান ১৫৩তম।

দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে ভালো অবস্থানে রয়েছে ভুটান। আর ঘুষের ঝুঁকি সবচেয়ে কম নিউজিল্যান্ডে। মাত্র ৪ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার শীর্ষে রয়েছে দেশটি। আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে নরওয়ে ও ডেনমার্ক। 'ট্রেস'র প্রতিবেদন অনুসারে ২০০টি দেশের মধ্যে ঘুষ লেনদেনের সবচেয়ে বেশী ঝুঁকিতে রয়েছে সোমালিয়া। এর ওপর ১৯৯তম অবস্থানে রয়েছে দক্ষিণ সুদান। আর ১৯৮তম অবস্থানে রয়েছে উত্তর কোরিয়া।

বাংলাদেশীরা সাঁতরে ইতালী যাবে, তবুও ভারতে নয়

-দিল্লীতে বাংলাদেশ হাইকমিশনার

বাংলাদেশের মানুষ ভারতে যাওয়ার বদলে প্রয়োজনে ভূমধ্যসাগর সাতরে পাড়ি দিয়ে ইতালিতে যাবে। গত ২০শে নভেম্বর দিল্লীতে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে এ মন্তব্য করেছেন ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের বিদায়ী হাই কমিশনার সৈয়দ মোয়াযযম আলী। ভারতে অবৈধ বাংলাদেশী 'অনুপ্রবেশ' নিয়ে তিনি বলেন, 'অনুপ্রবেশের রাজনীতি'র কারণেই ভারতে অবৈধ অভিবাসনের বিষয়টি এতটা আলোচনায় এসেছে। তার মতে, রাজনীতিকরা নিজেদের স্বার্থে একে ব্যবহার করছেন।

নিজের বক্তব্যের স্বপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে হাইকমিশনার আরও বলেন, বাংলাদেশীদের জন্য ভারতে 'পুল ফ্যাক্টর' (আকৃষ্ট করার মতো উপাদান) অত বেশী কাজ করে না। কেননা, দুই দেশের মাথাপিছু আয়ে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। আর উত্তর-পূর্ব ভারতে মাথাপিছু আয় বাংলাদেশের চেয়ে কম। এছাড়া তিস্তা ইস্যু নিয়ে তিনি বলেন, 'অভিন্ন সম্পদের ভাগাভাগির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাই দুই দেশের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ'। তিস্তা ইস্যু সমাধান হলে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কে নাটকীয় পরিবর্তন আসবে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

চার ভাইয়ের ৫ হাযার কোটি টাকার ব্যবসা

পিতার দেওয়া ৬০ লাখ টাকা পুঁজি নিয়ে নিজেদের পুরানো বাড়িকে ছোট্ট কারখানায় রূপান্তর করে চার ভাই মিলে কিনলেন ৩৭টি সেলাই মেশিন। শুরু হ'ল পোষাক তৈরী। কিন্তু কঠোর পরিশ্রম করেও দুই বছরে লাভের মুখ দেখলেন না। বিভিন্ন সময়ে হতাশা গ্রাস করেছে তাদের। তবে পিতা-মাতা সবসময় পাশে থেকে সাহস যুগিয়েছেন। এদিকে মুনাফা না হ'লেও পণ্যের মান ঠিক রাখা ও সময়মতো তা বুঝিয়ে দিয়ে অল্প দিনেই অনেক ক্রেতার সুনজরে পড়ে যান তারা। ফলে ১৯৯৩ সালে যুক্তরাজ্যের এক ক্রেতার কাছ থেকে সরাসরি ক্রয়াদেশ পাওয়ার পর থেকে চার ভাইকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। ২৯ বছরের ব্যবধানে পোশাকশিল্পের শীর্ষ রফতানীকারকদের অন্যতম তাঁরা।

১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত 'ডিবিএল গ্রুপ' নামের এই প্রতিষ্ঠানটির মালিক সেই চার ভাই হ'লেন আব্দুল ওয়াহেদ, এম এ জব্বার, এম এ রহীম ও এম এ কাদের। পোশাক দিয়ে শুরু হ'লেও গত ২৯ বছরে সিরামিক, তথ্যপ্রযুক্তি, টেলিযোগাযোগ ও ড্রেজিং ব্যবসায় নাম লিখিয়েছে ডিবিএল। আগামী বছর তারা দেশে ওষুধ ব্যবসায়ও আসছেন। সব মিলিয়ে ডিবিএল গ্রুপের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বর্তমানে ২৪টি। এসব প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন ৩৬ হাযার কর্মী। বর্তমানে সব মিলিয়ে গ্রুপটির বিনিয়োগের পরিমাণ ৬ হাযার

কোটি টাকার বেশী।

গ্রুপটির এমডি এম এ জব্বার বলেন, শুরু থেকেই চার ভাই একসাথে ব্যবসা করেছেন। কখনো আলাদা হওয়ার কথা ভাবেননি। একসঙ্গে ব্যবসা করাটাই শক্তি বলে মনে করেন তারা। তিনি বলেন, 'আমাদের বাপ-চাচারা একসঙ্গে ব্যবসা করেছেন। আমরা দেখেছি, চাচা পিতাকে কিভাবে সম্মান করেন। আমার ভাইদের মধ্যে প্রথম থেকেই ছাড় দেওয়ার মনোভাব ছিল। কে কম নেবে, কে বেশী নেবে সেটি নিয়ে কেউ কখনোই ভাবেনি। যার যতটুকু দরকার সে ততটুকুই নিয়েছে। আর প্রত্যেকেই একসঙ্গে থাকার সুবিধা বোঝে ও বিশ্বাস করে, একসঙ্গে ব্যবসা করাটাই শক্তি।

[পারস্পরিক ক্ষমা ও উদারতাই যেকোন ঐক্য ও উন্নয়নের চাবিকাঠি। আমরা সর্বত্র এমন পরিবেশ কামনা করি (স.স.)]

বিদেশ

আদালতের রায় : ভাঙতে হবে গির্জা

১৯৯২-১৯৯৫ সালের যুদ্ধে বসনিয়া-হার্জেগোভিনা দখল করে নিয়েছিল খৃস্টান সার্ব বাহিনী। সেখানে তারা তিন লাখেরও বেশী মুসলিমকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। দখল করে নিয়েছিল মুসলমানদের জমিজমা। সে সময়ই মুসলিম নারী ফাতা অলিভিচকে তার বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে তার বাগানে নির্মাণ করা হয় একটি গির্জা। দীর্ঘ আইনী লড়াই শেষে অবশেষে গত ২রা অক্টোবর ইউরোপীয়ান কোর্ট অব হিউম্যান রাইটস ৯০ কর্মদিবসের মধ্যে গির্জাটি ভেঙে ফেলার এবং মহিলার জমি ফিরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

ফাতা অলিভিচ বসনিয়া-হার্জেগোভিনার যুদ্ধকালীন দেশটির স্রেব্রেনিৎসা উপশহরে স্বামী-সন্তান নিয়ে বসবাস করতেন। গণহত্যার সময় তিনি স্বামীসহ অন্তত ২২ জন নিকটাত্মীয়কে হারান। এরপর সেখান থেকে পালিয়ে আসেন তিনি। ১৯৯৯ সালে তিনি ফিরে এসে দেখেন তার জমি দখল করে অবৈধভাবে বানানো হয়েছে এটি গির্জা। অতঃপর তিনি তা অপসারণের জন্য আইনী লড়াই শুরু করেন এবং দীর্ঘ ২০ বছর পর তার জায়গাটুকু ফিরে পেলেন। উল্লেখ্য, ১৫ শতকে উছমানীয় সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতেহ বসনিয়া-হার্জেগোভিনা জয় করেন এবং চার শতাধিক বছর যাবৎ এ অঞ্চলে তুর্কী শাসন অব্যাহত থাকে। অতঃপর ১৮৭৮ সালে দেশটি অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরির করতলগত হয়। বর্তমানে দেশটির জনসংখ্যার ৫১ শতাংশ মুসলিম (তন্মধ্যে শী'আ ১৩%) এবং ৪৫% খৃষ্টান। আর বাকী ৩% অন্যান্য ধর্মাবলম্বী।

[মিয়ানমার ও ভারত সহ অন্যান্য নিপীড়ক দেশগুলি কি এ দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না। এ পৃথিবীর মালিকানা আল্লাহ্‌র! এখানে যেখানে খুশী বসবাসের অধিকার সবার। তাই মানুষকে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা নিঃসন্দেহে অন্যায়। অতএব সাবধান না হ'লে আল্লাহ্‌র গযব অবশ্যম্ভাবী (স.স.)]

৯ বছর বয়সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী!

শুনতে বিস্ময়কর মনে হ'লেও, মাত্র ৯ বছর বয়সেই বেলজিয়ান এক বালক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রী নিতে চলেছে। এ বছরের ডিসেম্বর মাসে সে তার ডিগ্রী লাভ করবে এবং সেরকম হ'লে বিশ্বে সে-ই হবে সবচেয়ে কম বয়সী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী। লরেন সিমন নামের এই বালকটি জানায় যে, তার বয়স যখন মাত্র ছয়, তখনই সে হাই স্কুলে পড়াশোনা শুরু করে। সে আশা করছে যে, আগামী মাসে সে হল্যান্ডের আইন্ডহফেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পড়াশোনা শেষ করতে পারবে। আট বছর বয়সে সে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে শুরু করে। লরেনের স্মৃতি-শক্তি খুবই প্রখর। সবকিছু সে ছবির মতো করে মনে রাখতে পারে। তার আই কিউ ১৪৫, যা আইনস্টাইন ও স্টিফেন হকিং-এর আই কিউর কাছাকাছি। লরেন বলেছে, তার স্বপ্ন কৃত্রিম অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তৈরী করা এবং এজন্যে সে এখন মেডিসিনে পড়াশোনা করতে চায়। বিশেষ করে সে কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড তৈরি করতে চায়।

লরেনের পিতা আলেকজান্ডার সিমন একজন দাঁতের ডাক্তার। তিনি বলেন, আর সবার মতোই সে স্কুলে যেত। তার শিক্ষকরা বলতেন যে, লরেন খুব মেধাবী। তারা তাকে অতিরিক্ত কাজ দিতেন। তিনি বলেন, প্রাইমারী স্কুল শেষ করার পর হাই স্কুলে উঠে প্রায় ছয় বছরের লেখাপড়া সে মাত্র দেড় বছরেই শেষ করে ফেলেছে। কিভাবে তার সন্তান এতো দ্রুত পড়াশোনা করেছে সেবিষয়ে তাদের কাছে কোন ব্যাখ্যা নেই।

ভারতজুড়ে মসজিদ ধ্বংসের পরিকল্পনা করছে কট্টর হিন্দুত্ববাদীরা!

ভারতের অযোধ্যায় ধ্বংস করা ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ ও রাম জন্মভূমি বিতর্কের দীর্ঘ দিনের বিরোধের রায় দিয়েছে দেশটির সুপ্রীম কোর্ট। রায় ঘোষণার পরপরই বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি) সহ কট্টর হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো তাদের পরবর্তী টার্গেট সম্পর্কে মুখ খুলতে শুরু করেছে। তারা ৩২ হাযার মন্দির উদ্ধারের নামে ভারতের মসজিদগুলোকে ধ্বংস করার ঘোষণা দিয়েছে।

রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠার অংশ হিসাবে গান্ধীজীর স্বপ্ন সফলের লক্ষ্যে মথুরার শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমি, বারানসীর কাশী বিশ্বনাথ মন্দির এবং পশ্চিমবঙ্গে আদিনাথ মন্দির নির্মাণ করা হবে। মূলতঃ এসব স্থানে এখন মসজিদ রয়েছে। যা তাদের পরবর্তী টার্গেট।

সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ধর্ম প্রসারের দায়িত্বে থাকা স্বরূপ চট্টোপাধ্যায় এক সাক্ষাৎকারে বলেন, সুপ্রীম কোর্টের রায়ে সারা ভারতের হিন্দু সমাজের জয় হয়েছে। এ রায়ের ফলে ভারত থেকে ৪০০ বছরের পরাধীনতার চিহ্ন মুছে গেছে। তিনি বলেন, আমাদের পরবর্তী টার্গেট কাশী, মথুরাসহ দেশের ৩২ হাযার মন্দিরকে উদ্ধার করা।

এছাড়া 'হিন্দু সংহতি'র সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য সুপ্রীম কোর্টের রায়ের পর মুসলিম ও ইসলাম ধর্মকে বিদেশী উল্লেখ করে বলেছেন, বিদেশী আক্রমণকারীদের চিহ্ন মুছে ফেলে যেভাবে রাম জন্মভূমিকে মুক্ত করা হ'ল, সেভাবেই মথুরার শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমি, বারানসীর কাশী বিশ্বনাথ মন্দির এবং অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গের আদিনাথ মন্দির (আদিনা মসজিদ) মুক্ত করা হবে।

[এইসব রাজনৈতিক দুর্বৃত্তরাই ভারতবর্ষে অশান্তি সৃষ্টির মূল নায়ক। আল্লাহ এদের ধ্বংস করুন! (স.স.)]

নেকাব খুলতে বলায় বিমানবন্দর থেকেই ফিরে গেলেন ড্যানিশ মুসলিম নারী

সম্প্রতি ড্যানিশ এক মুসলিম নারী তিউনিসিয়া থেকে বেলজিয়ামে এসে এয়ারপোর্ট থেকেই ফিরে গেছেন। পর্দানশীন ঐ নারীকে বিমানবন্দরে নেকাব খুলতে বলা হয়েছিল। কিন্তু তিনি জনসম্মুখে নেকাব খুলতে অস্বীকৃতি জানান এবং আলাদা কোন ঘরে নিয়ে নারী কর্মকর্তা দিয়ে চেক করার কথা বলেন। কিন্তু এতে অস্বীকৃতি জানায় বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। তিনিও কোন পুরুষের সামনে নেকাব না খোলার ব্যাপারে অটল থাকেন। অতঃপর বেলজিয়ামে প্রবেশ না করে এয়ারপোর্ট থেকেই আবার তিউনিসিয়ায় ফিরে যান। সংখ্যাগরিষ্ঠ খৃস্টান দেশের একজন সংখ্যালঘু মুসলিম নারী হওয়ার পরও তাঁর ধর্মভীরুতা ও পর্দার প্রতি এ সম্মান সকলকে বিস্মিত করেছে।

www.at-tahreek.com

জাতিসংঘে ইসরাঈলকে ত্যাগ করে ফিলিস্তীনের পক্ষে ভোট কানাডার

সবাইকে অবাক করে দীর্ঘ ১০ বছর পর কানাডা প্রথমবারের মত ফিলিস্তীনের পক্ষে জাতিসংঘের কোন প্রস্তাবে ভোট দিয়েছে। এর আগে ধারাবাহিকভাবে দেশটি ইসরাঈলের পক্ষেই ভোট দিয়েছে। কানাডা মনে করে ফিলিস্তীনীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার রয়েছে। এতে আমেরিকা ক্ষুব্ধ হলেও মন জয় করে নিয়েছে কোটি কোটি মুসলমানদের হৃদয়। দীর্ঘদিন ধরে ইসরাঈল ফিলিস্তীনের ভূখণ্ড দখল করে আসছে। সম্প্রতি ট্রাম্প প্রশাসন ফিলিস্তীনীদের বাড়িঘর ও জায়গা দখলকে বৈধ বলে ঘোষণা দিয়েছে। যার পরিপেক্ষিতে কানাডা তাদের অবস্থান পরিবর্তন করেছে। উল্লেখ্য, মার্কিন প্রশাসনের এ সম্মতির সমালোচনা করেছেন খ্রিস্টানদের ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিস। এ ব্যাপারে তিনি বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্র তাদের আগের অবস্থান পরিবর্তন করায় মধ্যপ্রাচ্যের আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ব্যাহত হবে'।

মুসলিম জাহান

ইসলামী জীবনে ফিরতে শোবিজ ছাড়লেন হামযাহ আলী আব্বাসী!

হামযাহ আলী আব্বাসী পাকিস্তানের প্রথম সারির শোবিজ তারকা অভিনেতা। সম্প্রতি এক ভিডিও বার্তায় শোবিজ জগত ছেড়ে দ্বীনের পথে ফেরার ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। সেখানে তিনি তার এ সিদ্ধান্তকে তার জীবনে সেরা সিদ্ধান্ত বলেও আখ্যায়িত করেন।

তিনি বলেন, ফিল্মের অন্ধকার জগত থেকে আমি বেরিয়ে আসব। আমি দ্বীন শিখব। তালিবে ইলমদের কাছ থেকে শিখব। এখন থেকে আমি আমার জীবনের ভিত্তি বানাব আল্লাহ, ইসলাম, মৃত্যু ও পরকালীন চিন্তা-ভাবনা। তিনি বলেন, আমি এখন থেকে কেবল প্রভুর বার্তা দেয়ার জন্য চলচ্চিত্র ও নাটক তৈরী করব, যেখানে কোন অনুচিত উপাদান থাকবে না।

নতুনভাবে জেগে উঠছে মুসলিম স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল বাংসামোরো

মাত্র ছয় মাস আগে অধিকতর স্বায়ত্তশাসন পেয়েছে ফিলিপাইনের মিন্দানাওয়ের বাংসামোরো অঞ্চলটি। সংগ্রাম-সংঘর্ষ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মুসলিম অধ্যুষিত নান্দনিক সৌন্দর্যে ভরপুর এই অঞ্চলে ব্যবসায়িক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মক্ষেত্র নতুনভাবে জেগে উঠেছে। বিভিন্ন দেশ থেকে পর্যটকরাও আসা শুরু করেছেন।

দীর্ঘ ৪৫ বছরের আন্দোলন ও সংগ্রামের পর ২০১৮ সালের জুলাই মাসে ফিলিপাইন সরকার ও মোরো ইসলামিক লিবারেশন ফ্রন্টের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির আওতায় ঐতিহাসিক এই গণভোটের আয়োজন করা হয়। গণভোটের ফলাফলের ভিত্তিতে গত ২২শে ফেব্রুয়ারী দক্ষিণ ফিলিপাইনে এই অঞ্চলটির দায়িত্ব নেন মুসলিম নেতারা এবং ফিলিপাইনের ৫টি প্রদেশ, ৩টি মহানগর, ১১৬টি পৌরসভা ও ২৫৯০টি গ্রাম বাংসামোরোর অংশে পরিণত হয়। ফিলিপাইনের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী রাদ্রিগো দুয়ার্তে মোরো ইসলামিক লিবারেশন ফ্রন্টের চেয়ারম্যান মুরাদ ইবরাহীমের হাতে দায়িত্ব তুলে দেন। এছাড়া নতুন শপথ নেওয়া ৮০ জন প্রশাসক ও সরকারের ৪০ প্রতিনিধি ২০২২ সাল পর্যন্ত বাংসামারোর সার্বিক দায়িত্ব পালন করবেন। অধিকতর স্বায়ত্ত শাসনের এই অধিকার লাভ করেন তারা।

উল্লেখ্য, মিন্দানাও দ্বীপপুঞ্জ ফিলিপাইনের একটি মুসলিম অধ্যুষিত জনপদ। পৃথিবীতে যতগুলো স্বায়ত্তশাসিত উপদ্বীপ রয়েছে, তার মধ্যে মিন্দানাও অন্যতম। এর জনসংখ্যা ২ কোটির বেশী। জনসংখ্যার শতকরা ৯৮ ভাগ মুসলিম। মুসলিমরা প্রধানত মরো জাতি গোষ্ঠীর। পারস্য উপসাগর, দক্ষিণ ভারত এবং অন্যান্য মুসলিম সাম্রাজ্য থেকে আগত মুসলিম বণিকদের মাধ্যমে ১৪শ' শতকে ফিলিপাইনে ইসলামের আগমন ঘটে। ১৩৮০ সালে করীমুল মখদূম নামক আরব বণিক সর্বপ্রথম ফিলিপাইনের সুলু এবং জুলু দ্বীপপুঞ্জে আগমন করেন। সেখানে বাণিজ্যের সাথে সব দ্বীপে ইসলামের মহান দাওয়াত ছড়িয়ে দেন। ১৩৯০ সালে মিনাঙ্গকাবাউ রাজবংশের প্রিন্স রাজা ব্যাগুইনদা ও তার অনুসারীরা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং দ্বীপপুঞ্জে ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। কিন্তু ১৬শ' শতকে স্পেনীয়দের আগমনের মধ্য দিয়ে এ অঞ্চলে খ্রিষ্টান ধর্মের প্রাধান্য শুরু হয়। খ্রিষ্টান মিশনারীদের ক্রমাগত প্রচারের ফলে দ্রুতই এ অঞ্চলে খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকে। একপর্যায়ে মুসলিমরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়ে। মুসলিম অধ্যুষিত মিন্দানাও এলাকায় দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র লড়াই চালিয়ে আসছিল এ অঞ্চলের মুসলিমরা। মুসলিম স্বাধীনতাকামী সংগঠন 'মরো ইসলামিক লিবারেশন ফ্রন্ট' ও সরকারের দীর্ঘদিনের আলোচনার পর ২০১৪ সালে অঞ্চলটির স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে সমঝোতা হয়।

[আমরা নতুন এ অঞ্চলটির শাসকদের অভিনন্দন জানাই। আল্লাহ তাদেরকে দ্বীনের পথে অবিচল থাকার তাওফীক দিন! (স.স.)]

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

জাপানের সেরা তরুণ বিজ্ঞানী নির্বাচিত হ'লেন ডা. আরিফ হোসাইন

প্রতিবছর 'জাপানিজ সোসাইটি অব ইনহেরিটেড মেটাবোলিক ডিজঅর্ডারস' সেরা জাপানিজ তরুণ বিজ্ঞানী নির্বাচন করে থাকে। গত ২৪শে অক্টোবর এ বছরে জাপানের সেরা তরুণ বিজ্ঞানী হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশের নাগরিক ডা. আরিফ হোসাইন। ৬১ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম কোন বিদেশীকে এই পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত করা হ'ল। লাইসোসোমাল রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থা উদ্ভাবনের জন্য তাকে এ পুরস্কার প্রদান করা হয়। গোপালগঞ্জের বাসিন্দা ডা. আরিফ ১১ ভাই-বোনের মধ্যে সবার ছোট। রাজশাহী মেডিকেল কলেজ থেকে তিনি এমবিবিএস পাস করেন। পরে জাপানের ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন। অতঃপর নিউরো-মেটাবলিক রোগের ওপর উচ্চতর ডিগ্রী নিয়ে ঐ রোগের বিশেষজ্ঞ হিসাবে জাপানে সিনিয়র গবেষক হিসাবে কর্মরত রয়েছেন।

সূর্যের চেয়ে ৭০ গুণ অতিকায় কৃষ্ণগহ্বর!

বিজ্ঞানীরা নতুন একটি কৃষ্ণগহ্বরের সন্ধান পেয়েছেন। যা সূর্যের চেয়ে কমপক্ষে ৭০ গুণ বড়। এটি আকারে এতই বৃহৎ যে বিজ্ঞানীরা বলছেন, তাত্ত্বিকভাবে এর অস্তিত্বই থাকার কথা নয়। নক্ষত্রের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে কৃষ্ণগহ্বরের জন্ম হয়। গবেষকেরা এত দিন মনে করতেন, একটি কৃষ্ণগহ্বরের আকার সূর্যের আকারের চেয়ে ২০ গুণের বেশী বড় হয় না। কারণ, মৃত্যুর সময় নক্ষত্রে যে বিস্ফোরণ হয়, তাতে ঐ নক্ষত্রের বেশীর ভাগ উপাদান মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এ তত্ত্বকে চ্যালেঞ্জ করেছে নতুন আবিস্কৃত কৃষ্ণগহ্বর এলবি-ওয়ান। পৃথিবী থেকে ১৫ হাযার আলোকবর্ষ দূরে এর অবস্থান। আলো প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় তিন লাখ কিলোমিটার অতিক্রম করে। সে হিসাবে আলো এক বছরে যে পথ অতিক্রম করে, তা-ই এক আলোকবর্ষ। নতুন কৃষ্ণগহ্বরটির সন্ধান পেয়েছেন চীনের একদল বিজ্ঞানী।

www.at-tahreek.com

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

যেলা সম্মেলন : ঝিনাইদহ

সর্বাবস্থায় আল্লাহভীতি বজায় রাখুন!

ডাক বাংলা, ঝিনাইদহ, ২৫শে নভেম্বর, সোমবার : অদ্য বাদ আছর যেলার ডাকবাংলাস্থ আব্দুর রঊফ ডিগ্রী কলেজ মাঠে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঝিনাইদহ যেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, একজন মানুষের মধ্যে আল্লাহভীতি সৃষ্টির মাধ্যমেই তাকে পাপ কাজ থেকে দূরে রাখা সম্ভব। সে যখন জানবে যে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও দেখেন' *(হজ্জ ২২/৭৫)* তখন সে আল্লাহ্র ভয়ে যাবতীয় অন্যায় কাজ থেকে দূরে থাকবে। তিনি বলেন, প্রত্যেক মানুষকেই মরতে হবে। মৃত্যুর পর আমাদের ঠিকানা হবে জান্নাত অথবা জাহান্নাম। দুনিয়াতে ভালো কাজ করলে জান্নাতে যাওয়া যাবে অন্যথায় জাহান্নামের আগুনে চিরদিন জ্বলতে হবে। জান্নাতে যাওয়ার জন্য মানুষের আক্বীদা সংশোধন করতে হবে। মানুষের আনুগত্য হ'তে হবে আল্লাহ্র কাছে, মানুষের কাছে নয়। অতঃপর তিনি মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, পাঁচটি প্রশ্নের জওয়াব না দেওয়া পর্যন্ত কেউ ক্বিয়ামতে এক পা সামনে আগাতে পারবে না।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মকবূল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, সহকারী সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক সা'দ আহমাদ, 'আল-'আওন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জাহিদ, যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি ফয়ছাল কবীর, 'আল-'আওন'-এর সভাপতি হোসাইন কবীর প্রমুখ। সম্মেলনে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক বেলাল হোসাইন।

আল-'আওন : সম্মেলন স্থলের পার্শ্বে স্বেচ্ছাসেবী নিরাপদ রক্তদান সংস্থা আল-'আওন-এর ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্পিংএ ৬৮ জনের ব্লাড গ্রুপিং করা হয় এবং ৩৬ জন ডোনর তালিকাভুক্ত হন।

যেলা সম্মেলন : সাতক্ষীরা

হে মানুষ! তোমাকে তোমার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র নিকট ফিরে যেতে হবে

সাতক্ষীরা ২৬শে নভেম্বর মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের আব্দুর রাযযাক পার্কে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সাতক্ষীরা যেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, শুধু দুনিয়াবী স্বার্থ দিয়ে মানুষকে সুখী করা যায় না। তাকে পরকালমুখী করতে পারলে ও তাকদীরে বিশ্বাসী করতে পারলেই কেবল সুখী করা যায়। তিনি বলেন, মানুষ আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তার আদি ঠিকানা জান্নাত। দুনিয়াবী পরীক্ষার জীবন শেষে আবার তাকে আল্লাহ্র নিকটেই ফিরে যেতে হবে। সেখানে জান্নাত পেতে হ'লে তাকে দুনিয়াবী জীবনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসরণ করতে হবে। শিরক ও বিদ'আত করে জান্নাতে যাওয়া যাবে না। পাশাপাশি মানুষকে হকের দাওয়াত দিতে হবে। তিনি বলেন, আমরা শুধু দাওয়াত দিয়েই বসে থাকিনি। সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে আমরা 'যুবসংঘ', 'আন্দোলন', 'মহিলা সংস্থা', 'সোনামণি' ও আল-'আওন' গঠন করেছি। তিনি আরো বলেন, এদেশে কেউ জীবিত মানুষের পূজা করছে, কেউ মৃত মানুষের পূজা করছে। অথচ ইবাদত হতে হবে স্রেফ আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে। আর আনুগত্য করতে হবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর, কোন মৃত ওলী-আওলিয়ার নয়। তিনি বলেন, মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে যাবতীয় শিরকী ও বিদ'আতী সিলেবাস পরিবর্তন করতে হবে। এ ব্যাপারে আলেমদেরকে যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করতে হবে। তারা মুখ বন্ধ করে থাকলে তাদেরকে আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহি করতে হবে। তিনি বলেন, পরকালে মুক্তি পেতে হ'লে যাবতীয় মাযহাবী গোঁড়ামী পরিহার করে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গঠন করতে হবে।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক শহীদুয্যামান ফারূক, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা মহিদুল ইসলাম, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুজাহিদুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক নাজমুল আহসান প্রমুখ। সম্মেলনে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান। এছাড়াও সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর নযরুল ইসলাম, সমাজকল্যাণ সম্পাদক গোলাম মুক্তাদিরসহ বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীলবৃন্দ।

আল-'আওন : সম্মেলন স্থলের পাশে স্বেচ্ছাসেবী নিরাপদ রক্তদান সংস্থা আল-'আওন-এর ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৩৫ জনের ব্লাড গ্রুপিং করা হয় এবং ৬৫ জন ডোনর তালিকাভুক্ত হন।

যেলা সম্মেলন : মেহেরপুর

জীবনের সফরসূচী স্মরণ করুন!

মেহেরপুর ৬ই ডিসেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের পৌর ঈদগাহ ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মেহেরপুর যেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি তাঁর ভাষণে সূরা নাহলের ৯৭ আয়াত পাঠ করে বলেন, মানুষের জীবন পবিত্র ও অপবিত্র দু'ভাগে বিভক্ত। সৎকর্ম করলে আমাদের জীবন হবে পবিত্র। আর অসৎকর্ম তথা শিরক ও বিদ'আতী আমল করলে আমাদের জীবন হবে অপবিত্র। মানব জীবনের সফরসূচী শুরু হয় প্রথমে আল্লাহ্র নিকট থেকে মায়ের গর্ভে। এটা হ'ল প্রথম মনযিল। অতঃপর দুনিয়ায় আগমন। এখানে কমবেশী ৭০ বছর অবস্থান। যা চারটি স্তরে বিভক্ত। (ক) শৈশবের দুর্বলতা (১-১৬ বছর) (খ) যৌবনের শক্তিমত্তা (১৬-৪০ বছর) (গ) পৌঢ়ত্বের পূর্ণতা (ঘ) বার্ধক্যের দুর্বলতা (৬০-৭০ বছর)। অতঃপর নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে মৃত্যু ও কবরে গমন। কবর তার জন্য জান্নাতের টুকরা হবে অথবা জাহান্নামের গর্ত হবে।

তিনি বলেন, দুনিয়ায় অমুসলিমরাও সৎকর্ম করে। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য থাকে দুনিয়া লাভ অথবা সুনাম অর্জন করা। ফলে তারা

আখেরাতে কিছুই পায় না। আর যারা ঈমানের সাথে সৎকর্ম করে তারা দুনিয়ায় কিছু না পেলেও পরকালে উত্তম প্রতিদান পায়। তাই আমাদেরকে সার্বিক জীবনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী হ'তে হবে।

তিনি বলেন, এদেশে তিনটি আক্বীদা বিরাজমান। মুরজিয়া, খারেজী ও আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা। আহলেহাদীছ আন্দোলন সর্বদা মধ্যপন্থী তথা আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদায় বিশ্বাসী। তিনি বলেন, মুসলমান কখনো ছবি-মূর্তি পূজা করতে পারে না। এগুলো থেকে আমাদের ঘর-বাড়ীকে মুক্ত রাখতে হবে।

সদর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আযীমুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মানছূরুর রহমান, খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, সাতক্ষীরা যেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ইয়াকূব আলী প্রমুখ। সম্মেলনে কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফেয মুঈনুদ্দীন সরকার এবং জাগরণী পরিবেশন করেন আল-'আওন-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর সদস্য ইয়াকূব আলী ও কেরামত আলী। সম্মেলনে সঞ্চালক ছিলেন 'আন্দোলন'-এর সহকারী সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, শূরা সদস্য তরীকুযযামান ও গাংনী উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ।

জুম'আর খুৎবা প্রদান : এদিন সকালে রাজশাহী মারকায থেকে মাইক্রোযোগে এসে আমীরে জামা'আত মেহেরপুর শহরের শাহজীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এসে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। খুৎবায় সমবেত মুছল্লীদেরকে তিনি সমবেতভাবে হাবলুল্লাহকে আঁকড়ে ধরার আহ্বান জানান। মুমিন, মুত্তাক্বী ও মুসলিম-এর ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, হাবলুল্লাহ তথা আল্লাহ্র রজ্জু পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ছেড়ে মানুষ যখনই বিভিন্ন আব্দুল্লাহ্র পূজারী হয়েছে, তখনই তাদের জীবন অন্ধকারে তলিয়ে গেছে। তিনি সকলকে কুরআনের আলোকিত পথে জমায়েত হওয়ার আহ্বান জানান।

আল-'আওন : সম্মেলন স্থলের পাশে স্বেচ্ছাসেবী নিরাপদ রক্তদান সংস্থা আল-'আওন-এর ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্পিং এ ২৫ জনের ব্লাড গ্রুপিং করা হয় এবং ২৬ জন ডোনর তালিকাভুক্ত হন।

সুধী সমাবেশ

আসুন! পবিত্র কুরআন ও হাদীছকে মূল হিসাবে গ্রহণ করি!

শাসনগাছা, কুমিল্লা ২৯শে নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলা শহরের শাসনগাছা আল-মারকাযুল ইসলামী শাসনগাছা কমপ্লেক্স-এর তিন তলা ভবন নির্মাণ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদত করার জন্য। ইবাদত হ'তে হবে স্রেফ আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য। দুনিয়াবী সুনাম অর্জনের লক্ষ্যে কোন কাজ করলে তা আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে না। কিয়ামতের দিন প্রথম বিচার হবে তিন ব্যক্তির। তারা হল রিয়াকার বীর যোদ্ধা, দানশীল ও আলেম। যারা লোক দেখানোর জন্য দান করবেন, তাদের দান কবুল হবে না। তিনি বলেন, এখানে কুরআন-হাদীছের মারকায প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই এখান থেকে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমলের দাওয়াত ছড়িয়ে দিতে হবে।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, সঊদী প্রবাসী মুহাম্মাদ আবুল হাশেম, কমপ্লেক্সের সেক্রেটারী অধ্যক্ষ শফীকুর রহমান সরকার, আদর্শ সদর উপযেলার চেয়ারম্যান এ্যাড. আমীনুল ইসলাম ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব আহমাদ নিয়ায পাভেল প্রমুখ। এছাড়াও সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য কাযী হারূণুর রশীদ, অধ্যাপক জালালুদ্দীন ও ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা তাসলীম সরকার প্রমুখ।

আল-'আওন : সমাবেশে সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবী নিরাপদ রক্তদান সংস্থা আল-'আওন-এর ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ৫০ জনের ব্লাড গ্রুপিং হয় এবং ৩৯ জন ডোনর হন।

ইমাম বুখারী (রহঃ) সালাফিইয়াহ মাদরাসা পরিদর্শন : কুমিল্লা থেকে রাতে ঢাকা ফেরার পথে আমীরে জামা'আত মুরাদনগর উপযেলার নবীপুর ইউনিয়নের অবস্থিত ইমাম বুখারী (রহঃ) সালাফিইয়াহ মাদরাসা পরিদর্শন করেন এবং ছাত্র-শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে নছীহত মূলক বক্তব্য পেশ করেন। উক্ত মাদরাসাটি সঊদী আরবের আল-খাফজী শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ তোফাযযল আলী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড'-এর অধিভুক্ত।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ

গোবরচাকা, খুলনা ৩১শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের গোবরচাকা মুহাম্মাদিয়া জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' খুলনা, সাতক্ষীরা, যশোর, বাগেরহাট, পিরোজপুর ও গোপালগঞ্জ যেলার সমন্বয়ে এক আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, সমাজকল্যাণ সম্পাদক গোলাম মুক্তাদির ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান।

কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা ১৩ই নভেম্বর, বুধবার : অদ্য বাদ আছর যেলার বুড়িচং থানাধীন কোরপাই ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা মিলনায়তনে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুমিল্লা যেলার উদ্যোগে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ্র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

রংপুর ১৪ ও ১৫ই নভেম্বর বৃহস্পতি ও শুক্রবার : অদ্য ১৪ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার বাদ আছর শহরের মুসলিম পাড়াস্থ শেখ জামাল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি প্রফেসর হেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও সোনামণির কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম। প্রশিক্ষণে রংপুর-পূর্ব ও পশ্চিম, লালমণিরহাট, নীলফামারী-পূর্ব ও পশ্চিম এবং কুড়িগ্রাম-উত্তর ও দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার দায়িত্বশীলগণ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন রংপুর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মতীউর রহমান।

উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম ১৫ই নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ ফজর চট্টগ্রাম মহানগরীর উত্তর পতেঙ্গা আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী মাদ্রাসা ও মসজিদ কমপ্লেক্সে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার যেলার সমন্বয়ে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রাম যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ শামীম আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

কুলাউড়া, মৌলভীবাজার ৬ই ডিসেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ কুলাউড়া উপযেলা শহরের দক্ষিণ মাগুরা মসজিদ আত-তাওহীদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব ছাদেকুন নূর-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও সোনামণির কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। প্রশিক্ষণে সিলেট, মৌলভী বাজার যেলা ও সুনামগঞ্জ উপযেলার দায়িত্বশীলগণ অংশগ্রহণ করেন।

সুধী সমাবেশ

পটুয়াখালী ২৪শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য দুপুর ২-টায় শহরের নতুন বাস স্ট্যাণ্ড সংলগ্ন প্লানিং এন্ড ডিজাইনিং অফিস মিলনায়তনে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ইঞ্জিনিয়ার মুনীরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম এবং শূরা সদস্য ও মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তরীকুযযামান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আল-'আওনে'র সাবেক অর্থ সম্পাদক রাকীবুল ইসলাম। সমাবেশে অর্ধ শতাধিক সুধী উপস্থিত ছিলেন।

বরগুনা ২৫শে অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ শহরের বি.কে.পি রোড আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বরগুনা যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা মেজর (অবঃ) আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও শূরা সদস্য মুহাম্মাদ তরীকুযযামান (মেহেরপুর)। এর আগে উক্ত মসজিদে প্রধান মেহমান জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও মসজিদে উপচে পড়া মুছল্লীর আগমন ঘটে। সমাবেশে পার্শ্ববর্তী চরমোনাই ও শর্ষিণা পীরের সাবেক মুরীদান কয়েকজন আলেম ও মুফতী তাদের মাযহাব পরিবর্তনে 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' বইয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

মাসিক তাবলীগী ইজতেমা

মুহাম্মাদ জমা, চুয়াডাঙ্গা ১২ই নভেম্বর মঙ্গলবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার সদর থানাধীন মুহাম্মাদ জমা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চুয়াডাঙ্গা যেলার উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত মাসিক ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন ঝিনাইদহ যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি ফায়ছাল করীম। উল্লেখ্য, ইজতেমায় পৃথক প্যাণ্ডেলে বসে মহিলাদের জন্যও বক্তব্য শোনার ব্যবস্থা ছিল।

হড়গ্রাম-পূর্ব শেখপাড়া, রাজশাহী ২৩শে নভেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার রাজপাড়া থানাধীন হড়গ্রাম পূর্ব-শেখপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আমজাদ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত মাসিক ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন রাজশাহী-সদর পশ্চিম উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ নাযিমুদ্দীন ও প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আল-আমীন।

রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ২৬শে নভেম্বর মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর যেলার গোমস্তাপুর থানাধীন রহনপুর ডাকবাংলা পাড়া জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে মাসিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা মুহাম্মাদ নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক মুখতারুল ইসলাম। উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ ও উপদেষ্টা মাওলানা আবুল হোসাইন। উল্লেখ্য, উক্ত মসজিদে বাদ যোহর প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আনোয়ার হোসাইন।

কলারোয়া, সাতক্ষীরা ২৮শে নভেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার কলারোয়া উপযেলাধীন চান্দা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কলারোয়া উপযেলার উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। সোনাবাড়িয়া এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত মাসিক ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুজাহিদুর রহমান ও সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মাহফূয আনাম।

দেশব্যাপী যেলা কমিটি সমূহ পুনর্গঠন

৪৪. কক্সবাযার, ৫ই অক্টোবর শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের সুগন্ধা সী বিচ সংলগ্ন হোটেল লাযীয বিস্ট্রর দ্বিতীয় তলায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কক্সবাযার যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি এ্যাডভোকেট শফীউল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা তাসলীম সরকার। সভা শেষে এ্যাডভোকেট শফীউল ইসলামকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪৫. গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা-পশ্চিম, ৫ই অক্টোবর শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার গোবিন্দগঞ্জ থানাধীন টিএন্ডটি সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি

ডা. 'আওনুল মা'বূদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। সভা শেষে ডা. 'আওনুল মা'বূদকে সভাপতি ও মাওলানা আব্দুর রায্যাককে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪৬. নীলফামারী-পশ্চিম, ৫ই অক্টোবর শনিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার সদর থানাধীন বারাইপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নীলফামারী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. মুস্তাফীযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম ও রংপুর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মতীউর রহমান। সভা শেষে ডা. মুস্তাফীযুর রহমানকে সভাপতি ও এ. এস. এম আব্দুস সালামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪৭. ময়মনসিংহ-দক্ষিণ, ৫ই অক্টোবর শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার ত্রিশাল বাজারস্থ ডাক্তার তোতা ভবনের তৃতীয় তলায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ময়মনসিংহ-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম এবং শূরা সদস্য অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভা শেষে মাওলানা মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলামকে সভাপতি ও মাওলানা মুহাম্মাদ ফযলুল হককে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪৮. নীলফামারী-পূর্ব ৬ই অক্টোবর রবিবার : অদ্য বেলা ১১-টায় যেলার জলঢাকা থানাধীন কৈমারী বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নীলফামারী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম ও রংপুর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মতীউর রহমান। সভা শেষে মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলামকে সভাপতি ও ডা. মতীউর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪৯. ময়মনসিংহ-উত্তর ৬ই অক্টোবর রবিবার : অদ্য বেলা ১১-টায় যেলার ধোবাউড়া থানাধীন মেকিয়ার কান্দা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ময়মনসিংহ-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ইবরাহীম খলীলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম এবং শূরা সদস্য ও দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভা শেষে মাওলানা ইবরাহীম খলীলকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ এরশাদুদ্দীনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৫০. গাইবান্ধা-পূর্ব ৭ই অক্টোবর সোমবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার সাঘাটা থানাধীন বুড়িদহ মধ্যপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গাইবান্ধা-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ। সভা শেষে মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলামকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৫১. বোদা, পঞ্চগড় ৭ই অক্টোবর সোমবার : অদ্য বাদ আছর যেলার বোদা থানাধীন ফুলতলা হাট কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পঞ্চগড় যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ যয়নুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম ও রংপুর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মতীউর রহমান। সভা শেষে মুহাম্মাদ যয়নুল ইসলামকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ ছাদেকুল বারীককে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৫২. চাঁপাই নবাবগঞ্জ-দক্ষিণ ৮ই অক্টোবর মঙ্গলবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার শিবগঞ্জ থানাধীন বিশ্বনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ইসমাঈল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ। সভা শেষে মুহাম্মাদ ইসমাঈল হোসাইনকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৫৩. ঠাকুরগাঁও ৮ই অক্টোবর মঙ্গলবার : অদ্য বেলা ১১-টায় যেলার হরিপুর থানাধীন বনগাঁও ইসলামিক একাডেমীতে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঠাকুরগাঁও যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম ও রংপুর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মতীউর রহমান। সভা শেষে মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আযাদ আলীকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৫৪. গাংনী, মেহেরপুর ৮ই অক্টোবর মঙ্গলবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার গাংনী থানাধীন উত্তর শালিকা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মেহেরপুর যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মানছূরুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সহকারী সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। সভা শেষে মাওলানা মানছূরুর রহমানকে সভাপতি ও তরীকুযযামানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৫৫. নওদাপাড়া, রাজশাহী-পশ্চিম ১০ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল

www.at-tahreek.com

ইসলামী আস-সালাফীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ভবনের নীচতলায় সংগঠনের যেলা কার্যালয়ে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। সভা শেষে অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদাকে সভাপতি ও অধ্যাপক তোফাযযল হোসাইনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৫৬. বরগুনা ২৫শে অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলা শহরের ডি. কে .পি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বরগুনা যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা মেজর (অবঃ) আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও শূরা সদস্য তরীকুয্যামান। সভা শেষে ডা. এইচ. এম যাকির খানকে সভাপতি ও ডা. মুহাম্মাদ যাকির মোল্লাকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৫৭. দশদোনা, বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ১৪ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বেলা ১১-টায় যেলার বাঞ্ছারামপুর থানাধীন দশদোনা গ্রামে নব প্রতিষ্ঠিত আহলেহাদীছ ইসলামিয়া মাদ্রাসায় এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আমজাদ হোসাইন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের বক্তব্য রাখেন কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জামীলুর রহমান ও মাদ্রাসা ইমাম বুখারী (রহঃ) নবীপুর-এর শিক্ষক মাওলানা আইনুদ্দীন প্রমুখ। সভায় উপস্থিত সকলের পরামর্শক্রমে মাওলানা আইনুদ্দীনকে আহ্বায়ক করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া যেলা 'আন্দোলন'-এর আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

৫৮. রাঙ্গামাটি সদর, রাঙ্গামাটি, ১৫ই নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য রাত ৮-টায় রাঙ্গামাটি শহরের হোটেল হিলটন-এর এক আবাসিক কক্ষে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' রাঙ্গামাটি যেলার উদ্যোগে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর আহ্বায়ক মাওলানা মুহাম্মাদ ফযলুল বারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলা ও কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভায় উপস্থিত সকলের পরামর্শক্রমে মাওলানা মুহাম্মাদ ফযলুল বারীকে সভাপতি ও হাফেয মুহাম্মাদ শিহাবুদ্দীনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট রাঙ্গামাটি যেলা 'আন্দোলন'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

যুবসংঘ

ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক দাওয়াহ কনফারেন্সে 'যুবসংঘ'-এর সভাপতির অংশগ্রহণ

গত ৪-৫ই ডিসেম্বর বুধ ও বৃহস্পতিবার পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি ইসলামাবাদের অধীনস্থ 'দাওয়াহ একাডেমী'র আয়োজনে তৃতীয় আন্তর্জাতিক দাওয়াহ কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। 'বর্তমান যুগে আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত : মূলনীতি, পদ্ধতি সমস্যা ও সমাধান' শীর্ষক উক্ত কনফারেন্সে প্রবন্ধ উপস্থাপনের জন্য আমন্ত্রিত হন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। এ লক্ষ্যে তিনি ২রা ডিসেম্বর সোমবার ইসলামাবাদ গমন করেন এবং ৪ঠা ডিসেম্বর ইসলামাবাদের ফয়ছাল মসজিদ সংলগ্ন আল্লামা ইকবাল অডিটোরিয়ামে কনফারেন্সের ৩য় অধিবেশনে স্বীয় গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। আরবী ভাষায় লিখিত উক্ত প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল منهج جمعية تحريك أهل الحديث بنغلاديش في نشر الدعوة الإسلامية : دراسات وتحليل 'ইসলামী দাওয়াত প্রসারে আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর গৃহীত পদ্ধতি : পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ'। দু'দিন ব্যাপী উক্ত কনফারেন্সে ১২টি দেশের মোট ৭০ জন গবেষক অংশগ্রহণ করেন এবং স্ব স্ব প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। কনফারেন্স শেষে 'যুবসংঘ' সভাপতি ইসলামাবাদ, গুজরাত, গুজরানওয়ালা, শিয়ালকোট ও লাহোরের বিভিন্ন মাদ্রাসা পরিদর্শন করেন এবং মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তানের সভাপতি সিনেটর সাজিদ মীর, জামা'আতে আহলেহাদীছ পাকিস্তানের আমীর আব্দুল গাফফার রৌপড়ী, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামী শিক্ষা ফ্যাকাল্টির ডীন ড. মুহাম্মাদ হাম্মাদ লাখভী, জামে'আ মুহাম্মাদিয়া গুজরানওয়ালার অধ্যক্ষ শায়খ আব্দুল হামীদ হাযারভী, জামে'আ ইসলামিয়া সালাফিইয়ার অধ্যক্ষ শায়খ আসাদ মাহমূদ সালাফীসহ বিশিষ্ট বিদ্বানগণের সাথে সাক্ষাৎ করেন। দশদিন ব্যাপী সফর শেষে ১২ই ডিসেম্বর তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

মৃত্যু সংবাদ

(১) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঢাকা-উত্তর সাংগঠনিক যেলার সাধারণ সম্পাদক ডাঃ আব্দুল জব্বারের পিতা রাজশাহী বাগমারা কোন্দা গ্রামের ইবরাহীম হোসাইন (৯৫) গত ১১ই নভেম্বর দুপুর ২-টায় নিজ বাড়ীতে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিঊন*। মৃত্যুকালে তিনি ৭ পুত্র ও ৪ কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। পরদিন সকাল সাড়ে ৭-টায় বাড়ীর পার্শ্ববর্তী মাঠে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। অছিয়ত মোতাবেক তার ছোট ছেলে হাফেয গোলাম রব্বানী জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন। অতঃপর পারিবারিক গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। রাজশাহী-পূর্ব যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা জনাব আইয়ূব আলী সরকার সহ বাগমারা উপযেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীলগণ এবং বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ তার জানাযায় উপস্থিত ছিলেন।

(২) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুষ্টিয়া-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার সাবেক সমাজকল্যাণ সম্পাদক আনীসুর রহমান (৭৫) গত ১৩ই নভেম্বর বুধবার দুপুর ২-টায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে নিজ বাসভবনে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিঊন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ১ পুত্র ও ৭ কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। ঐদিন বাদ এশা দৌলতপুর থানাধীন লক্ষ্মীকোলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন ঈদগাহ ময়দানে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মানছূরুর রহমান। অতঃপর গ্রামের সামাজিক কবর স্থানে তাকে দাফন করা হয়। জানাযায় যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীলগণ সহ অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ তার জানাযায় উপস্থিত ছিলেন।

[আমরা তাদের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং শোকাহত পরিবার বর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।-সম্পাদক]

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/১২১) : ওছমান (রাঃ) জুম'আর দ্বিতীয় আযান চালু করে কি সুন্নাতবিরোধী আমল করেছিলেন?

-মোবারক হোসাইন, রাণীবাজার, রাজশাহী।

উত্তর : ওছমান (রাঃ) মুছল্লীদের সময়মত জুম'আর ছালাতে উপস্থিতির জন্য সাময়িক পদক্ষেপ হিসাবে অতিরিক্ত আযান চালু করেছিলেন। ওমর (রাঃ)-এর তিন তালাকের ফৎওয়ার ন্যায় এটিও ওছমান (রাঃ)-এর একটি ইজতিহাদী ফৎওয়া ছিল। এটি তাঁর সামগ্রিক কোন নির্দেশনা ছিল না। সেকারণ তিনি মসজিদে নববীর নিকটবর্তী যাওরা বাযার ব্যতীত অন্য কোন স্থানে এই প্রথা চালুর 'আম নির্দেশ দেননি। সুতরাং তিনি সুন্নাত লঙ্ঘন করেননি।

স্মর্তব্য যে, জুম'আর দিন একটি আযানই সুন্নাত। আর বর্তমান পরিস্থিতিতে ওছমান (রাঃ)-এর গৃহীত সাময়িক ইজতিহাদী পদক্ষেপকে অনুসরণ করা আবশ্যক নয়। কেননা যে পরিস্থিতিতে ওছমান (রাঃ) যাওরা বাযারে প্রথম আযান চালু করেছিলেন, সেই কারণ অবশিষ্ট নেই। তখন মানুষের হাতে ঘড়ি-মোবাইল ও মাইকে আযানের ব্যবস্থা ছিল না। এছাড়া বর্তমানে একই মসজিদে দু'টি আযান প্রদান করা হয়, যা ওছমান (রাঃ)-এর নির্দেশনার বিপরীত *(আলবানী, আল-আজওয়াবাতুন নাফে'আহ পৃ. ২০; আহমাদ শাকের, শরহ সুনান তিরমিযী ২/৩৯২-৯৩; দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৯৪-১৯৬ পৃ.)*।

প্রশ্ন (২/১২২) : শায়খ আলবানী কি এক মুষ্টির উপর দাড়ি কেটে ফেলা ওয়াজিব বলেছেন? এ বিষয়ে স্পষ্ট জানতে চাই।

-মুহায়মিনুল হক, শ্যামলী, ঢাকা।

উত্তর : আল্লামা নাছেরুদ্দীন আলবানী ইবনু ওমর (রাঃ)-এর হজ্জকালীন একটি আমলের উপর ভিত্তি করে এমন ফৎওয়া দিয়েছেন *(সিলসিলা যঈফাহ ৫/৩৭৮; সিলসিলাতুন নূর ওয়াল হুদা টেপ নং ৮৭৬)*। তবে তার এই ফৎওয়া শায তথা বিচ্ছিন্ন। অতীতের কোন বিদ্বান এরূপ ফৎওয়া দেননি। বরং দাড়িকে নিজ অবস্থায় ছেড়ে দিতে হবে, এটিই সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা কর এবং দাড়িকে নিজের অবস্থায় ছেড়ে দাও। আর গোঁফ ছোট কর *(বুখারী হা/৫৮৯২; মুসলিম হা২৫৯; মিশকাত হা/৪৪২১)*। দাড়ি ছাড়ার ব্যাপারে হাদীছে ছয় ধরনের শব্দ এসেছে। যেমন- আওফিরূ, আওফূ, আরখূ, ওয়াফ্ফিরূ, আরজূ, আ'ফূ (أَوْفِرُوا، وَأَوْفُوا، وَأَرْخُوا، وَوَفِّرُوا، أَرْجُوا، أَعْفُوا)। শব্দগুলি সব একই মর্ম বহন করে। আর তা হ'ল, দাড়িকে তার নিজ অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া। দাড়ি কাটা বা ছাঁটার পক্ষে কোন দলীল নেই; বরং এটি রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শের পরিপন্থী। উল্লেখ্য যে, দাড়ি ছাঁটার পক্ষে তিরমিযীতে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, তা জাল *(তিরমিযী হা/২৭৬২; মিশকাত হা/৪৪৩৯; সিলসিলা যঈফাহ হা/২৮৮)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে এক মুষ্টির অধিক দাড়ি কাটা সম্পর্কে যে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে, সেটি যঈফ *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, হা/২৫৪৮১; আবূদাউদ হা/৪২০১)*।

শায়খ আলবানী যে হাদীছটিকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন সেখানে বলা হয়েছে যে, ইবনু ওমর (রাঃ) যখন হজ্জ বা ওমরাহ করতেন তখন তিনি তাঁর দাড়ি মুষ্টি করে ধরতেন এবং মুষ্টির বাহিরে যতটুকু বেশী থাকত, তা কেটে ফেলতেন *(বুখারী হা/৫৮৯২)*। এই হাদীছের ব্যাখ্যায় কিরমানী বলেন, তিনি হয়ত উক্ত মৌসুমে সূরা ফাৎহ ২৭ আয়াতের আলোকে মাথা মুণ্ডন করে ও দাড়ি ছেঁটে উভয়টির নেকী পেতে চেয়েছিলেন। আর এটাকে তিনি দাড়ি ছেড়ে দেওয়ার সাধারণ নির্দেশ থেকে হজ্জ ও ওমরার জন্য খাছ ভেবে করেছিলেন'। ইবনুত তীন ইবনু ওমরের এক মুষ্টি দাড়ি কাটার কথার প্রতিবাদ করে বলেন, এর অর্থ তিনি এলোমেলো বা অধিক লম্বা দাড়ি ছেঁটে গোছালো করতেন' *(ফাৎহুল বারী হা/৫৮৯২-এর ব্যাখ্যা ১০/৩৫০-৫১ পৃ.)*। এতদ্ব্যতীত এটি ছিল তাঁর ব্যক্তিগত আমল। অন্য কোন ছাহাবী এমনটি করতেন মর্মে কোন বিশুদ্ধ দলীল পাওয়া যায় না। আর তিনি কাউকে করার জন্য নির্দেশও দেননি। দ্বিতীয়তঃ তিনি শুধু হজ্জ ও ওমরার সময় করেছেন, অন্য সময় নয়। তৃতীয়তঃ এটি ব্যাখ্যাগত বিষয়, যা স্পষ্ট দলীলের বিপরীতে গ্রহণযোগ্য নয়।

স্মর্তব্য যে, সূরা ফাৎহ ২৭ আয়াত রাসূল (ছাঃ)-এর উপর নাযিল হয়েছে। কিন্তু তিনি দাড়ি ছাঁটার কথা বলেননি। তাছাড়া ওমর (রাঃ)-এর একটি আমলের সাথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আমলের দ্বন্দ্ব হ'লে করণীয় সম্পর্কে ইবনু ওমরকে প্রশ্ন করা হ'লে তিনি উত্তরে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন, 'তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত অধিক অনুসরণযোগ্য, না কি ওমরের সুন্নাত' *(মুসনাদে আহমাদ হা/৫৭০০; তিরমিযী হা/৮২৪, সনদ ছহীহ)*।

ইমাম নববী বলেন, সৌন্দর্য বর্ধনের নামে দাড়ির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ছাটা সিদ্ধ নয় *(ফাৎহুল বারী ১০/৩৫১)*। তিনি বলেন, দাড়িকে নিজ অবস্থায় ছেড়ে দেওয়াটাই বিশুদ্ধ। যেভাবে ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে' *(আল-মাজমূ শারহুল মুহাযযাব ১/২৯০)*।

সঊদী আরবের সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদ এ ব্যাপারে বলেন যে, দাড়ি মুণ্ডন বা দাড়ির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ হ'তে কিছু কেটে নেওয়া বৈধ নয়। এটা রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত বিরোধী কাজ *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৫/১৩৭)*। শায়খ উছায়মীন (রহঃ) বলেন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ করতে চায়, তারা যেন অবশ্যই দাড়ির কোন অংশ না কাটে। কেননা শেষনবী (ছাঃ) এবং তার পূর্বের কোন নবী দাড়ি কাট-ছাঁট করতেন না *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/৮২)*। শায়খ বিন বায (রহঃ) বলেন, দাড়িকে তার নিজ অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া

ওয়াজিব *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১০/৯৬-৯৭)*। অতএব সৌন্দর্যের দোহাই দিয়ে দাড়ি কাট-ছাঁট করা সঠিক নয়। বরং দাড়ি তার নিজ অবস্থায় ছেড়ে দেওয়াটাই সৌন্দর্য। যেভাবে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। আর আল্লাহ নিজে সুন্দর। তিনি সৌন্দর্যকে পসন্দ করেন *(মুসলিম হা/৯১; মিশকাত হা/৫১০৮)*। অতএব সর্বাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাতের অনুসরণই কাম্য *(বিস্তারিত দ্র. আত-তাহরীক ১৪/৬ সংখ্যা, মার্চ ২০১১ প্রশ্নোত্তর ২২/২২৮)*।

প্রশ্ন (৩/১২৩) : ওমর (রাঃ) বলেন, 'যদি ফোরাত নদীর কূলে একটি ভেড়ার বাচ্চাও হারানো অবস্থায় মারা যায়, তাতে আমি ভীত হই যে, সেজন্য আমাকে ক্বিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হ'তে হবে'- এ মর্মে বর্ণিত আছারটির বিশুদ্ধতা জানতে চাই?

-আব্দুর রহমান, মনোহরদী, নরসিংদী।

উত্তর : উক্ত আছারটির সনদ হাসান *(বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৭৪১৫; ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৫৬২৭; ইবনু হাজার, আল-মাত্বালিবুল 'আলিয়া হা/৩৮৮৮, সনদ হাসান লিগাইরিহী।)*

প্রশ্ন (৪/১২৪) : অনেক সময় দেখা যায় যে, টেলিভিশনে বক্তা মুনাজাত করছেন। এক্ষণে আমি দর্শক হয়ে আমীন আমীন বলতে পারব কি?

-রিয়াযুল ইসলাম, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তর : যেকোন দো'আ যেকোন মাধ্যমে শ্রবণ করলে তার সমর্থনে আমীন বলা যায়। কিন্তু কোন রেকর্ডকৃত দো'আর বিপরীতে আমীন আমীন বলা যরূরী নয় *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২৪/২৫৬)*। উল্লেখ্য যে, সাধারণভাবে হাত তুলে দলবদ্ধ মুনাজাতের কোন দলীল নেই। বরং একাকী বিনীত হৃদয়ে নিজের দো'আ নিজে করা কর্তব্য। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ডাকো বিনীত ভাবে ও চুপে চুপে। নিশ্চয়ই তিনি সীমালংঘনকারীদের ভালবাসেন না' *(আ'রাফ ৭/৫৫)*।

প্রশ্ন (৫/১২৫) : জীবিকার তাগিদে অমুসলিম রাষ্ট্রে গমন করা যাবে কী?

-মাহবূবুল আলম, তেরখাদিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : সাধারণভাবে জীবিকার জন্য অমুসলিম রাষ্ট্রে যাওয়া উচিৎ নয়। কেননা এতে তাদের দ্বারা দ্বীন প্রভাবিত হ'তে পারে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মুশরিকদের সাথে যে সকল মুসলমান বসবাস করে আমি তাদের দায়িত্ব হ'তে মুক্ত...' *(আবুদাঊদ হা/২৬৪৫; মিশকাত হা/৩৫৪৭; ছহীহাহ হা/৬৩৬)*। তিনি বলেন, 'মুশরিকদের সাথে তোমরা একত্রে বসবাস কর না, তাদের সংসর্গেও যেয়ো না। যে মানুষ তাদের সাথে বসবাস করবে অথবা তাদের সংসর্গে থাকবে সে তাদের অনুরূপ বলে বিবেচিত হবে' *(তিরমিযী হা/১৬০৫; ছহীহাহ হা/২৩৩০, সনদ হাসান)*। তবে বাধ্যগত কারণে তাদের মাঝে বসবাস করতে হ'লে নিজ ধর্মের বিধি-বিধান মেনে চলবে এবং সুযোগমত তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিবে' *(নাহল ১৬/১২৫, মুমতাহিনাহ ৬০/৮; ইবনু হাজার আসক্বালানী, ফাৎহুল বারী ৬/৪০৩; শায়খ বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৯/৪৩)*। এছাড়া মূলতঃ তিনটি শর্ত সাপেক্ষে কোন মুসলিম অমুসলিম রাষ্ট্রে যেতে পারে। (১) হক-বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী জ্ঞান থাকা (২) প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার মত ঈমানী মযবুতী থাকা (৩) এমন অভাবী হওয়া যে, জীবিকার বিকল্প পথ না থাকা *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ৩/২৪)*।

প্রশ্ন (৬/১২৬) : কা'বা ঘরের দরজায় কে প্রথম সোনার প্রলেপ দেয়? এটি কি শরী'আতসম্মত?

-তহীরুযযামান, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : কা'বাগৃহকে সর্বপ্রথম স্বর্ণ-রৌপ্য দ্বারা কারুকার্যখচিত করেন উমাইয়া খলীফা ওয়ালীদ বিন আব্দুল মালিক (৮৬-৯৬ হি.)। সর্বশেষ ১৯৭৮ সালে কা'বা ঘরের দরজা ২৮২ কেজি স্বর্ণের প্রলেপ দিয়ে সুসজ্জিত করেন সঊদী বাদশাহ খালিদ বিন আব্দুল আযীয আলে সঊদ (১৯৭৫-১৯৮২ খৃ.)। অধিকাংশ বিদ্বান স্বর্ণ-রৌপ্য সহ বিভিন্ন বস্তু দ্বারা মসজিদকে অলংকৃত করাকে অপসন্দনীয় বলেছেন। কেননা তা ইসলামের সহজ-সরল সৌন্দর্যের পরিপন্থী এবং মুছল্লীদের একাগ্রতা বিনষ্টকারী। সেকারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, মসজিদসমূহকে চাকচিক্যময় করে নির্মাণ করার জন্য আমি আদিষ্ট হইনি। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, কিন্তু তোমরা একে জাঁকজমকপূর্ণ করবে যেভাবে ইহূদী-নাছারাগণ করত *(আবুদাঊদ হা/৪৪৮; মিশকাত হা/৭১৮)*। তিনি বলেন, ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত হ'ল এই যে, লোকেরা মসজিদ নিয়ে গর্ব করবে' *(আবুদাঊদ হা/৪৪৯; মিশকাত হা/৭১৯)*। অতএব মসজিদকে এভাবে সুসজ্জিত করা উচিত নয় এবং তা নিঃসন্দেহে অপচয়ের শামিল *(বিস্তারিত দ্র. আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিইয়াহ ২৩/২১৮-১৯; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) 'মসজিদ সম্পর্কে জ্ঞাতব্য' অনুচ্ছেদ পৃ. ৩৮)*।

প্রশ্ন (৭/১২৭) : স্বামী মাসিক মাত্র দুই হাযার টাকা বেতনের চাকুরী করায় তার পক্ষে স্ত্রীসহ দু'সন্তানের জীবিকা নির্বাহ করা খুবই কষ্টকর। এক্ষণে স্ত্রী একটি মাদ্রাসায় কম্পিউটার অপারেটর হিসাবে চাকুরী করতে চায়। কিন্তু স্বামী এতে রাযী নয়। এক্ষেত্রে স্ত্রীর করণীয় কী?

-নাজমুল হুদা, সরকারী মহিলা কলেজ, রাজশাহী।

উত্তর : স্বামীর শরী'আতসম্মত যেকোন নির্দেশ মেনে চলা স্ত্রীর জন্য আবশ্যক *(নিসা ৪/৩৩, তিরমিযী হা/১১৫৯; মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৩২৪৬, ৩২৫৭)*। তবে সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় স্ত্রী যদি সত্যিই প্রয়োজন বোধ করে এবং মাদ্রাসায় প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ও পূর্ণ পর্দার পরিবেশ আছে বলে নিশ্চিত হয়, তবে স্বামীকে বিষয়টি বুঝানোর চেষ্টা করবে। এরপরও সম্মতি না পেলে অল্পে তুষ্ট থাকতে হবে এবং আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ ভরসা রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যার রিযিকের যিম্মা আল্লাহ নেননি *(হূদ ১১/৬)*। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য রাস্তা খুলে দেন এবং তাকে রূযী দান করেন এমন উৎস হ'তে যে বিষয়ে তার কোনরূপ পূর্ব ধারণা ছিল না' *(তালাক ৬৫/২-৩)*। এ বিষয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর শিখানো দো'আটি নিয়মিত পাঠ করতে

www.at-tahreek.com

হবে- আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা ‘ইলমান নাফি‘আ, ওয়া ‘আমালাম মুতাক্বাব্বালা, ওয়া রিযক্বান ত্বাইয়েবা (হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট উপকারী ইলম, কবুলযোগ্য আমল ও পবিত্র রূযী প্রার্থনা করছি’) *(ইবনু মাজাহ হা/৯২৫, মিশকাত হা/২৪৯৮)*।

আর স্বামীকে স্মরণ রাখতে হবে যে, তিনি স্ত্রী-সন্তানদের ভরণ-পোষণ করার ব্যাপারে দায়িত্বশীল। বৈধভাবে এ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হ’লে স্বামীকে ক্বিয়ামতের দিন জবাবদিহি করতে হবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৮৫)*। রাসূল (ছাঃ) স্বামীদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরা যা খাও এবং পরিধান কর, স্ত্রীদেরকে তা খাওয়াও এবং পরিধান করাও। তাদেরকে প্রহার করো না এবং তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করো না’ *(আবুদাঊদ হা/২১৪৪)*। অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) পরিবারের জন্য ব্যয়কে সর্বোত্তম ব্যয় হিসাবে বর্ণনা করেছেন *(মুসলিম হা/৯৯৪, মিশকাত হা/১৯৩২)*।

প্রশ্ন (৮/১২৮) : ময়না তদন্ত সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি? মৃতদেহে প্রয়োজনে এমন কাঁটাছেড়া করা জায়েয হবে কি?

-মহিদুর রহমান, তানোর, রাজশাহী।

উত্তর : মুসলিম মাইয়েত জীবিত ব্যক্তির ন্যায় সম্মানিত। সুতরাং আইনতঃ বাধ্যগত অবস্থা ছাড়া ময়না তদন্তের নামে মুসলিম মৃতদেহ কাঁটাছেড়া করা যাবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, মৃত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গা জীবিত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গার ন্যায় *(আবুদাঊদ হা/৩২০৭; মিশকাত হা/১৭১৪)*। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, ‘মৃত মুমিনকে কষ্ট দেওয়া তাকে জীবিত অবস্থায় কষ্ট দেওয়ার ন্যায়’ *(আওনুল মা‘বূদ হা/৩১৯১, ৯/২৪ পৃঃ)*। তবে অপরাধী চিহ্নিতকরণের উদ্দেশ্যে বাধ্যগত অবস্থায় ও আদালতের নির্দেশে লাশের প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন সাপেক্ষে কবরস্থ লাশ উত্তোলন করা বা ময়না তদন্ত করা যাবে। জাবের (রাঃ) বলেন, আমার পিতাকে একজন লোকের পাশে দাফন করা হয়েছিল। এটা আমার কাছে পসন্দনীয় ছিল না। ফলে দাফনের ছয়মাস পর লাশ কবর থেকে বের করলাম। অতঃপর আমি তার কিছুই অপসন্দনীয় পেলাম না, মাটির সাথে লাগা কয়েকটা দাড়ি ব্যতীত। অন্য বর্ণনায় আছে, তার কান ব্যতীত কিছুই নষ্ট হয়নি *(বুখারী হা/১৩৫১; আবূদাঊদ হা/৩২৩২, হাদীছ ছহীহ; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ‘ ফাতাওয়া ২৪/৩০৩; ফাৎহুল বারী ৩/২৭৬; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩০১-২)*।

প্রশ্ন (৯/১২৯) : মাসবূক মুছল্লীদের ব্যাপারে দেখা যায় যে, ইমাম প্রথম সালাম ফিরাতেই তারা বাকী রাক‘আতের জন্য দাঁড়াতে শুরু করেন। এটা শরী‘আসম্মত কি?

-কামরুল ইসলাম
কুলিয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : সুন্নাত হ’ল, ইমাম উভয় সালাম ফিরানোর পর মাসবূক মুছল্লী অবশিষ্ট ছালাত শেষ করার জন্য দণ্ডায়মান হবে। কারণ ইমামের দু’সালাম পর্যন্ত মুক্তাদীকে ইমামের অনুসরণ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘নিশ্চয়ই ইমাম নির্ধারণ করা হয় তার অনুসরণ করার জন্য’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৩৯)*। ইমাম শাফেঈ ও ইবনুল মুনযিরসহ জমহূর বিদ্বানগণের মতে, যদি প্রথম সালামের পর মাসবূক দাঁড়িয়ে যায়, তবে তা জায়েয হবে। কিন্তু উত্তম হ’ল দ্বিতীয় সালাম শেষ হওয়ার পর দাঁড়ানো *(ইবনু কুদামাহ ১/৩৯৬; নববী, আল-মাজমূ ৩/৪৮৩; আল-মাওসূ‘আতুল ফিকহিয়াহ ৩৭/১৬৩)*।

প্রশ্ন (১০/১৩০) : জনৈক ব্যক্তি তার পিতা-মাতার জন্য প্রতি ওয়াক্তে দু’রাক‘আত ছালাত অতিরিক্ত আদায় করে বখশিয়ে দেন। উক্ত আমল সঠিক হচ্ছে কি?

-ইমদাদুল হক
বড়গাছি, পবা, রাজশাহী।

উত্তর : এগুলো ধর্মের নামে চালু হওয়া সামাজিক কুসংস্কার মাত্র। রাসূল (ছাঃ) বা ছাহাবায়ে কেরাম থেকে এরূপ কোন আমল পাওয়া যায় না। ছালাত দৈহিক ইবাদত। যা জীবদ্দশায় যেমন কাউকে দেওয়া যায় না, মৃত্যুর পরেও তেমনি কাউকে দেওয়া যায় না। বরং আমল যার, ফলাফল তার। আল্লাহ বলেন, ‘যে ব্যক্তি নেক আমল করল, সেটি তার নিজের জন্যই করল। আর যে ব্যক্তি মন্দ কর্ম করল, তার পাপ তার উপরেই বর্তাবে’ *(হা-মীম সাজদাহ/ফুছছিলাত ৪১/৪৬)*। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, ‘কেউ কারো পক্ষ থেকে ছিয়াম রাখতে পারে না বা ছালাত আদায় করতে পারে না’ *(মুওয়াত্ত্বা হা/১০৬৯, পৃ. ৯৪; মিশকাত হা/২০৩৫)*। কতিপয় বিদ্বান মৃত ব্যক্তিকে নফল ছালাতের ছওয়াব বখশানো যাবে বলে মনে করলেও তার পক্ষে কোনই দলীল নেই *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দারব)*।

ইমাম নববী বলেন, ‘মাইয়েতের জন্য দো‘আ করা, ছাদাক্বা করা, হজ্জ করা ও তার ঋণ পরিশোধ করার ছওয়াব মাইয়েত পাবেন, এ ব্যাপারে সকল বিদ্বান একমত। তবে মাইয়েতের জন্য কুরআন পাঠ করা, ছালাত আদায় করা এবং এধরনের কোন দৈহিক সৎকর্ম করার বিষয়ে জমহূর বিদ্বানগণের মাযহাব হ’ল তার ছওয়াব মাইয়েতের নিকট পৌঁছবে না’ *(মুসলিম শরহ নববী হা/১৬৩১-এর আলোচনা ১১/৮৫ পৃ.; বিস্তারিত দ্রঃ ‘কোরআন ও কলেমাখানী সমস্যা সমাধান’ বই ৯-১০ পৃ.)*।

প্রশ্ন (১১/১৩১) : পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ করা কি কন্যা সন্তানের জন্য ফরয, না এটা কেবল ছেলে সন্তানদের দায়িত্ব। যদি দায়িত্ব না হয় তবে মেয়ে কি তার পিতা-মাতাকে যাকাতের টাকা দিতে পারবে?

-তাজবীরুল হক
চকবাজার, চট্টগ্রাম।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘নিশ্চয়ই তোমাদেরর সন্তানগণ তোমাদের পবিত্রতম উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত। অতএব তোমরা তোমাদের সন্তানদের উপার্জন থেকে ভক্ষণ কর’ *(আবুদাঊদ হা/৩৫৩০; নাসাঈ হা/৪৪৫০; মিশকাত হা/৩৩৫৪)*। এতে বুঝা যায় যে, পিতা-মাতার দায়িত্ব পুত্র বা কন্যা সবার উপরে সমভাবে প্রযোজ্য। তবে পুত্র সন্তান যেহেতু উপার্জনের মূল দায়িত্ব পালন করে এবং পিতা-মাতার সম্পদে দ্বিগুণ ওয়ারিছ হয়, সেকারণ তারাই এক্ষেত্রে মূল দায়িত্বশীল *(ইবনুল মুনযির,*

মুগনিল মুহতাজ ১৫/৬১)। ইমাম শাফেঈ বলেন, পুত্র সন্তান আছাবা হওয়ায় তাদের উপর পিতা-মাতার জন্য খরচ করা আবশ্যক *(কিতাবুল উম্ম, মুগনী ৮/২১৯)*। তবে কন্যা সন্তান যদি সম্পদশালী হয় এবং সে সম্পদ ব্যয়ে তার স্বাধীনতা থাকে, সেক্ষেত্রে সে তার পিতা-মাতার জন্য প্রয়োজনীয় খরচ বহন করবে। আর বিদ্বানগণ এ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, পিতা-মাতা বা সন্তান-সন্ততিকে যাকাত প্রদান করা যাবে না। কেননা তা প্রকারান্তরে নিজেকেই যাকাত প্রদানের শামিল *(ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী, ২/২৬৯)*। তবে ইবনু তায়মিয়াসহ কতিপয় বিদ্বান কেবল ঋণ পরিশোধের নিমিত্তে পিতা-মাতা বা সন্তানদেরকে যাকাত প্রদান জায়েয বলে মত প্রকাশ করেছেন *(উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে ৬/২৫৯-২৬০; ইবনু তায়মিয়াহ, আল-ফাতাওয়াল কুবরা ৫/৩৭৩)*।

প্রশ্ন (১২/১৩২) : বাযারে প্রচলিত যে টিউব মেহেদী কিনতে পাওয়া যায়, তা হাতে দিলে ওযূ হবে কি?

-সালমা খাতূন
অভয়নগর, যশোর।

উত্তর : টিউব মেহেদী ব্যবহার করা জায়েয। শরী'আতের দৃষ্টিতে এতে কোন দোষ নেই। এটা ওযূ-গোসলে কোন ক্ষতি করবে না। তবে বাযারে কিছু টিউব মেহেদী রয়েছে, যাতে ত্বকের জন্য ক্ষতিকর কেমিক্যাল রয়েছে বলে জানা যায়। সেগুলি পরিহার করা যরূরী।

প্রশ্ন (১৩/১৩৩) : হিসাববিজ্ঞান পড়ানোর ক্ষেত্রে সূদী লেনদেন সংশ্লিষ্ট অনেক হিসাব বিধি শিক্ষা দিতে হয়। এটা পড়া বা পড়ানো জায়েয হবে কি?

-মাহিদুল হাসান তাহসীন
দক্ষিণখান, ঢাকা।

উত্তর : হিসাব বিজ্ঞান শেখা ও শেখানোয় কোন দোষ নেই। কারণ উক্ত শিক্ষা গ্রহণ ও প্রদান করা মৌলিকভাবে জায়েয *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৪/২৩২; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ২/২৩১)*। তবে শিক্ষার্থীদেরকে সূদী কারবার হারাম হওয়ার বিষয়টি যথার্থরূপে শিক্ষা দিতে হবে। যাতে সূদের শারঈ বিধান সম্পর্কে তাদের মধ্যে সুস্পষ্ট ধারণা তৈরী হয়।

প্রশ্ন (১৪/১৩৪) : আউয়াল ওয়াক্তে ফরয ছালাত আদায় করে বিলম্বিত ওয়াক্তে মসজিদে ছালাত আদায়ের ক্ষেত্রে মুছল্লী কি নফল ছালাতের নিয়ত করবে?

-রাজীবুল ইসলাম
বদরগঞ্জ বাযার, চুয়াডাঙ্গা।

উত্তর : এমতাবস্থায় মুছল্লী নফল ছালাতের নিয়ত করবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬০০)*।

প্রশ্ন (১৫/১৩৫) : একটি সূদী আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে কর্মচারীদের প্রতিষ্ঠানের খরচে প্রতিবছর হজ্জে পাঠানো হয়। উক্ত অর্থ দিয়ে হজ্জ করলে তা কবুলযোগ্য হবে কি?

-ফারূক হোসাইন, মীরপুর, ঢাকা।

উত্তর : অন্যের খরচে হজ্জ পালনে বাধা নেই। এতে হজ্জের ফরযিয়াত আদায় হয়ে যাবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ, ফৎওয়া নং ৬৫৯৩)*। কেননা হারাম পথে উপার্জিত সম্পদ কেবল উপার্জনকারীর জন্য হারাম। উপার্জনকারীর নিকট থেকে বৈধ পন্থায় গ্রহণকারী এর জন্য দায়ী হবে না। যেমন রাসূল (ছাঃ) ইহূদীদের সাথে লেনদেন করতেন, যদিও তারা সূদ-ঘুষে অভ্যস্ত ছিল *(উছায়মীন, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ৫৭ আয়াত ১/১৯৮)*। উল্লেখ্য যে, হারাম উপার্জনের জন্য সূদী প্রতিষ্ঠানের মালিক ও কর্মচারী সকলেই গোনাহগার হবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) যারা সূদ খায়, সূদ দেয়, সূদের হিসাব লেখে এবং সূদের সাক্ষ্য দেয় তাদের সকলের উপর লা'নত করেছেন। তিনি বলেন, পাপের ক্ষেত্রে তারা সবাই সমান' *(মুসলিম হা/১৫৯৮; মিশকাত হা/২৮০৭)*।

প্রশ্ন (১৬/১৩৬) : বিবাহের সম্মতি জ্ঞাপন করতে গিয়ে অনেকে কবুল না বলে আলহামদুলিল্লাহ বলেন। এটা সঠিক হবে কি?

-আলাল বিন কায়েস
বদরগঞ্জ, রংপুর।

উত্তর : সরাসরি সম্মতিসূচক শব্দ ব্যবহার করাই উত্তম। তবে নিয়তের সাথে ইঙ্গিতবহ বাক্য যেমন 'আলহামদুলিল্লাহ' বললেও বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যাবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৩৬)*।

প্রশ্ন (১৭/১৩৭) : বর্তমানে প্রবাসীরা কোন ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা পাঠালে ২% হিসাবে প্রণোদনা পাচ্ছে। এটা গ্রহণ করা জায়েয হবে কি?

-আব্দুল লতীফ
সেন্তাসা, সিঙ্গাপুর।

উত্তর : এধরনের প্রণোদনা গ্রহণ করায় কোন দোষ নেই। কারণ ব্যাংক এটি সূদ হিসাবে দিচ্ছে না। বরং হুন্ডি বা অনিয়মিত লেনদেন বন্ধ করার জন্য এবং সরকারী নিয়ম অনুসরণে উৎসাহ দেওয়ার জন্য পুরস্কার হিসাবে প্রদান করছে। সেজন্য এমন হাদিয়া গ্রহণ করা জায়েয হবে ইনশাআল্লাহ *(উছায়মীন, লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ ১৩/২৮৮)*।

প্রশ্ন (১৮/১৩৮) : জান্নাতে আদম ও হাওয়া (আঃ)-এর ভাষা কী ছিল?

-আতীকুল ইসলাম
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : আদম (আঃ)-এর ভাষা কি ছিল বা জান্নাতের ভাষা কি হবে সে ব্যাপারে কুরআন বা ছহীহ হাদীছে স্পষ্ট কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে এটা নিশ্চিত যে, আল্লাহ আদম (আঃ)-কে জান্নাতে সকল প্রকার নাম ও ভাষা শিখিয়েছিলেন *(বাক্বারাহ ২/৩১)*। সেমতে তার সন্তানগণ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে।

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা তিনটি কারণে আরবদের ভালবাস। আমি

আরবীভাষী। কুরআন আরবী ভাষায় এবং জান্নাতীদের ভাষা হবে আরবী *(হাকেম হা/৬৯৯৯; মিশকাত হা/৫৯৯৭; যঈফাহ হা/১৬০, হাদীছটি জাল)*। একইভাবে আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমি আরবীভাষী, কুরআন আরবী ও জান্নাতীদের ভাষা আরবী' *(ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/৯১৪৭; যঈফাহ হা/১৬১, হাদীছটি জাল)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ জান্নাতীদের নিকট কুরআন তেলাওয়াত করবেন *(আবু নু'আইম, ছিফাতুল জান্নাহ হা/২৭০; হাকীম তিরমিযী, নাওয়াদেরুল উছূল ২/৯০; যঈফুল জামে' হা/১৮৩৪)*। উক্ত হাদীছ সমূহের ভিত্তিতে একদল বিদ্বান মনে করেন যে, আদম (আঃ)-এর ভাষা ছিল আরবী এবং জান্নাতের ভাষা হবে আরবী। তবে হাদীছগুলি জাল হওয়ায় ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ, শায়খ আলবানীসহ বহু বিদ্বান উক্ত মতকে অগ্রহণযোগ্য বলেছেন *(মিশকাত হা/৫৯৯৭-এর টীকা 'কুরায়েশের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ; যঈফাহ হা/১৬০-১৬২; ইবনু তায়মিয়াহ, ইক্বতিযাউছ ছিরাতিল মুস্তাকীম ১/১৫৮)*।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, ক্বিয়ামতের দিন মানুষ কোন ভাষায় কথা বলবে এবং আল্লাহ তাদের সাথে কোন ভাষায় কথা বলবেন, তা জানা যায় না। কেননা আল্লাহ ও তার রাসূল (ছাঃ) এ বিষয়ে আমাদের কোন খবর দেননি। সেদিন জাহান্নামীদের ভাষা ফার্সী হবে এবং জান্নাতীদের ভাষা আরবী হবে, এ মর্মে ছাহাবীগণ নিজেদের মধ্যে কোন বিতর্ক করেননি। বরং সবাই এ ব্যাপারে চুপ থেকেছেন। কেননা এ ব্যাপারে কথা বলা অনর্থক মাত্র। যদিও পরবর্তীদের মধ্যে এ বিষয়ে বিতর্ক উত্থাপিত হয়েছে যে, জান্নাতীগণ আরবীতে পরস্পরে আহ্বান করবে এবং জাহান্নামীরা ফার্সীতে জওয়াব দিবে *(মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৪/৩০০ পৃ.)*।

তবে সৃষ্টির সূচনায় জান্নাতে আদম (আঃ)-এর ভাষা আরবী ছিল বলে অনুমিত হয়। কেননা তখন জান্নাতে আদম কেবল একাই ছিলেন। পরবর্তীতে দুনিয়ায় নেমে আসার পর বংশ বিস্তৃতির ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে আদম সন্তানদের ভাষায় ভিন্নতা আসে। যেসব ভাষার তাওফীক আল্লাহ পূর্বেই আদমের মধ্যে সৃষ্টি করেছিলেন। আর জান্নাতীদের ভাষা আরবী হবে। কারণ আল্লাহ তাঁর সর্বশেষ নবীর উপর সর্বশেষ গ্রন্থ কুরআন নাযিল করেছেন আরবী ভাষায় এবং শেষনবীর ভাষাও ছিল আরবী। আর বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের আযান, ছালাত ও অন্য সকল ইবাদত এবং পরস্পরের সালাম হয় আরবীতে। এজন্য শায়খ বিন বায বলেন, জান্নাতের ভাষা হবে আরবী *(ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দারব, https://binbaz.org.sa › fatwas ›)*। হাফেয ইবনু হাজার বলেন, কবরে মুনকার-নাকীরের প্রশ্ন আরবী ভাষায় হবে বলে ছহীহ হাদীছ দৃষ্টে বুঝা যায়। তথাপি প্রত্যেকে স্ব স্ব ভাষায় জিজ্ঞাসিত হবে বলেই ধারণা হয় *(ইবনু হাজার, আল-ইমতা' ১২২ পৃ.)*।

মোটকথা কবরে প্রশ্নোত্তর, জান্নাতী ও জাহান্নামীদের পারস্পরিক কথোপকথন, সুফারিশ করার জন্য নবীদের নিকট মানুষের অনুরোধকরণ, দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য প্রদান এবং জান্নাতীদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র সালাম প্রদান প্রভৃতি আখেরাতের সবকিছু আরবী ভাষায় হওয়াটা মোটেই বিচিত্র কিছু নয়। 'আর সেটা আল্লাহ্র জন্য মোটেই কঠিন নয়' *(ইব্রাহীম ১৪/২০; ফাত্বির ৩৫/১৭)*।

প্রশ্ন (১৯/১৩৯) : একসাথে একাধিক মাইয়েতের উপর একবার জানাযার ছালাত পড়লে তা কি ছহীহ হবে? নাকি প্রত্যেকের জন্য পৃথক জানাযা করতে হবে?

-তাওহীদুল ইসলাম
মাষ্টারপাড়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তর : একসাথে একাধিক জানাযা উপস্থিত হ'লে একবারে জানাযা পড়া সুন্নাত। পৃথক জানাযা করতে হবে না। ওহোদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দশজন দশজন শহীদের জানাযা একত্রে পড়েছেন *(ইবনু মাজাহ হা/১৫১৩; আলবানী, আহকামুল জানায়েয ১/১০৩)*। উম্মে কুলছূম ও তার ছেলের জানাযা একই সাথে পড়া হয়েছিল *(আবুদাঊদ হা/৩১৯৩)*। ইবনু ওমর (রাঃ) নয় জনের জানাযা এক সাথে পড়ে ছিলেন যাতে মহিলাদের ক্বিবলার দিকে ও পুরুষদের ইমামের পাশাপাশি রাখা হয়েছিল। উক্ত জানাযায় ইবনু আব্বাস, আবু সাঈদ, আবু হুরায়রা ও আবু ক্বাতাদাহ উপস্থিত ছিলেন। এবিষয়ে জিজ্ঞেস করা হ'লে তারা বলেন, এটি সুন্নাত *(নাসাঈ হা/১৯৭৮; আছার ছহীহাহ হা/৪৪১; আহকামুল জানায়েয ১/১০৩, সনদ ছহীহ; বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল পৃঃ ২১৫)*।

প্রশ্ন (২০/১৪০) : মৃতপ্রায় রোগীকে লাইফ সাপোর্টে জীবিত রাখতে প্রচুর খরচ হয়। এক্ষণে খরচের ভয়ে সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সাপোর্ট দেয়া বন্ধ করে দিলে গুনাহগার হ'তে হবে কি?

-সানজীদুল ইসলাম
বায়া, রাজশাহী।

উত্তর : কেবলমাত্র খরচের ভয়ে রোগীর স্বজনগণ এরূপ করলে তারা গুনাহগার হবেন। কারণ যতক্ষণ তার জীবন থাকবে, ততক্ষণ সে জীবিত বলে ধর্তব্য হবে। তবে চিকিৎসক যদি তার মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত হন অথবা স্বজনগণ সবদিক থেকে একেবারে নিরুপায় হয়ে যান, সেক্ষেত্রে আল্লাহ্র প্রতি ভরসা রেখে সাপোর্ট বন্ধ করা যেতে পারে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কেউ যেন তার নিকটে বিপদ পৌঁছার কারণে মৃত্যু কামনা না করে। তবে সে যদি মৃত্যুই চায়, তবে যেন বলে, হে আল্লাহ! আমাকে জীবিত রেখ যে পর্যন্ত আমার জীবন কল্যাণকর হয় এবং আমাকে মৃত্যু দান কর, যখন মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর হয়' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১৬০০)*।

প্রশ্ন (২১/১৪১) : দশ বছরের সন্তান থাকা সত্ত্বেও স্ত্রী পরপুরুষের সাথে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হওয়ায় স্বামী তাকে তালাক দেয়। উক্ত মহিলাও তার স্বামীর কাছে ফিরে যেতে চায় না। এমতাবস্থায় পরবর্তীতে সম্পর্ক করা ঐ ব্যক্তির সাথে বিবাহ করায় কোন বাধা আছে কি?

-মিরাজুল ইসলাম, বীরগঞ্জ, রংপুর।

উত্তর : বাধা নেই। ওলীর অনুমতিক্রমে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারবে। আবুবকর (রাঃ)-এর আমলে দু'জন নারী-পুরুষ যেনায় লিপ্ত হ'লে তাদের একশ' বেত্রাঘাত করে বিবাহ দিয়ে দেওয়া হয়। ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, প্রথমটি ছিল ব্যভিচার আর দ্বিতীয়টি বিবাহ। অতএব ব্যভিচার বিবাহকে হারাম করতে পারে না। ইবনু ওমর ও ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে *(বায়হাক্বী হা/১৪২৪৯; কুরতুবী, তাফসীর সূরা নূর ৩ আয়াত)*। তবে শর্ত হ'ল যদি নারীর সাথে অবৈধ মিলন হয়ে থাকে। তাহ'লে তাকে তওবা করতে হবে এবং এক হায়েয পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কোন গর্ভবতী বন্দিনীর সাথে তার সন্তান প্রসবের আগে এবং কোন মহিলার সাথে তার হায়েয হ'তে পবিত্র হওয়ার পূর্বে সহবাস করবে না' *(আবুদাউদ হা/২১৫৭; মিশকাত হা/৩৩৩৮; আহমাদ হা/১১৮৪১, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (২২/১৪২) : আমার পরিচিত জনৈকা মহিলার বাসায় প্রত্যেক জুম'আর দিন ৭০ বছর বয়স্ক একজন মসজিদের ইমাম ছাহেব এসে কুরআনের আলোচনা পেশ করেন। এরূপ আলোচনা শরী'আত সম্মত কি?

-নূরে আখতার, শঠিবাড়ি, রংপুর।

উত্তর : মহিলারা নিরাপদ পরিবেশে পর্দার মধ্যে থাকা অবস্থায় পুরুষের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। রাসূল (ছাঃ) মহিলাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিয়েছেন *(বুখারী, মিশকাত হা/১৭৫৩)*। তবে নারী একাকী থাকলে সাথে মাহরাম থাকা অথবা একাধিক মহিলা থাকা যরূরী। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, মাহরাম ব্যতীত কোন নারী যখন পরপুরুষের সঙ্গে নির্জনে একত্রিত হয়, সেখানে তৃতীয়জন থাকে শয়তান' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৩১১৮)*। অনেকে পর্দা না টাঙ্গিয়ে পরপুরুষের সামনে মুখোমুখি বসে ওয়ায শুনেন ও প্রশ্নোত্তর করেন। যা পর্দার বরখেলাফ।

প্রশ্ন (২৩/১৪৩) : নতুন বাড়ীতে ওঠা উপলক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে বিভিন্ন দো'আ-দরূদ পাঠ করে জিন-ভূতের আছর বন্ধ করা হয়। এটা করা জায়েয হবে কি?

-ইব্রাহীম খলীল, তুলাগাঁও, কুমিল্লা।

উত্তর : নতুন বাড়ী আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা শরী'আত সম্মত নয়। কেবল বিসমিল্লাহ বলে উঠবে। আর শয়তানের ক্ষতি হ'তে বাঁচার জন্য যেকোন সময় সূরা বাক্বারাহ বা তার শেষ দুই আয়াত তেলাওয়াত করা যাবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা তোমাদের বাড়ীকে কবরে পরিণত করো না। নিশ্চয়ই শয়তান এমন বাড়ী থেকে পালায়, যে বাড়ীতে সূরা বাক্বারাহ পড়া হয়' *(মুসলিম হা/৭৮০; মিশকাত হা/২১১৯)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'যে বাড়ীতে (বা অন্যত্র) তিন রাত সূরা বাক্বারাহর শেষ দুই আয়াত পাঠ করা হয়, শয়তান সে বাড়ীর নিকটবর্তী হয় না' *(তিরমিযী হা/২৮৮২; মিশকাত হা/২১৪৫)*।

প্রশ্ন (২৪/১৪৪) : প্রথম কাতারে ছালাত আদায়ের গুরুত্ব কি? মসজিদে যদি কেবল একটিই কাতার থাকে সেক্ষেত্রে উক্ত মর্যাদা পাওয়া যাবে কি?

-ইলিয়াস হোসাইন, কাঞ্চন, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : প্রথম কাতারে ছালাত আদায়ের গুরুত্ব অত্যধিক। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মানুষ যদি জানত আযানে এবং প্রথম কাতারে কি নেকী রয়েছে। তাহ'লে লটারীর মাধ্যমে হ'লেও আযান দেওয়ায় ও প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর জন্য অংশগ্রহণ করত' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬২৮ 'ছালাতের ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*। তিনি বলেন, ছালাতের প্রথম কাতার ফেরেশতাদের কাতারের মত। তোমরা যদি প্রথম কাতারের ফযীলত জানতে তাহ'লে অবশ্যই দৌড়ে যেতে *(আবূদাঊদ হা/৫৫৪; মিশকাত হা/১০৬৬)*। তিনি বলেন, প্রথম কাতারের (মুছল্লীদের) উপর আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন এবং ফেরেশতাগণ দো'আ করেন' *(ইবনু মাজাহ হা/৯৯৭)*। তিনি আরো বলেন, 'পুরুষদের জন্য সর্বোত্তম কাতার হ'ল প্রথম কাতার' *(মুসলিম হা/৪৪০; মিশকাত হা/১০৯২)*। এক্ষণে মসজিদে কেবল একটি কাতার থাকলেও সেটি প্রথম কাতার হিসাবে গণ্য হবে এবং এর যাবতীয় ফযীলত অর্জিত হবে ইনশাআল্লাহ। কেননা প্রথম কাতার বলতে ইমামের পিছনের কাতারকেই বুঝানো হয়েছে *(ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ২/২০৮)*।

প্রশ্ন (২৫/১৪৫) : আমার পৈত্রিক সম্পদের বেশ কিছু অংশ আমার কতিপয় আত্মীয়-স্বজন অবৈধভাবে ভোগ করছে। এখন তা ফিরিয়ে নিতে গেলে সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা শরী'আতে নিষিদ্ধ। এক্ষণে সম্পদ না আত্মীয়তা কোনটিকে অগ্রাধিকার দিব?

-রফীকুল হক, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : সম্পদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ফিরিয়ে নিতে হবে। আবার আত্মীয়তার বন্ধনও রক্ষা করতে হবে। আর এ বিষয়ে উভয় পক্ষকে সহনশীল হতে হবে। নইলে হঠকারী পক্ষ দায়ী হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কারু এক বিঘত জমি অন্যায়ভাবে দখল করবে, ক্বিয়ামতের দিন তার গলায় সাত তবক যমীনের বেড়ী পরানো হবে *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/২৯৩৮)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, অন্যায়ভাবে ভোগ করা সমস্ত মাটি তার মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হবে এবং তাকে তা বহন করতে বাধ্য করা হবে *(আহমাদ, মিশকাত হা/২৯৫৯)*।

প্রশ্ন (২৬/১৪৬) : পরবর্তীতে মূল্য বৃদ্ধির আশায় আলু-পেঁয়াজ ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য স্টক রাখার ব্যাপারে শরী'আতের বিধান কি?

-মাহফূযুর রহমান

মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে অধিক মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করা হারাম। মা'মার (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি বেশী দামের আশায় সম্পদ জমা রাখে সে পাপী *(মুসলিম হা/১৬০৫; আবূদাঊদ*

হা/৩৪৪৭)। অন্য বর্ণনায় এসেছে, মূল্যবৃদ্ধির আশায় অপরাধী ব্যতীত আর কেউ খাদ্য-শস্য মওজুদ করে না *(মুসলিম হা/১৬০৫; ইবনু মাজাহ হা/২১৫৪)*।

উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী বলেন, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সময় যে ব্যক্তি খাদ্যশস্য ক্রয় করে এবং তখন বিক্রি না করে অধিক মূল্য বৃদ্ধির আশায় তা সঞ্চিত রাখে, সে ব্যক্তি পাপী হবে। তবে যদি তা খাদ্যশস্য না হয়, তবে তাতে দোষ নেই *(শরহ নববী)*। অতএব পেঁয়াজ ও লবন মওজুদ করে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টিকারী ব্যবসায়ীরা তওবা করুন।

তবে সাধারণভাবে উৎপাদনের মৌসুমে হ্রাসপ্রাপ্ত মূল্যে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করে অন্য মৌসুমে প্রচলিত বাজারমূল্যে বিক্রয় করায় কোন দোষ নেই। কেননা খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করায় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত না হ'লে তা জায়েয *(আওনুল মা'বূদ ৫/২২৬-২২৮ পৃঃ, 'ইহতেকার নিষিদ্ধ' অনুচ্ছেদ; নায়ল, ৫/২২২ পৃঃ, 'ইহতেকার' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (২৭/১৪৭) : কারো বিরুদ্ধে যেনার অপবাদ দিলে এবং তা প্রমাণিত না হ'লে শরী'আতে অভিযোগকারীর জন্য কি শাস্তি রয়েছে?

-আব্দুল আলীম, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : মিথ্যা অপবাদ হ'ল কারো ব্যাপারে অন্যের নিকটে এমন কথা বলা যা তার মাঝে নেই *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮২৮)*। কারো উপর যেনার অপবাদ দিয়ে প্রচার করা কাবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। আর মিথ্যা অপবাদ দানকারীর শাস্তি হ'ল ৮০ বেত্রাঘাত। আল্লাহ বলেন, 'আর যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি (ব্যভিচারের) অপবাদ দেয়। অথচ চারজন (প্রত্যক্ষদর্শী) সাক্ষী হাযির করতে পারে না। তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত কর। আর তোমরা কখনোই তাদের সাক্ষ্য কবুল করবে না। বস্তুতঃ এরাই হ'ল পাপাচারী' *(নূর ২৪/৪-৫)*। ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, এ ব্যাপারে ঐক্যমত রয়েছে যে, সতী-সাধ্বী নারীর উপর অপবাদ দেওয়ার শাস্তি পুরুষের উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে *(ফৎহুল বারী ১২/১৮১)*। উল্লেখ্য, শরী'আত নির্ধারিত দণ্ডবিধি বাস্তবায়নের দায়িত্ব সরকারের, অন্যদের নয় *(কুরতুবী)*।

প্রশ্ন (২৮/১৪৮) : আমরা জানি আল্লাহ্‌র দু'হাতই ডান হাত। তবে মিশকাতে একটি হাদীছে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্‌র ডান ও বাম দু'হাতই রয়েছে। কোনটি সঠিক?

-আব্দুল আযীয

ফার্মেসী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তর : আল্লাহ্‌র দু'হাত রয়েছে এবং ডান ও বাম হাতও রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা আকাশমণ্ডলী পেঁচিয়ে নিবেন। তারপর তিনি আকাশমণ্ডলীকে ডান হাতে ধরে বলবেন, আমিই বাদশাহ। কোথায় শক্তিশালী লোকেরা! কোথায় অহংকারীরা? এরপর তিনি বাম হাতে গোটা পৃথিবী গুটিয়ে নিবেন এবং বলবেন, আমিই বাদশাহ। কোথায় অত্যাচারী লোকেরা, কোথায় বড়ত্ব প্রদর্শনকারীরা?' *(মুসলিম হা/২৭৮৮; মিশকাত হা/৫৫২৩)*। অত্র হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্‌র ডান ও বাম হাত রয়েছে। তবে তা সৃষ্টজীবের মত নয়। অর্থাৎ তাঁর সৃষ্টজীব বাম হাত দ্বারা সাধারণত দুর্বল বা অপরিষ্কার কাজগুলো করে থাকে। সে অর্থে আল্লাহ্‌র দু'হাতই ডান হাত। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ন্যায়বিচারকগণ (ক্বিয়ামতের দিন) আল্লাহ্‌র নিকটে নূরের মিম্বর সমূহে মহিমান্বিত দয়ালু (আল্লাহ্‌)-এর ডানপার্শ্বে উপবিষ্ট থাকবেন। আর তার উভয় হাতই ডান হাত (অর্থাৎ সমান মহিমান্বিত)। (সেই ন্যায়পরায়ণ হচ্ছে) ঐসব লোক, যারা তাদের শাসনকার্যে, তাদের পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে এবং তাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব সমূহের ব্যাপারে সুবিচার করে *(মুসলিম হা/১৮২৭; মিশকাত হা/৩৬৯০)*। অর্থাৎ সম্মান-মর্যাদা, ক্ষমতা ও দোষ-ত্রুটির ক্ষেত্রে সৃষ্টজীবের বাম হাতের সাথে তাঁর হাত তুলনীয় নয় *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৫/১২৬; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১/১৬৫)*। অতএব হাদীছ দু'টির মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

প্রশ্ন (২৯/১৪৯) : বৃটিশ আইনে পরিচালিত বাংলাদেশের কোন আদালতে কম্পিউটার অপারেটর হিসেবে কাজ করা শরী'আতসম্মত হবে কি?

-সেলিম হোসাইন, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তর : আদালত ব্যবস্থাপনা সমাজের আবশ্যকীয় অনুষঙ্গ। সেকারণ আদালতের যেকোন চাকুরী বৈধ। তবে সেখানে সর্বদা সত্যকে বিজয়ী করা, যুলুমের প্রতিরোধ করা এবং মানুষকে তার হক ফেরত দেয়ার কাজে নিয়োজিত থাকতে হবে। যাতে কোন নিরপরাধ ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত না হয় এবং অপরাধী ছাড়া না পায়। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নেকী ও আল্লাহভীরুতার কাজে পরস্পরকে সাহায্য করে এবং পাপ ও শত্রুতার কাজে সাহায্য করো না' *(মায়েদাহ ৫/০২; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১৯/২৩১)*। আর ইসলামী আইনের বিপরীতে প্রচলিত বৃটিশ আইনের দায়ভার বর্তাবে সরকারের উপর। যতদিন তা চালু থাকবে, ততদিন সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলগণ পাপী হ'তে থাকবে। কেননা আল্লাহ্‌র বিধানের বিপরীতে অন্যের বিধান কোন অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয় *(ইউসুফ ৪০, মায়েদাহ ৫০ প্রভৃতি)*।

প্রশ্ন (৩০/১৫০) : সূরা কাওছারে রাসূল (ছাঃ)-কে কুরবানী করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এক্ষণে কুরবানী করা কি ফরয?

-ইউসুফ আহমাদ

কুলনিয়া, পাবনা।

উত্তর : কুরবানী করা ফরয নয়। বরং সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। যা 'সুন্নাতে ইবরাহীমী' হিসাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে মদীনায় প্রতি বছর আদায় করেছেন এবং ছাহাবীগণও নিয়মিতভাবে কুরবানী করেছেন। তাই সামর্থ্যবানদের জন্য এটা পালন করা যরূরী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি তার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করল না, সে যেন

আমাদের ঈদগাহের নিকটেও না আসে’ *(আহমাদ, ইবনু মাজাহ, হাকেম; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৫৩২;* এটি ওয়াজিব নয় যে, যেকোন মূল্যে প্রত্যেককে কুরবানী করতেই হবে। লোকেরা যাতে এটাকে ওয়াজিব মনে না করে, সেজন্য সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হযরত আবুবকর ছিদ্দীক্ব, ওমর ফারূক্ব, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণ কখনো কখনো কুরবানী করতেন না *(বায়হাক্বী, ইরওয়াউল গালীল হা/১১৩৯; মির'আত ৫/৭২-৭৩; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৫/১০)*।

প্রশ্ন (৩১/১৫১) : চার রাক'আত সুন্নাতের শেষ দু'রাক'আতে কী অন্য সূরা মিলাতে হয়?

-নুহা, কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী।

উত্তর : যোহর ও আছরের ছালাতে ইমাম-মুক্তাদী সকলে সূরা ফাতিহা সহ অন্য সূরা পড়বে এবং ৩য় ও ৪র্থ রাক'আতে কেবল সূরা ফাতিহা পড়বে। যেমন আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে, ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যোহরের প্রথম দু'রাক'আতে সূরা ফাতিহা ও অন্য দু'টি সূরা পড়তেন এবং শেষের দু'রাক'আতে কেবল সূরা ফাতিহা পড়তেন।... অনুরূপ করতেন আছরে...’ *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৮২৮)*। একই নিয়মে চার রাক'আত সুন্নাতের শেষ দু'রাক'আতে পড়বে। তবে শেষের দু'রাক'আতেও কোন কোন ছাহাবী সূরা মিলাতেন বলে জানা যায় *(মুওয়াত্ত্বা হা/২৬০; মির'আত ৩/১৩১)*। জানা আবশ্যক যে, ফরয-নফল সব ছালাতে সূরা ফাতিহা ব্যতীত অন্য সূরা পাঠ করা ওয়াজিব নয় বরং মুস্তাহাব। রাসূল (ছাঃ) বলেন, কোন ছালাত সিদ্ধ নয় সূরা ফাতিহা ব্যতীত *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৮২২)*।

প্রশ্ন (৩২/১৫২) : রাসূল (ছাঃ) অহি প্রাপ্তির পর কখনো কি হেরা গুহায় আরোহন করেছেন?

-মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম
নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) হেরা গুহায় অহি লাভের পর সেখানে আর গমন করেননি। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, ‘নবুঅতের প্রাক্কালে রাসূল (ছাঃ) হেরা গুহাতে গিয়ে ইবাদত করতেন এবং তাতেই সর্বপ্রথম ওহী অবতীর্ণ হয়। কিন্তু ওহী নাযিলের পর কখনও তিনি সেখানে উঠেননি, এমনকি তিনি তার নিকটবর্তীও হননি। পরবর্তীকালে তার কোন ছাহাবীও সেখানে যাননি। রাসূল (ছাঃ) নবুঅত প্রাপ্তির পর তের বছর মক্কাতেই অবস্থান করেছেন। আবার হিজরতের পর তিনি মক্কাতে কয়েকবার এসেছেন, যেমন- হুদাইবিয়ার সন্ধির সময়, মক্কা বিজয়ের বছর এবং সেখানে তিনি প্রায় ২০দিন অবস্থান করেছেন, কিন্তু তিনি কখনও সেখানে যাননি। আর সেখানে না যাওয়ার কারণ হয়ত ছিল এই যে, জাহেলী যুগের লোকেরা সেখানে গিয়ে ধ্যান করত। এমনকি রাসূলের দাদা আব্দুল মুত্তালিব তার সূচনা করেছিল বলেও বর্ণিত হয়েছে। ফলে যাতে মুসলমানরা উক্ত জায়গাটিকে বিশেষ মর্যাদা মণ্ডিত মনে না করে, এজন্য রাসূল (ছাঃ) আর কখনো সেখানে যাননি *(মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১০/৩৯৪)*।

প্রশ্ন (৩৩/১৫৩) : কবরে রাসূলের ছবি দেখিয়ে কি বলা হবে ইনি কে?

-মোশাররফ হোসাইন
রিয়াদ, সঊদী আরব।

উত্তর : কবরে রাসূল ছাঃ)-এর ছবি প্রদর্শন করা হবে মর্মে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি। বরং বলা হবে, তোমাদের মাঝে যে লোকটিকে পাঠানো হয়েছিল তিনি কে? *(আবুদাউদ হা/৪৭৫৩; আহমাদ হা/১৮৬৩৭; মিশকাত হা/১৩১, ১৬৩০; ছহীহাহ হা/২৬২৮)*।

প্রশ্ন (৩৪/১৫৪) : খারেজী আক্বীদার অনুসারীদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে চাই।

-শফীকুর রহমান
বাহাদুরপুর, পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তর : খারেজীদের বৈশিষ্ট্য হ'ল, (১) তারা কবীরা গোনাহগার শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ওয়াজিব মনে করে এবং কবীরা গোনাহগার মুমিনকে ঈমানশূন্য কাফের, হত্যাযোগ্য অপরাধী এবং তওবা না করে মারা গেলে তাদেরকে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হিসাবে গণ্য করে *(শাহরস্তানী, আল-মিলাল ওয়ান নিহাল, ১/১১৪ পৃঃ, ইবনু হাযম, আল-ফিছাল ফিল মিলাল ২/১১৩)*। (২) তারা কুরআন-হাদীছের মনগড়া ব্যাখ্যা করে। রাসূল (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম সহ সালাফে ছালেহীনের ব্যাখ্যার প্রতি মোটেই ভ্রূক্ষেপ করে না। ইবনু আব্বাস (রাঃ), ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ, ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) প্রমুখ বিদ্বানগণ উক্ত মত ব্যক্ত করেছেন *(ফিরাক্ব মু'আছিরাহ ১/২৭৮-২৭৯)*। (৩) তারা হবে কম বয়সী, নির্বোধ ও বিচার-বুদ্ধিহীন। তারা সবচেয়ে সুন্দর সুন্দর কথা বলবে। কিন্তু তাদের ঈমান তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না *(মুসলিম হা/১০৬৬, মিশকাত হা/৩৫৩৫)* (৪) অন্যদের ছালাত, ছিয়াম ও আমলসমূহকে তাদের ছালাত, ছিয়াম ও আমলের তুলনায় তুচ্ছ মনে হবে *(বুখারী হা/৫০৫৮)*। (৫) তারা মুসলমানদেরকে হত্যা করবে ও মূর্তিপূজারীদের আপন অবস্থায় ছেড়ে দিবে (অর্থাৎ তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে না) *(বুখারী হা/৩৩৪৪, মুসলিম হা/১০৬৪, মিশকাত হা/৫৮৯৪)*। (৬) তারা সাধারণতঃ সম্পূর্ণ মাথার চুল ন্যাড়া করে রাখবে *(আবুদাউদ হা/৪৭৬৬; ইবনু মাজাহ হা/১৭৫)*।

এদের লোকেরাই হযরত আলী ও মু'আবিয়া (রাঃ)-কে ‘কাফের’ অভিহিত করে আলী (রাঃ)-কে হত্যা করেছিল এবং মু'আবিয়া (রাঃ) ভাগ্যক্রমে বেঁচে গিয়েছিলেন।

প্রশ্ন (৩৫/১৫৫) : গার্মেন্টসে চাকুরী করা যাবে কি? এর উপার্জন হালাল হবে কি?

-যাকীরুল ইসলাম
সেতাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তর : গার্মেন্টসে চাকুরী করা বৈধ এবং এর উপার্জনও বৈধ, যদি উৎপাদিত পণ্যটি বৈধ হয়। তবে গার্মেন্টসে নারী-পুরুষ একত্রিতভাবে থাকলে এবং ফেতনায় পড়ার আশঙ্কা থাকলে সেখানে কাজ করা ঠিক নয়। রাসূল (ছাঃ) পুরুষদের জন্য

নারীদেরকে সবচেয়ে ক্ষতিকর ফিৎনা হিসাবে উল্লেখ করেছেন *(বুখারী হা/৫০৯৬; মিশকাত হা/৩০৮৫)*। সেক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্র পরিবর্তনের চেষ্টা করতে হবে। আর সেটা সম্ভব না হ'লে সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় করতে হবে ... *(তাগাবুন ৬৪/১৬)*।

প্রশ্ন (৩৬/১৫৬) : 'বেহেশতী জেওর' বইয়ে উল্লেখ আছে যে, রাতের অন্ধকারে স্ত্রী মনে করে কন্যা বা শাশুড়ীর শরীর স্পর্শ করলে, সে পুরুষ তার নিজ স্ত্রীর জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যাবে। ফৎওয়াটি সঠিক কি?

-মাহফূযা আখতার
ধামুইরহাট, জয়পুরহাট।

উত্তর : বেহেশতী জেওরে বর্ণিত মাসাআলাটি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। সঠিক কথা এই যে, ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় এধরনের অনাকাংখিত আচরণ হয়ে গেলে স্ত্রী তার উপর হারাম হবে না। কেননা একটি হারাম কাজ অপর একটি হালালকে হারাম করতে পারে না। এরূপ কাজ হয়ে গেলে তাকে খালেছ অন্তরে তওবা করতে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি তার শ্বাশুড়ী ও শ্যালিকার সাথে যেনা করে ফেললে তিনি বলেন যে, এ কাজের জন্য তার স্ত্রী তার উপর হারাম হবেনা' *(মুহাম্মাদ ইবনু আবী শায়বাহ, বায়হাক্বী; সনদ ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল হা/১৮৮১, ৬/২৮৮)*।

প্রশ্ন (৩৭/১৫৭) : ইবলীস শয়তান কি একাই মানব ও জিন জাতিকে পথভ্রষ্ট করে, নাকি তার সন্তানরা রয়েছে যারা এ কাজে তাকে সহায়তা করে?

-মুহাম্মাদ ইমরান মোল্লা
রিয়াদ, সঊদী আরব।

উত্তর : ইবলীস শয়তান একাই নয় বরং তার গোত্র মিলে সম্মিলিতভাবে মানুষ ও জিন জাতিকে পথভ্রষ্ট করে। আল্লাহ বলেন, 'তবে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে ও তার বংশধরগণকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছ?' *(কাহফ ১৭/৫০)*। এই আয়াত প্রমাণ করে যে, তার বংশধর রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তুমি যদি পার, তাহ'লে সর্বপ্রথম বাজারে প্রবেশকারী হবে না এবং সেখান থেকে সর্বশেষ প্রস্থানকারী হবে না। কারণ বাজার শয়তানের আড্ডাখানা; সেখানে সে আপন ঝাণ্ডা গাড়ে, সেখানে সে ডিম পাড়ে এবং বাচ্চা জন্ম দেয় *(মুসলিম হা/২৪৫১; ত্বাবারাণী কাবীর হা/৬১১৮, ৬১৩১)*। অন্যত্র এসেছে, 'ইবলীস শয়তান সমুদ্রের পানির উপর তার সিংহাসন স্থাপন করে। অতঃপর মানুষের মধ্যে ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি করার জন্য সেখান থেকে তার বাহিনী চারদিকে প্রেরণ করে। এদের মধ্যে সে শয়তানই তার নিকট সর্বাধিক সম্মানিত যে শয়তান মানুষকে সবচেয়ে বেশী ফিৎনায় নিপতিত করতে পারে। তাদের মধ্যে একজন ফিরে এসে বলে, আমি এরূপ এরূপ ফিৎনা মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করেছি। তখন সে (ইবলীস) প্রত্যুত্তরে বলে, তুমি কিছুই করনি। তিনি বলেন, অতঃপর এদের অপর একজন এসে বলে, আমি মানব সন্তানকে ছেড়ে দেইনি, এমনকি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ করে দিয়েছি। তিনি বলেন, শয়তান এ কথা শুনে তাকে নিকটে বসায় আর বলে, তুমিই উত্তম কাজ করেছ। বর্ণনাকারী আ'মাশ বলেন, আমার মনে হয় জাবের (রাঃ) এটাও বলেছেন যে, অতঃপর ইবলীস তার সাথে আলিঙ্গন করে *(মুসলিম হা/২৮১৩; মিশকাত হা/৭১)*।

প্রশ্ন (৩৮/১৫৮) : সুখে-দুখে সর্বদা আল্লাহ্র প্রশংসাকারীরা জান্নাতে সবার আগে প্রবেশ করবে- কথাটির সত্যতা আছে কি?

-মহীদুল ইসলাম
গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তর : উক্ত মর্মে ত্বাবারাণী আওসাত্বে একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, যার সনদ যঈফ *(ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/৩০৩৩; মিশকাত হা/২৩০৮; যঈফাহ হা/৬৩২)*। তবে সুখে-দুখে আল্লাহ্র প্রশংসাকারী ব্যক্তিদের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক প্রিয় হবে আল্লাহ্র প্রশংসাকারীগণ *(আহমাদ হা/১৯৯০৯; ছহীহাহ হা/১৫৮৪)*। তাদের জন্য জান্নাতে 'বায়তুল হাম্দ' নির্মিত হবে *(তিরমিযী হা/১০২১; ছহীহাহ হা/১৪০৮)*।

প্রশ্ন (৩৯/১৫৯) : চামড়ার মোযা ব্যতীত সাধারণ অন্যান্য মোযার উপর মাসাহ করা শরী'আত সম্মত কি? এছাড়া জুতার উপর মাসাহ করা যাবে কি?

*-মুহাম্মাদ অনিক**
ডিমলা, নীলফামারী।

**আরবীতে ইসলামী নাম রাখুন অথবা শুধু মুহাম্মাদ নাম রাখুন (স.স.)*

উত্তর : যেকোন মোযার উপর মাসাহ করা বৈধ। হাদীছে বিশেষ কোন মোযাকে শর্ত করা হয়নি। আরবী ভাষায় চামড়ার তৈরী মোযাকে 'খুফ' এবং সূতা বা কাপড়ের তৈরী মোযাকে 'জাওরাব' বলা হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যেমন চামড়ার তৈরী মোযার উপরে মাসাহ করেছেন *(বুখারী হা/২০২; মুসলিম হা/২৭৪; মিশকাত হা/৩৯৯)*। তেমনি তিনি কাপড়ের তৈরী মোযার উপরেও মাসাহ করেছেন *(আবুদাউদ হা/১৫৯; তিরমিযী হা/৯৯; ইবনু মাজাহ হা/৫৫৯; মিশকাত হা/৫২৩)*। এছাড়া কেউ যদি জুতার উপর মাসাহ করে ছালাত আদায় করতে চায় তাকে সেই জুতা পরেই ছালাত আদায় করতে হবে। জুতা খুলে ফেললে ওযূ টুটে যাবে *(মাজমূ' ফাতাওয়া বিন বায ২৯/৬৯)*।

প্রশ্ন (৪০/১৬০) : একটি বইয়ে লেখা আছে, 'গীবত করা যিনা করার চেয়েও বড় পাপ'। এটা কি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত?

-মশিউর রহমান
পুরানা পল্টন, ঢাকা।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(সিলসিলা যঈফাহ হা/১৮৪৬; যঈফুল জামে' হা/২২০৪; মিশকাত হা/৪৮৭৪)*। তবে গীবত করা বড় পাপ। আল্লাহ তা'আলা একে মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করার সাথে তুলনা করেছেন *(হুজুরাত ১২; মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮২৮)*।

www.at-tahreek.com

ডা. নাসরীন সুলতানা

এমবিবিএস, এমসিপিএস, ডিজিও
প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
সহকারী অধ্যাপক, গাইনী (অবঃ)
রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল

চেম্বার : পদ্মা ক্লিনিক
সিএন্ডবি মোড়, কাজিহাটা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭১১-৮১০৮০৭
ফোন : ০৭২১-৭৭৪১৪৬ (ক্লিনিক)
দুপুর ১২-টা থেকে ২-টা

চেম্বার : আমানা হাসপাতাল
ঝাউতলা মোড়, লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৭২৬৮৬
মোবাইল : ০১৭০৫-৪০৩৬১০-১১
বিকাল ৫-টা থেকে রাত্রি ৮-টা

ডা. মুহাম্মাদ হেলালুদ্দীন

এমবিবিএস, ডি. আর্থো (ডি.ইউ)
অর্থোপেডিক সার্জন
হাড়-জোড় রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

চেম্বার : মেডিপ্যাথ ডায়াগনস্টিক কমপ্লেক্স
শুভেচ্ছা ভিউ, কাজিহাটা, লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭১২-৬৮৫২৯৭, ফোন : ০৭২১-৭৭৪৩৩৩
সিরিয়ালের জন্য : ০১৯৭১-৮১০৮০৬
দুপুর ১২-টা থেকে ২-টা, বিকাল ৫-টা থেকে রাত্রি ৯-টা (শুক্রবার বন্ধ)

ডা. তামান্না তাসনীম

এমবিবিএস; এম.এস (কলোরেক্টাল সার্জারী)
বৃহদান্ত্র ও পায়ুপথ রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

বিশেষ সেবাসমূহ :
- জটিল ফিস্টুলার আধুনিক চিকিৎসা
- রাবার ব্যান্ড লাইগেশন ও লংগো পদ্ধতিতে ব্যথামুক্তভাবে পাইলসের চিকিৎসা
- স্টাপলিং পদ্ধতিতে কোলন (বৃহদান্ত্র) ও মলদ্বার ক্যান্সারের অপারেশন
- রেক্টাল প্রলাপস (মলদ্বার বের হয়ে আসা)-এর আধুনিক অপারেশন
- কলোনোস্কপির মাধ্যমে বৃহদান্ত্রের রোগ নির্ণয় ও পলিপের চিকিৎসা

ব্রেস্ট টিউমার এবং ক্যান্সারসহ মহিলাদের সব ধরণের সার্জিক্যাল সমস্যার অপারেশন মহিলা টীমের মাধ্যমে করা হয়।

চেম্বার : ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
নওদাপাড়া, বিমানবন্দর রোড, সপুরা, রাজশাহী।
ফোন : (০২৪৭) ৮৬১৩২৩-৬, ০১৭৫৩-৯২৪৪৬৪।
সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ১.০০ টা পর্যন্ত।

চেম্বার : রাজশাহী রয়্যাল হসপিটাল (প্রাঃ) লিঃ
শেরশাহ রোড, লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৭১২৭৭, ০১৮৬৭-৫৫২৪৮৬
বিকাল ৫.০০ টা থেকে সন্ধ্যা ৬.৩০ টা পর্যন্ত।

চেম্বার : ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল
লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী।
ফোন : (০৭২১) ৭৭৮৯৭৫-৭৬, ০১৮৬৭-৫৫২৪৮৬।
সন্ধ্যা ৬.৩০ থেকে রাত্রি ৮.৩০ পর্যন্ত।

ডা. তানিয়া আক্তার জাহান (নিপা)

এমবিবিএস (রামেক)
ডিসিএইচ (বিএসএমএমইউ)
NICU/PICU-তে উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত
প্রাক্তন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
চট্টগ্রাম মা-শিশু ও জেনারেল হাসপাতাল
মোবাইল : ০১৭২৮-৩২২৭৯৭

নবজাতক, শিশু ও কিশোর রোগ বিশেষজ্ঞ

চেম্বার-১ : রাজশাহী মডেল হাসপাতাল
লক্ষ্মীপুর মোড়, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৭০২২৯
মোবাইল : ০১৭৭৩-৮৪৪৮৪৪
সকাল ১০-টা থেকে দুপুর ১-টা

চেম্বার-২ : আমানা হাসপাতাল
ঝাউতলা মোড়, লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৭২৬৮৬
মোবাইল : ০১৭০৫-৪০৩৬১০-১১
বিকাল ৪-টা থেকে রাত্রি ৮-টা

চেম্বার-৩ : সিডিএম হসপিটাল, চৌধুরী, টাওয়ার, বি-৪৭৩/৪৭৪, লক্ষ্মীপুর মোড়, রাজশাহী।

ডা. হুমায়রা তাসমীন (পুতুল)

এমবিবিএস (আরপিএমসি)
এমএসসি ক্লিনিকাল মেডিসিন (ইংল্যান্ড)
পিজিডিপি- এন্ডোক্রাইনোলজি এ্যান্ড ডায়বেটিস (ইংল্যান্ড)
মোবাইল : ০১৭৫০-১০২৮২৯

মেডিসিন ও ডায়বেটিস বিশেষজ্ঞ

চেম্বার : আমানা হাসপাতাল
ঝাউতলা মোড়, লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৭২৬৮৬
মোবাইল : ০১৭০৫-৪০৩৬১০-১১
রবি, মঙ্গল, বৃহস্পতি
বিকাল ৫-টা থেকে ৮-টা

চেম্বার : স্পন্দন ডায়াগনস্টিক কমপ্লেক্স
কাজীহাটা, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৭২০৬৭
মোবাইল : ০১৮৪২-০৭০১১৮
শনি, সোম, বুধ
বিকাল ৫-টা থেকে ৮-টা

রেজিঃ নং রাজ-১৬৪ মাসিক আত-তাহরীক MONTHLY AT-TAHREEK ২৩/৪র্থ সংখ্যা, জানুয়ারী ২০২০ মূল্য : ২৫.০০

৩০তম বার্ষিক

তাবলীগী ইজতেমা ২০২০

স্থান : নওদাপাড়া, রাজশাহী

উদ্বোধন : ১ম দিন বাদ আছর

২৭ ও ২৮শে ফেব্রুয়ারী

বৃহস্পতি ও শুক্রবার

■ ভাষণ দিবেন

‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ -এর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ও খ্যাতনামা ওলামায়ে কেরাম

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : নওদাপাড়া (আমচত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী। ফোন : ০৭২১-৭৬০৫২৫, মোবা : ০১৭১১-৫৭৮০৫৭

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত

শিশু থেকে ৪র্থ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু পাঠ্য বই

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন: ০২৪৭-৮৬০৮৬১, মোবাইল: ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৮৩৫-৪২৩৪১০ (বিকাশ)

একাউন্ট নং- ০০৭১০২০০১০৪৭৩, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় বিভাগ, আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী।